

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত।

GUPTA PRESS.

CALCUTTA

সন ১৩০৪।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

PRINTED BY PROHLAD CHANDRA DAS,

GUPTA PRESS:

221, Cornwallis Street, Calcutta.

ভূমিকা।

জীবনস্রোত অনন্ত। অগণ্য মানব প্রতিক্ষণ এই জীবন-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, অনন্ত সাগরাভিমুখে চলিতেছে। অসংখ্য ঘটনা অবিরত মানবগণকে উত্তেজিত করিতেছে।

ভারতের নানাস্থানে, সময়স্রোতের অগণ্য তরঙ্গে, মানব চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, বিবিধ ঘটনা প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে। সরযূ পশ্চিম বঙ্গের রমণী। প্রতারণা, কুটিলতা ও খলতা তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। প্রণয় তাহার চক্ষে পবিত্র পদার্থ। সতীত্ব তাহার নিকট আদরণীয় দ্রব্য। সরযূ জানিত ভালবাসা কাহাকে বলে; সে জানিত ভালবাসার পরিণাম কি; সে জানিত যথার্থ ভালবাসার বাসস্থান ত্রিদিব কানন; সে জানিত যাহাকে সে বাল্যকাল অবধি ভালবাসিয়া আসিতেছে, যাহাকে সে প্রথম অবধি পতি ভাবিয়া আসিতেছে, কেন সে সেই সর্ব্বস্ব ধন দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করিয়া অপর একজনকে পতিত্বে বরণ করিবে।

সাংসারিক কার্য্যে অনভিজ্ঞা, সরলা সরযূবালা পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সমাদৃত হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে শ্রীযুক্ত মহাদেব ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুবর্গের নিকট এই গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরবাধিত রহিলাম। ইতি—

খটনগর, বর্দ্ধমান।
১৩০৪।

গ্রন্থকার।



সরযূ



প্রথম পরিচ্ছেদ।



তরু মূলে।



কৃতি দেবী শীত ঋতুর বিষাদ-বেশ পরিত্যাগ করতঃ বসন্তের মনোহর পরিচ্ছেদ ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মধুমাসে মধুপান-লোলুপ মধুকর কুল মন্দ-মারুত-মুকুলিত পরার্দ্ধ সৌরভ প্রসূন দলের ারিমল পানে বিচরণ করিতেছে। প্রভাতে প্রভাত ভানু াশান্ত মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উদয়গিরি হইতে উত্থিত হইয়া পতিপ্রাণা াদ্মিনীর প্রেমবারিতে তরঙ্গমালা উদ্ভাবনার্থ মলয়-সমীরণের াহায়তা গ্রহণ করিলেন। নয়ন-রঞ্জন-নব-কিশলয়-দল-নিপতিত ভ্রবর্ণ-শিশির নিচয় শোভাকর-করে প্রতিফলিতদীপ্তি হইয়া, মনীয়া কামিনীর কণ্ঠস্থ মুক্তামালাবৎ মনোহর সৌন্দর্য্য

প্রদান করিতেছে। স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বতী-সমূহ সহস্রাংশুর সহস্রকর স্ব স্ব শরীরে সংব্যাপ্ত করতঃ, সন্দেশবহ সদৃশ, সুস্বরে সঙ্গীত করিতে করিতে সলিল-স্বামীর সমীপে গমন করিতেছে। কুমুদিনী কান্ত কুমুদিনীকে কাতরা করিয়া কৌমুদীর সহিত পশ্চিমাকাশে অস্তাচল চূড়ায় অন্তর্হিত হইলেন। পিকবর সহকার শাখাসীন হইয়া কুহু কূজনে মানবের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল। বিমানচারী বিহগবৃন্দ বৃক্ষশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্বপাতার মাহিয়সী মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে উৎফুল্লান্তঃকরণে গমন করিতেছে। পতিসুখোপভোগিনী, পতিপরায়ণা রমণী মায়াবিনী নিদ্রাদেবীর মায়াজালাচ্ছন্না হইয়া পতিক্রোড়ে শায়িতা ছিলেন, হঠাৎ নব-চূত-মুকুল-ভক্ষণ-মনোহর-কণ্ঠ পুংস্কোকিল শব্দ শ্রবণ করিয়া জাগ্রতা হইয়া তল্পত্যাগ পূর্ব্বক গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা যুবতী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পিকরাজকে ভৎসনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিলেন। রাখালগণ গোপাল লইয়া মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতেছে। সুকুমারমতি শিশুগণ প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপন করিয়া আপন আপন পাঠে মনোনিবেশ করিল।

এইরূপ বসন্ত-প্রভাত সময়ে একটী যুবক রতনপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র প্রান্তরস্থ বৃক্ষমূলে বসিয়া গণ্ডদেশের দক্ষিণ প্রান্ত দক্ষিণ পাণির উপর সংস্থাপিত করতঃ বিষণ্ণ মনে একাগ্রচিত্তে ভাবিতেছেন। যুবকের বামহস্ত অঙ্কোপরি স্থাপিত রহিয়াছে। তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি মলিন। মস্তকের কেশগুলি রুক্ষ এবং জটিল। নেত্রদ্বয় নিমীলিত। রুক্ষত্বক্ বক্ষঃ

স্থলের দক্ষিণাংশ দক্ষিণদিকে অবনত। নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগে বিষাদের কালিমা রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। ফলকথা যুবক একজন উদাসীন ব্যক্তি। সংসারের কোন বস্তুতেই যেন তাঁহার স্পৃহা নাই। তিনি যেন নিরাশার অনন্তস্রোতে ভাসিতেছেন। মোহিনী আশাদেবী আসিয়া যে তাঁহাকে প্রবোধ বচন দ্বারা শান্তি দান করিবেন ইহাও তাঁহার মনোমধ্যে স্থান পাইতেছে না। সমীরণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার কেশরাশি আন্দোলিত করিয়া মন প্রাণ প্রফুল্ল করিতে গিয়া বিফল প্রযত্ন হইয়া প্রতিগমন করিতেছেন বায়ু চালিত পুষ্প-পরাগরাজি আসিয়া দুই একবার তাঁহার শরীরে আঘাত করিতেছে কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইতেছেন না। তপন দেব ধীরে ধীরে গগন পথে অগ্রগামী হইতেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতেছেন তথাপি তিনি স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। যুবক এইরূপভাবে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে কে আসিয়া পশ্চাৎদিক হইতে তাঁহার চক্ষু দুইটী চাপিয়া ধরিল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "তুমি কে"? আগন্তুক তাঁহার কথার কোন উত্তর দিলনা। যুবক তখন তাহার হস্ত দুইটী নেত্রদ্বয় হইতে অপসারিত করিবার ইচ্ছা করিয়া যেমন তাহার হস্তে হস্ত দিলেন অমনি বুঝিলেন হস্ত দুইটী চির পরিচিত পরে বলিলেন "কে সরযূ নাকি?" আগন্তুক চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"সরযূ সকাল বেলা এখানে কেন? কি করেই বা এলে?"

"কেন আমার কি আর এখানে আসিতে নাই? আর কাল সন্ধ্যের সময়েইবা কি বলেছিলে?"

"ও ঠিক, ঠিক, আমিই যে ভুলে গিয়েছিলাম। সরযূ! আমার সেটা মনে ছিল না, এবং ভাবিনি যে সত্যি, সত্যি, আমার কথামত তুমি এখানে আস্‌বে। আর এক কথা আমার মনের বেশ স্থিরতা নাই; একবার যা মনে ভাব্‌চি পরক্ষণেই তা ভুলে যাচ্চি। এজন্য তুমি দুঃখ করিও না, এখন বল দেখি তুমি কি করে এলে?"

যুবকের কথা শুনিয়া সরযূ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিল পরে বলিল "দেবেন আমি যে কি করে এলেম তা'কি তুমি জান্‌না? কেন কাল আমায় কি বলিয়াছিলে মনে নাই কি?

"সরোজ ওটাও আমি ভুলেছিলাম।"

"তা ভুল্‌বে বৈ কি। এরপর আমাকেও যে ভুলে যাবে?" সরযূর কথা শুনিয়া দেবেন্দ্র নাথ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সরযূ সে দীর্ঘনিশ্বাসের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। কেবল চিত্রপুত্তলিকার মত তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিল। তখন দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন "সরোজ কাল যে আমি কি জন্য তোমায় এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় তুমি জান না। আমি তোমাকে কতকগুলি উপদেশের কথা বলিব। দেখ তোমার বিবাহের যখন এতদূর স্থিরতা হইয়াছে এবং অদ্য রাত্রিতেই যখন তুমি অপরের হইতে যাইতেছ তখন তুমি কেন আমার মত হতভাগাকে মনোমধ্যে স্থান দিতেছ আর কেন তুমি এ নির্ব্বোধকে পাইবার ইচ্ছা করিতেছ। দেখ সরোজ জনক জননীর প্রিয় আজ্ঞা প্রতিপালন করা সন্ততির শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। মাতা সর্ব্বাপেক্ষা গরিয়সী। পিতা পরম গুরু। অতএব তাঁহারা যাহা বলেন তাহা করা তোমার একান্ত বিধি

সঙ্গত। তাঁহারা যখন তোমার বিবাহ আমার সহিত না দিয়া অপরের সহিত দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং দিতেও কৃতসংকল্প হইয়াছেন তখন তুমি, আমাকে মনোমধ্যে পতির স্থান দিতেছ কেন? তুমি যে আজ অবধি আমাকে একবারে ভাল বাসিবে না তাহা বলিতেছিনা তবে তুমি আমাকে পতির মত না ভাল বাসিয়া সখার মত ভাল বাসিবে, তোমার পতিকে মনের সহিত ভাল বাসিবে। পতির আজ্ঞা পালন করা সতী রমণীর কর্ত্তব্য। স্বামীর বিরুদ্ধে যাওয়া কোন ক্রমে উচিত নয় পরন্তু তাহা অতীব গর্হিত কার্য্য তাই বলি তুমি আর আমাকে তোমার স্বামীর মত দেখিও না।" দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া সরযূ যেন আকাশ হইতে পতিত হইল। সে যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সর্ব্বংসহা বসুধার প্রতি অনন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিল। ক্ষণেকের জন্য তাহার বাঙ্-নিষ্পত্তি হইল না। কেবল এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকার মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক-বাহী আশুগের সহিত মিলিত হইতেছে। সে নীরবে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে তাহা লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাইয়া বলিলেন "সরোজ কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?" এইবার সরযূর মুখ ফুটিল "দেবেন? প্রাণের দেবেন! তুমি যে কাঁদাবার কাজ করেছ। তুমি যে আমায় চিরকালের জন্য হতাশ করিতেছ! তুমি যে আমায় মরুভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইতেছ! ভেবে দেখ দেবেন! মনে পড়ে কি দেবেন! যে দিন আমার সঙ্গে বাল্যখেলা করিতে, যে দিন আমি তোমার গায় ধূলি ছুড়ে দিতাম তুমি আমায় কিছু না বলিয়া ছেলে মানুষ বলে কত শিক্ষা দিতে, আদর করিয়া

আমার পড়া বলে দিতে, যে দিন তুমি আমায় কত নূতন নূতন গল্প বলিতে—সেই দিন দেবেন মনে পড়ে কি? সেই ভাল বাসার দিন মনে হয় কি? দেবেন আমায় ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবেনা, চল তুমি অগ্রে অগ্রে চল আর আমি ছায়া হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই।

সরযূর কথা শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনোভাব কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিলেন না। কি জানি কেন তিনি সে ভাব গোপন করিলেন। পরে সরযূকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন "সরোজ আমি এখন তোমায় কিছু বলিব না। তবে একটী কথা বলিতেছি যে অদ্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তুমি আমার লিখিত কোন লিপির বা আমার দ্বারা প্রেরিত কোন বিশ্বাসী লোকের অপেক্ষা করিবে। তাহা দ্বারা যাহা বলিয়া পাঠাইব বা যাহা লিখিয়া পাঠাইব তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। দেখ আমার কথায় অবিশ্বাস করিওনা। আমি যাহা যাহা বলিলাম মনে রেখ। আমি কদাপি তোমায় ভুলিবনা। অধিকক্ষণ এখানে থাকা উচিত নয় কারণ এস্থলে থাকিলে অনেকেরই নজরে পড়িতে হইবে। এক্ষণে আমি একটী বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট যাইব। তুমি বাড়ী যাও; বেলা বাড়িতেছে। আমিও আসি।"

"দেবেন এস, চিরকালই আমার কাছে এস। দেখ যেন আমায় ভুলিওনা। কিন্তু দেবেন তুমি আমায় ছাড়িয়া চলিলে।" সরযূ এই বলিয়া আবার ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। দেবেন্দ্র অনেক করিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। শেষে বলিলেন "সরোজ তোমায় আর কাঁদিতে হবে না। বাড়ী যাও আমি তোমায় মনে রাখিব।"

তরুমূলে।

দেবেন্দ্রনাথ সরযূকে বিদায় দিয়া বরাবর উত্তরমুখ করিয়া চলিলেন। সরযূ এক পা করিয়া যায় আর ফিরিয়া ফিরিয়া দেবেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে। দেবেন্দ্র ও এক একবার তাহার দিকে মুখ ফিরান। এইরূপে সরযূ যতক্ষণ দেবেন্দ্রকে দেখিতে পাইল ততক্ষণ অনিমেষনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিল। যখন তিনি তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেলেন তখন সে অগত্যা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রতিগমন করিল। পাঠক মহাশয়! আসুন দেখি দেবেন্দ্রনাথ কোথায় যান।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ



আশায় নিরাশা।

প্রান্তরের অদূরে সুদূরবাহিনী কলকলনাদিনী শুভ্রসলিলা ময়ূরাক্ষী নদী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। মলয় মারুত তাহার শীতল জলে অবগাহন করতঃ পুষ্পসৌরভ-ভার বহন করিতে করিতে মন্দ মন্দ গতিতে বহিতেছে, এবং পথশ্রান্ত পথিকগণের পথক্ষোভ নিবারণ করিতেছে। তটের নিকটবর্ত্তী কোন কোন বৃক্ষ স্ব স্ব শাখা অবনত করতঃ ময়ূরাক্ষী মাতার স্তন পান করিতেছে। তীরের কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। উপর দিয়া জল চলিয়া যাওয়াতে, কোথাও বালুকা রাজি তরঙ্গাকার ধারণ করিয়াছে। তাহার উপর তপন কিরণ পতিত হওয়াতে দূর হইতে বোধ হইতেছে যেন অম্বুরাশিই তরঙ্গবক্ষে প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও কোথাওবা স্তুপাকার বালুকা, বৃক্ষলতাহীন শুভ্রনীহারমণ্ডিত গিরিবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

দেবেন্দ্রনাথ ময়ূরাক্ষী তীরে গমন করতঃ মনে মনে কি ভাবিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত একস্থানে উপবেশন করিলেন। একি দেবেন্দ্রনাথ যে আবার ভাবিতেছেন? না বোধ হয় নদীর

শোভা দর্শন করিতেছেন! না কৈ তাও ত নয় তাহা হইলে যে তিনি নদীরদিকে মুখ ফিরাইতেন। তাঁহার মুখ ত নদীরদিকে ফিরনে নাই। তবে তিনি কি করিতেছেন! ঐ যে দেবেন্দ্র নদীর জলে নামিলেন তবে বোধ হয় স্নান করিবেন, আসুন পাঠক মহাশয় দেখি দেবেন্দ্র কি করেন।

নদীজলে অবগাহন করতঃ দেবেন্দ্রনাথ সেই আর্দ্রবস্ত্রই পরিধান করিয়া পুর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন। শেষে একটী গ্রামের নিকটে আসিয়া পড়িলেন। গ্রামটীর নাম কাঞ্চনপুর, তথায় অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস। দেবেন্দ্র যখন সেখানে গেলেন তখন বেলা প্রায় দুইপ্রহর হইয়াছে। সেই গ্রামে নগেন্দ্রনাথ দত্ত নামক তাঁহার একটী বিশ্বস্ত বন্ধু বাস করেন। নগেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রকে হঠাৎ সেইবেশে আসিতে দেখিয়া অতীব বিস্ময়াম্বিত হইলেন। নগেন্দ্রকে দেখিয়া দেবেন্দ্র আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার দুঃখভার যেন কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। তাঁহার মন যেন একটু প্রফুল্ল হইল। বিষাদের ভার যেন কিয়ৎকালের নিমিত্ত তিরোহিত হইল। তৎপরে তিনি বন্ধুগৃহে গমনপূর্ব্বক তথায় আহারাদি সমাপন করিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ভাই দেবেন এরূপ বেশ কেন? কি জন্যই বা হঠাৎ তুমি আসিয়াছ?"

"তোমার এসব কথার উত্তর পরে দিব। আমি এখন তোমার নিকট একটী বিশেষ কার্য্যের জন্য আসিয়াছি। তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু। তোমার দ্বারাই তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারিবে এই ভাবিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।"

"কি কার্য্য বলনা ভাই! তাহা করিতে আমি প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিব। আমায় এত অনুরোধ করিবার প্রয়োজন নাই।"

"তুমি বোধ হয় সরযূর বিবাহের কথাটা জান।"

"জানি বৈকি। তোমার সহিত তাহার বিবাহ হইলনা কেন?"

"কেন যে হইল না জানি না। সমস্তই বিধির ইচ্ছা।"

"তবে এখন কি কর্ব্বে মনে করেছ?"

"তোমার কোন বিশ্বাসী লোকদ্বারা আমি সরযূকে একখান পত্র লিখিব। সেই পত্রখানি পড়িয়া অদ্য রাত্রিতে সরযূ আমার সহিত নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিবে, তাহার পর যাহা করিতে হইবে করিব। ফলকথা তুমি আমার সহায়তা করিও।"

"ইহাত খুব সামান্য কার্য্য; ইহার জন্য তোমায় এত অনুরোধ করিতে হইবে কেন?"

"আচ্ছা ভাই তবে তুমি একজন লোক দেখ। আমি পত্র লিখি।"

"তুমি পত্র লেখ আমি লোক দেখিয়া আসি।" অল্পক্ষণ পরেই নগেন্দ্রনাথ একটী বৃদ্ধা সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগত হইলেন।

স্ত্রীলোকটীর বয়স অনূ্যন ষাটি বৎসর। শরীরের রংটী কৃষ্ণবর্ণ, মুখের ভিতর দন্ত একটীও দৃষ্ট হয় না। মস্তকের কেশরাজি চিরকাল কৃষ্ণ হইয়া থাকিতে ভাল বাসে না বলিয়াই শুক্লবর্ণ হইয়াছে, হস্তপদাদির মাংসপেশী প্রভৃতি শিথিল হইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধা সোজা হইয়া চলিতে পারে না চলিবার সময় তাহার শরীর প্রায় অর্দ্ধ-বৃত্তাকার ধারণ করে, পৃষ্ঠদেশ উন্নত হইয়া গিয়াছে। তাহার হস্তে সর্ব্বদাই একটী যষ্ঠি থাকে, তাহার উপর ভর দিয়া

চলিবার জন্য বৃদ্ধা তাহা ব্যবহার করে। কেবল নিদ্রার সময় ব্যতীত সেইটা সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে থাকে। বৃদ্ধার গুণ অনেক সে বিশ্বাসী, সত্যবাদী, তাহার মন সরলতাপূর্ণ এবং অন্তকরণে দয়া আছে। যাহা করিতে বলা যায় তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করে। গ্রামের লোকে তাহাকে "শ্যামার মা" বলিয়া ডাকে। তাহার নাম কি জানি না। বৃদ্ধা আসিয়া বলিল "কি কর্ত্তে হবে বাবা!" অনন্তর নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "দ্যাখ্ শ্যামার মা" এই পত্রখানি নিয়ে তুই রতনপুরে বিশ্বাসদের বাড়ী যা, সেখানে গিয়া জীবনকৃষ্ণ বাবুর কন্যা সরযূকে এইখানি দিবি। দেখিস্ যেন তাঁদের বাড়ীর আর কেউ না জান্তে পারে; আর তাকে বল্‌বি যে দেবেন্দ্র আজ রাত্রে কোন্নগরের নিকটে রাস্তার উপর তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন।"

"তবে বাবা আমি আসি।"

"হ্যাঁ বুড়ি তুই যা, ফিরে এলে তোকে বেশকরে বিদায় কর্‌ব।

"শ্যামার মা" নগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রতনপুর গ্রামাভিমুখে চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জীবন কৃষ্ণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। জীবনকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে আজ বড় গোলমাল। এদিকে একজন লোক যাইতেছে, ওদিকে একজন লোক যাইতেছে। এখানে বাদ্যকরগণ বাদ্য করিতেছে ওখানে কেহবা গান করিতেছে। গাড়ি করিয়া পাল্কি করিয়া সর্ব্বদাই আত্মীয় কুটুম্ব আসিতেছে। সদর দ্বারে লোক জনের বড় ভিড়। ভৃত্যগণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। অপরিচিত কেহ আসিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া

দুরূহ ব্যাপার হইতেছে, বাটীর বাবুরা বীরবেশ ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। বৃদ্ধা গিয়া প্রথমে বড়ই বিপদে পড়িল। শেষে সরযূকে একটী নির্জ্জন স্থানে দেখিতে পাইয়া বড় আনন্দিত হইল। নগেন্দ্রনাথ তাহাকে যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন সে সমস্তই একে একে সরযূর নিকট ব্যক্ত করিল শেষে তাহার হস্তে পত্রখানি দিল। তাহাদিগকে এরূপ নির্জ্জনস্থানে দেখিয়া পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে এই ভাবিয়া সরযূ শীঘ্রই বৃদ্ধাকে বিদায় দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল এবং একটী নিভৃতস্থানে গিয়া পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল :—

[প্রাণের সরোজ,

আমি যে তোমায় ওরূপভাবে উপদেশ দিয়াছিলাম তাহার কোন গুপ্ত কারণ ছিল। যদিও আমি তাহার উল্লেখ করিলাম না তথাপি তুমি মনে করিও না যে তোমায় আমাকে ভুলিতে উপদেশ দিয়াছি। বলিতে কি সরোজ, আমি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব না। আমি তোমায় যাহা যাহা লিখিতেছি তুমি তদনুসারে কার্য্য করিবে। অদ্য রাত্রিতে তুমি ডাক্তারদের বাড়ীর পাশ দিয়া ঘুরিয়া গিয়া একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলদেশে উপনীত হইবে। তথা হইতে যে অপ্রশস্ত রাস্তাটী গিয়াছে তাহা ধরিয়া কিছুদূর গেলে কোন্নগরে উপনীত হইবে। আমি ও নগেন্দ্র রাস্তার উপর থাকিব ; ঐ রাস্তা ধরিয়া আসিলেই তুমি আমাদিগকে দেখিতে পাইবে। আর যদি না পাও আমরা তোমায় খুঁজিয়া লইব। অধিক লিখিব না আমায় ভুলিও না।

তোমারই সেই

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ দাস।]

সরযূ পত্রখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইল। রাত্রিতে একাকিনী গমন করিলে বিপদ হইবে এবং হইতে পারে সে ইহা ভাবিল না। পথে সর্প ভয় আছে, শৃগাল কুক্কুরের ভয় আছে এবং মনুষ্যেরও ভয় আছে, কিন্তু সরযূ তাহা ভাবিল না। কেবল দেবেন্দ্রনাথের মূর্ত্তিই ভাবিতে লাগিল। যতক্ষণ দেবেন্দ্রর মূর্ত্তি তাহার মনে থাকিবে, যতক্ষণ সে আপনাকে দেবেন্দ্রপত্নী বলিয়া ভাবিবে, ততক্ষণ কোন সৃষ্ট বস্তুই তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না—ইহাই তাহার মনে হইল।

ক্রমে সন্ধ্যাদেবী মলিন কৃষ্ণবর্ণের বসন পরিধান পূর্ব্বক অঞ্চল দ্বারা জগৎ সমাচ্ছন্ন করিলেন। জীবনকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী অদ্য বিবাহবাড়ী, কিন্তু যাহার বিবাহ তাহার মনে আদৌ সুখ নাই। যাহার বিবাহ তাহার মনে হয় না যে অদ্য তাহার বিবাহ। রাত্রি ৪।৫ দণ্ড হইলেই সরযূ কি মনে করিয়া কোথায় যাইবার জন্য বাটী হইতে বাহির হইল।

সরযূ! তোমার কি পিতা মাতা নাই? তুমি কি পিতা মাতার কথা মান না? তোমার কি ভ্রাতা ভগ্নি নাই? তাহাদের জন্য কি তোমার কিছুমাত্র দুঃখ হইল না? দেবেন্দ্রর জন্য বুঝি তুমি পাগলিনী হইয়াছ? সহৃদয় পাঠক! নায়ক নায়িকার ইচ্ছার উপর গ্রন্থকারের কোন হাতই নাই, অতএব এবিষয়ে ধৃষ্টতা মাপ করিবেন।

সরযূ নির্দ্দিষ্ট অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকট যাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু প্রকৃত পথ দিয়া যাইতে না পারিয়া অপর আর এক পথ-দিয়া গিয়া এক অজানিত স্থানে উপস্থিত হইল। কোথায় বা সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ, কোথায় বা রাস্তা! সরযূ এক জঙ্গলে গিয়া

উপনীত হইল। গভীরা রজনী, সকলেই নিদ্রিত। কেবল ঝিল্লিদল ঝিঁঝিঁ করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। সরযূ 'দেবেন্দ্র দেবেন্দ্র' বলিয়া কয়েকবার ডাকিল কিন্তু কে আর উত্তর দিবে? প্রতিধ্বনিই কেবল বলিল "দেবেন্দ্র"। বাতাস হাসিয়া উঠিয়া প্রতিধ্বনির কথাই সপ্রমাণ করিল। তরুগণও বায়ুচালিত হইয়া সেই কথাই বলিয়া দিল; সরযূর পদ শব্দও সেই কথা বলিয়া উঠিল। সরযূ আবার ডাকিল "দেবেন্দ্র," কিন্তু এবারও কোন উত্তর পাইল না। এইবার সরযূ উচ্চৈঃস্বরে "দেবেন্দ্র দেবেন্দ্র" করিয়া ডাকিতে লাগিল এবং ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সহৃদয় পাঠক! আপনিই তবে সরযূকে শান্ত করুন আমি দেখিয়া আসি রাস্তার উপর দেবেন্দ্রনাথ আছেন কি না। কিন্তু ইহারই নাম "আশায় নিরাশা"।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

দিন গত হইল। কেহ হাসিল, কেহ কাঁদিল; কেহ জন্মিল, কেহ মরিল, দিন তাহা দেখিল কিন্তু চলিয়া গেল। দিন কাহারও দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিল না বা কাহারও সুখে হৃষ্টচিত্ত হইলনা। কেবল অবিশ্রান্ত গতিতে উদাসীনের ন্যায় চলিয়া গেল। কত স্তব করিলাম, কত মিনতি করিলাম, তপনের উপর কত দোষারোপ করিলাম অবশেষে বলপূর্ব্বক দিনকে রাখিব মনে করিলাম কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর রাখিতে পারিলাম না। আমার আজ দিন গেল পাঠকের গেল কি না জানিনা। আমি দিনকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম, পাঠক করিলেন কি না জানি না।

কেহ কেহ দিনকে শীঘ্র শীঘ্র তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। দিন গত হইলে, সন্ধ্যা দেবী কৃষ্ণ বসন পরিধান করিলেই যিনি প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিরহব্যথা দূর করিতে পারিবেন মনে করেন তিনিই ইচ্ছা করেন দিন শীঘ্র শীঘ্র গত হউক। যে আশাজালসমাচ্ছন্ন যুবক রজনীর আগমনে কোন অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী কামিনীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন মনে করেন তাঁহার পক্ষেই দিনের শীঘ্র শীঘ্র গত হওয়া আনন্দের

বিষয়। যে ভালবাসাশৃঙ্খলাবদ্ধা রমণী নিশাগমনেই প্রিয়তমের সহিত সম্মিলিত হইবেন আশা করেন তিনিই প্রার্থনা করেন দিন সত্বর চলিয়া যাউক। অদ্য আশাসহচর জীবনকৃষ্ণ বাবু রজনী-যোগে সরযূর শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা করিবেন, তজ্জন্যই তিনি দিনকে শীঘ্র শীঘ্র তাড়াইয়া দিতে তৎপর। সরযূ কিন্তু অপর এক কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত রাত্রির আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে। এদিকে রাজপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষ মহাশয়, স্বপুত্র শ্রীমান্ মদনমোহন ঘোষের সহিত সরযূর বিবাহ দিবেন বলিয়া রাত্রির অপেক্ষা করিতেছেন। সুতরাং রজনীদেবী আজ অভিমানিনী, তজ্জন্যই তিনি যেন কিছু বিলম্ব করিয়া আসিলেন।

রতনপুর গ্রাম হইতে রাজপুর গ্রামের দূরত্ব অল্প। অদ্য রাজপুরে কানাই বাবুর বাড়ীতে খুব আনন্দকোলাহল উত্থিত হইতেছে। যেমন সন্ধ্যাগত হইল, অমনি ভৃত্যগণ মদনমোহনকে বর-সজ্জায় সজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইল; দেখিতে দেখিতে বর-সজ্জাকার্য্য সমাধা হইল। বাদ্যকরগণ বাদ্য করিতে লাগিল। এবার বর বিবাহ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইবেন। কানাই বাবু ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন। বরের মা, মাসি, পিসি, ইত্যাদি সকলেই বরকে কত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন! কেহ বলিলেন "বাবা ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আন" কেহ বলিলেন "বৌমা অচিরে পুত্রবতী হউন আমরা এক মনে আশীর্ব্বাদ করি।"

কিন্তু তাঁহাদের এসমস্ত আশীর্ব্বাদ "কালনেমির লঙ্কাভাগ" মাত্র। যাহা হউক মদনমোহন বিবাহ করিবার জন্য লোক

জন সমভিব্যাহারে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। রাত্রি প্রায় আট নয় ঘটিকার মধ্যেই তাঁহারা রতনপুর গ্রামে গিয়া পড়িলেন। তাঁহারা তথায় গিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কারণ জীবনকৃষ্ণ বাবুর বাটী হইতে কেহই তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিলেন না। তাঁহারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। অবশেষে গ্রামের কোন লোকের মুখে শুনিলেন "সরযূকে বাড়ীর মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না।" তাহাকে খুঁজিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক পাঠান হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। কানাই বাবু পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া নিতান্ত অপ্রতীভ হইলেন। প্রথমে তিনি জীবনকৃষ্ণ বাবুর উপর কত দোষারোপ করিলেন। ভাবিলেন তিনি প্রতারক তিনি শঠ তিনিই কন্যাকে অপর কোন পাত্রের সহিত পরিণীতা করিবেন এই অভিপ্রায়ে তাহাকে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছেন এবং লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইতেছেন "সরযূকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না" পরে তিনি যখন প্রকৃত বিষয় অবগত হইলেন, তখন তাঁহার সে ভাব মন হইতে তিরোহিত হইল। এক্ষণে নিরাশা ও বিষাদ আসিয়া ধীরে ধীরে সেস্থান অধিকার করিল। মদনমোহন মণিহারা ফণির মত নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিলেন। তাঁহার হস্তপদাদি যেন চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল। মনে মনে তিনি কেবল আপন দুরদৃষ্টকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তিনি আনন্দসাগরে ভাসিতেছিলেন; এক্ষণে তিনি বিষাদের অনন্ত স্রোতে ভাসিতেছেন। কানাই বাবুর আর পূর্ব্বের মত স্ফূর্ত্তি নাই। তিনি কেবল ইতস্ততঃ ধাবিত

হইতেছেন। তাঁহার শরীর হইতে অবিরত স্বেদ নির্গত হইতেছে। কাহারও সহিত কথা কহিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। যদি কেহ প্রকৃত বিষয় না জানিয়া, অথবা জানাসত্বেও গোপন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "বিবাহের লগ্নটা কখন মহাশয়?" তখন তিনি আরও বিরক্ত হইতেছেন। শেষে ক্রোধসহকারে উত্তর দিতেছেন "পাজি ব্যাটারা জেনেও যেন জানে না। দেখ্‌চে মেয়েটারই সন্ধান নেই, তা'তেও জিজ্ঞাসা কচ্ছে লগ্ন কখন?" কানাই বাবুকে দেখিলে বোধ হয় তিনি ক্রোধে এক্ষণে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছেন। একজন লোক আসিয়া বলিল "কানাই বাবু, সরযূর কোন সংবাদ পাওয়া গেলনা।" কানাই বাবুর ধৈর্য্যশক্তি যেন এবার বিলুপ্তপ্রায় হইল। ক্ষণেক পরে আবার একজন লোক আসিয়া বলিল "কানাই বাবু সরযূর ত কোন তল্লাসই পেলেম না।" এবার কানাই বাবু যে কি অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেন তাহা লিখিতেও ভয় হয়; কারণ পাছে তিনি আমার উপর খড়্গহস্ত হন। তিনি এক্ষণে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য।

এদিকে জীবনকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীর অবস্থাও অতীব শোচনীয়। বাদ্যকরগণের বাদ্যধ্বনি আর কর্ণগত হইতেছে না। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ভৃত্যেরা যে আনন্দকোলাহল করিতেছিল তাহা এক্ষণে হাহাকারে পরিণত হইয়াছে। তাহারা আর পূর্ব্বমত পূর্ণমনে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে না। তাহাদের মন এক্ষণে যে শূন্য! "মন্ত্রীর কিস্তিমাত, গজের কিস্তিমাত, ঘানি," ইত্যাদি শব্দও আর শ্রুতিবিবরে স্থান পাইতেছে না। "মার পাশা যোল, মার ছ'তিন নয়, চোকে আড়ি দাও" ইত্যাদি দ্যূতক্রীড়াসক্ত ব্যক্তিগণের উচ্চ রব আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। "ছক্কা,

পঞ্জা, ব্যোম্‌” ইত্যাদি শব্দও আর শ্রুত হইতেছে না। এক্ষণে সকলেই সরযূর অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

গাড়ি গাড়ি পাল্কি পাল্কি আত্মীয় কুটুম্ব আসিতেছেন কিন্তু তাঁহারা দুঃখিত মনে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইতেছেন। কে যে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবে তাহার কিছু স্থিরতা নাই। কেহ কেহবা গ্রামের বাহির হইতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাইতেছেন। নৃত্য গীতাদির জন্য যে সমস্ত আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইল!

বিবাহ বাড়ীর সকলেরই আজ আনন্দে নিরানন্দ হইল। মদনমোহন বিষণ্ণ, কানাই বাবু বিষণ্ণ, জীবনকৃষ্ণ বাবুও তদ্রূপ। তাঁহার বাড়ীর অপর সকলেই সেইপ্রকার!

এদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ কোন্নগর গ্রামের সমীপস্থ রাস্তার উপর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। রাত্রি অনেক হইল, নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র কিরণ দিতেছেন। তারকারাজি ক্ষীণ-জ্যোতিঃ হইয়া মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহারা দুইজনে এক একবার আকাশের দিকে তাকাইতেছেন আর এক একবার সরযূর আগমন প্রতীক্ষায় দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছেন। সামান্য শুষ্কপর্ণধ্বনিতেও তাঁহারা সরযূর অভ্যর্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন! অল্পক্ষণ পরে দেবেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রকে বলিলেন “চল নগেন একটু এগিয়ে দেখি সরযূ আস্‌চে কি না।”

“তবে চল বিলম্বের প্রয়োজন নাই। রাত্রি অনেক হইল কিন্তু সরযূ কেন আসিল না?”

তাঁহারা পশ্চিমমুখ রাস্তা ধরিয়া অনেক দূর গমন করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শেষে দেবেন্দ্রনাথ

"সরযূ, সরযূ" বলিয়া অনেক ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তাঁহার মনে ক্রমশঃ অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলেন "সরযূ বোধ হয় পত্র পায় নাই; বৃদ্ধা বোধ হয় আমায় প্রতারণা করিয়াছে।" কখনও ভাবিলেন "বুঝি সরযূ পিতা মাতার কথা লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, বুঝি সে ভাবিয়াছিল তাহার জননী তাহার অভাবে কত দুঃখ প্রকাশ করিবে, কত বিলাপ করিবে, তজ্জন্যই সে অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। পিতা মাতার হৃদয়ে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া সে কেবল আমার জন্য কেন পাগলিনী হইবে? আমি স্বার্থপর। সমাজ তাহাকে অপদস্থ করিবে, সমবয়স্কা বালিকাগণ তাহাকে দোষ দিবে, কত লোক তাহার বিষয় কত কথা বলিবে, এই সমস্ত বিষয় একদিকে আর আমার উপর তাহার ভালবাসা একদিকে, ইহার মধ্যে কোন দিকে অধিক ভার? তাই বলি সরযূ আজ বোধ হয় মদনমোহনকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তবেত আর আমি সরযূকে ভালবাসিতে পাইব না! আজ অবধি সেত আর আমার নয়। আজ সে পরের স্ত্রী হইল! আজ অবধি যদি আমি তাহাকে ভালবাসি তবে আমি পরের স্ত্রীকে ভালবাসিব। সেত আর আমার নয়।" দেবেন্দ্রনাথ আবার ভাবিলেন "বোধ হয় সরযূ পথ ভুলিয়া অপর কোনদিকে চলিয়া গিয়াছে। বোধহয় সরযূ আজ এখানে আসিতে না পারিয়া অপর কোন অজানিত স্থানে উপনীত হইয়াছে। বোধ হয় সে কোন হিংস্র জন্তুর ভক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে, কিম্বা কোন দুরাচার নৃশংস ব্যক্তি অর্থলোভে রাত্রিতে তাহাকে হত্যা করিয়াছে অথবা কোন

পাশববৃত্তিচরিতার্থকরণব্যাকুল দুর্ব্বৃত্ত কামাতুর ব্যক্তি তাহার উপর কোন অচিন্তনীয় অত্যাচার করিয়াছে। অহো আমি কি হতভাগ্য !! কি নিষ্ঠুর !! সেই নবকিশলয়-দল সদৃশ কোমলাঙ্গীকে আজ আমি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাপথের পথিক করিলাম !!! সেই চারু দর্শনীয়া, মাধবী লতায় আজ আমি স্বহস্তে তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা ছিন্ন করিতে মনোমধ্যে কোন দ্বিধা করিলাম না! সরোজ, আমার নির্দ্দয়তার সীমা নাই !!! কিন্তু সরযূ কি লজ্জায় ভয় করে? সরযূ কি সমাজভয়ে ভীতা? সে কি পিতা মাতার কথায় আমায় ভালবাসিতে বিস্মৃত হইবে? সে কি লোকের কথার ভয়ে আমায় ভালবাসিবে না? হিংস্র জন্তু তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বোধ হয় সে পথ ভুলিয়া গিয়াছে, তবেত আমি বড়ই হতভাগ্য! আজ আমার আনন্দে নিরানন্দ হইল! হরিষে বিষাদ হইল! অতুল আনন্দাচল আজ অগাধ দুঃখসাগরে পরিণত হইল! সুবৃহৎ পারিজাতপুষ্পোদ্যান আজ পূতিগন্ধপূর্ণ ক্ষুদ্র নরককুণ্ডে পরিণত হইল! অনির্ব্বচনীয় আনন্দোচ্ছাস আজ ক্ষণেকের মধ্যে বিষাদস্রোতে মিলিত হইল !!!





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশা।

সৃষ্টিকর্ত্তা মানব সৃজন করিয়াই কৃপা করিয়া তাহার শরীরে আশাবীজ বপন করিয়া দিয়াছেন। মানব যখন নিরাশার নিবিড় তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সংসার-কাননে পথশ্রান্ত পথিকের ন্যায় মন্দগতিতে ইতস্ততঃ পদচারণ করে; যখন মানব সুবিশাল জীবন মরুভূমির প্রান্তরে, সূর্য্যদগ্ধ, বালুকাকণাসমন্বিত বেগবান্ সর্ব্বগাহত, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ভ্রমণকারীর ন্যায় ক্ষুৎপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে এবং কল্পনারূপ মৃগতৃষ্ণিকা দ্বারা প্রতারিত হইয়া ভগ্ন মনোরথ হয়, তখন কেবল স্বর্গীয়া আশাদেবীই তাহার হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া নিরাশার গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত করেন, তখন শান্তিদায়িনী আশাদেবীই আসিয়া সেই প্রতারণাময়ী মৃগতৃষ্ণিকাকে নির্ম্মলসলিলবিশিষ্ট, সুস্বাদফলসমন্বিত উর্ব্বরক্ষেত্রে পরিণত করেন।

যখন ঘটনারূপ কুহেলি তিমির মানবজীবনের উচ্চাভিলাষরূপ প্রাতঃসূর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখে, তখন প্রভাবতী আশাদেবীই, অলোকসামান্যশক্তিসম্পন্ন ঐন্দ্রজালিকদণ্ডদ্বারা সেই কুজ্ঝটিকাজাল নিরাকৃত করতঃ তাহাকে আশ্বস্ত করেন,

উদ্যমশীল হইতে শিক্ষা দেন, যত্ন পরিশ্রমের সহায়তা গ্রহণে উত্তেজিত করেন, সিদ্ধিলাভের উপায় বলিয়া দেন; কর্ম্মক্ষেত্রে, স্থিরভাবে, গাম্ভীর্য্যসহকারে সতর্কতার সহিত দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করেন। মানবদাশরথি যখন মায়াবী প্রলোভন মারীচের স্থবর্ণমৃগরূপ ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণবিস্ফুরিত মধুর হাসিতে মোহিত হয় এবং তাহার লোভনীয় আকৃতি দর্শনে মলিনধী হইয়া, সামান্য অপ্রকৃত, অন্তঃসারশূন্য, সুখরূপ সীতার মনোরঞ্জনে উদ্যুক্ত হইয়া সশর কার্ম্মুক হস্তে তাহাকে বিনাশ করিব মনে করে, ও তজ্জন্যই বদ্ধপরিকর হয়, তখন পরিণামদর্শিনী আশাদেবীই তাহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেন।

আশা কুহকিনী। তাঁহার কুহকেই জীবজন্তুগণ ভুলিয়া থাকে। আবার তাঁহার কুহকে পড়িয়াই লোকে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারে। আশা যদি না থাকিত তবে সংসারস্থ জীবজন্তুগণ দুঃসহ দেহভার বহন করিয়া অবশেষে অপার ক্লান্তি সাগরে নীত হইত।

আশা তোমার চিরসঙ্গিনী। তুমি সম্রাট হইয়া স্ব সিংহাসনে উপবেশন করতঃ নির্ব্বিঘ্নে রাজসুখ উপভোগ কর, আশা, তোমার সঙ্গে থাকিবে। তুমি দরিদ্র হইয়া ভিক্ষুকের বেশে দ্বারে দ্বারে অন্ন প্রার্থনা করিয়া বেড়াও আশা তোমার সঙ্গে থাকিবে। তুমি কারারুদ্ধ হইয়া কারাবাসজনিত দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কর, আশা তোমায় ত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি সন্ন্যাসী হইয়া, সংসারস্থ যাবতীয় বস্তুতে স্পৃহাশূন্য হও, শ্মশানে বসিয়া পরমাত্মার চিন্তা কর, আশা তোমার সঙ্গে থাকিবে। তুমি গৃহবাসী হইয়া যুবতীর প্রেমে মোহিত হইয়া থাক আশা

তোমার চিরসহচরের কার্য্য করিবে। তুমি কবি হইয়া গভীরা রজনীতে নক্ষত্ররাজিসমাচ্ছন্ন, সুধাংশুভূষিত, নীল নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করিয়া কল্পনাকৌতুকে নিযুক্ত থাক, আশা তোমার সঙ্গিনীর কার্য্য করিবে। তুমি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের স্বপ্নময়ী চিন্তায় আমোদ অনুভব কর, আশা তোমার সঙ্গে থাকিবে। তুমি কাঙ্ক্ষিতবস্তু লাভে নিরাশ হইয়া জীবন বিসর্জ্জনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও আশা তোমার বন্ধু হইয়া, তোমায় সে ঘোরা নারকীয়া আত্মহত্যা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবে। নল যখন দময়ন্তীকে কাননমধ্যে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া যান, তখন আশাদেবীই কেবল তাঁহার সাথীর কার্য্য করিয়া চিরবন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাই বলি আশা মানবের চির সঙ্গিনী।

সরযূ এক্ষণে নিবিড় অরণ্যমধ্যে একাকিনী বিচরণ করিতেছে। কেবল আশাই তাহার সহচরীর কার্য্য করিতেছেন। পবনদেব এতক্ষণ প্রায় নিস্তব্ধ ছিলেন। সরযূ ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া তিনি আর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে সহানুভূতি উপস্থিত হইল। তিনি প্রবল-বেগে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন সরযূর বিলাপবাক্য দেবেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর করিবেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। দেবেন্দ্রনাথ এক্ষণে আর রাস্তার উপর নাই। সমীরণ আর একবার তাঁহাকে খুঁজিতে গেলেন কিন্তু হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। চন্দ্রদেব এতক্ষণ নীল আকাশে থাকিয়া বৃক্ষপত্রাদির অন্তরাল হইতে সরযূর মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন সরযূর দুঃখ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারি-

লেন না। মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। আর জ্যোৎস্না নাই। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। সরযূর মনে এবার বড় ভয় হইল, সে বসিয়া পড়িল।

আকাশে চাঁদ নাই। নিকটে দেবেন্দ্র নাই। সমীপে জননী নাই। কাছে ভগিনী নাই। তবে সরযূকে এক্ষণে আর কে শান্ত করিবে? কেবল আশাদেবীই মধ্যে মধ্যে তাহার মনে আবির্ভূতা হইয়া ক্ষণপ্রভা চপলার ন্যায় ধৈর্য্যের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন। সরযূ একটী বৃক্ষের নিম্নদেশে বসিয়াছিল। সেই তরুটী মধ্যে মধ্যে পত্র সঞ্চালন চ্ছলে সরযূর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। আশা ভিন্ন অপর কেহই সরযূকে প্রবোধ দিতে পারিবে না। আশা ছাড়া অপর কেহই তাহার সঙ্গে নাই।

তাহার মনে আশা যদি না থাকিত তবে যে মুহূর্ত্তে সে পথ-ভ্রান্ত হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই সে জীবন বিসর্জ্জন করিত। আশা আছে বলিয়াই সে এখনও স্থিরভাবে বসিয়া আছে। সে কেবল ভাবিতেছে দেবেন্দ্রনাথই তাহার একমাত্র পতি। দেবেন্দ্রই তাহার একমাত্র অবলম্বন। তিনিই কেবল তাহাকে এই বিষময় সংসারে একমাত্র অমৃতফল দান করিতে পারিবেন। দেবেন্দ্রনাথই তাঁহার সংসারমরুভূমির মধ্যস্থ একমাত্র উর্ব্বর-ক্ষেত্র। জননীর নিকট যে কথা প্রকাশ করিতে লজ্জা হইল, জনকের নিকট যাহা ব্যক্ত করিতে ভয় হইল; ভগিনীগণের নিকট যাহা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছা হইল; দেবেন্দ্রনাথ যদি নিকটে থাকিতেন তবে কেবল তাঁহার নিকটই তাহা প্রকাশ করিয়া সরযূ মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিত। যদি সে এক

দিন দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পায় তবে তাঁহার নিকট প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারে তাহার মন তাঁহার জন্য কত উৎকণ্ঠিত। কিন্তু আশাই তাহার অবলম্বন। আশা থাকিল দেবেন্দ্রনাথকে সব কথা খুলিয়া বলিবে। অহো! আশার কুহক কি অসামান্য!!!





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।



অভাব।

রজনী প্রভাত হইল। উদ্বেগের রজনী, দুঃখের রজনী, আনন্দের রজনী, বিষাদের রজনী, নিরাশার রজনী, আশার রজনী,—প্রভাত হইল। সরযূ রাত্রির শেষভাগে একবার নিদ্রিতা হইয়াছিল কিন্তু তাহাও অধিকক্ষণের নিমিত্ত নহে। সে যেরূপ ভাবে বসিয়াছিল সেইরূপ ভাবেই নিদ্রা গিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে শয়নের কথাটাও বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার আলুলায়িতকেশসমন্বিত মস্তকের পশ্চাৎভাগ বৃক্ষের মূলদেশে সংলগ্ন হইয়াছিল। দক্ষিণহস্ত দক্ষিন অঙ্কের উপর ছিল। বাম হস্তটী কটিদেশের উপর ন্যস্ত ছিল।

নিশাদেবী যেমন চলিয়া গেলেন, অমনি রজনীকান্ত ম্লান হইলেন। দেখিতে দেখিতে "পাখি সব করে রব—রাত্তি পোহাইল।" পত্রগণের উপরস্থ শিশিরবিন্দু সমূহ অরুণকিরণ পাইয়া হাসিতে হাসিতে পবনের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। সমীরণ ধীরে ধীরে এক একটী কুসুম প্রস্ফুটিত করিল।

সরযূ নিদ্রাযোগে দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথের নিকট আপন কথা একে একে ব্যক্ত করিতে-

ছিল। কিন্তু যেমন সে জাগিয়া উঠিল অমনি তাহার মন অসুস্থ হইল। কোথায় দেবেন্দ্র আর কোথায় এই দুর্গম বন! সরযূ অবাক! তাহার মনোমধ্যে আশাদেবী এতক্ষণ বিরাজ করিতেছিলেন। কিন্তু এইবার অভাব আসিয়া তাঁহাকে চঞ্চলা করিয়া তুলিল। কিন্তু আশাদেবী—আশাই থাকিলেন। কোন ব্যক্তি যে তাঁহাকে স্বস্থানচ্যুতা করিবেন তাহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তবে অভাবও বড় প্রবল। আশা অভাবের সঙ্গিনী। অভাবও আশার সঙ্গী। যাহার জন্য যে ব্যাকুল হয় তাহা না পাওয়ার নাম অভাব। যে শক্তি আমাদের হৃদয়মধ্যে অবিরত উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সংসারে থাকিতে বলে ও দুঃখের সময় আমাদিগকে প্রবোধ বচন দ্বারা শান্তি দান করে তাহার নামই আশা। যেখানে অভাব সেখানেই আশা।

সরযূ ভাবিতে ভাবিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। একটী লতাবৃন্তে দুইটী প্রসূন প্রস্ফুটিত। দুইটীই পরস্পর পরস্পরের গন্ধ ঢলিয়া পড়িয়াছে। পবন আসিয়া একবার তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিব মনে করিতেছেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রতিগমন করিতেছেন, আবার একবার দুইটীকেই এক দিকে লইয়া যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া সরযূর মনে ভগিনীগণের কথা একে একে উদয় হইল। হরিণাঙ্গনাকুল তীব্রগতিতে তাহার নিকট দিয়া গমন করিতেছে। সরযূ তাহাদিগকে দেখিয়া বা তাহাদের নয়ন দেখিয়া দুঃখে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

সরযূর এক্ষণে অভাব হইয়াছে। অভাব—দেবেন্দ্রনাথের

দর্শনাভাব। কি উপায়ে দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইবে, কি উপায়ে সে এই নিবিড় বন হইতে বহির্গত হইবে, কি উপায়ে কোথায় যাইতে পারিবে,—এই সমস্ত বিষয় সরযূর মনে যুগপৎ উপস্থিত হইতেছে। উপায়ের অভাব হইতেছে। কিন্তু আশা তাহা হইতে দিবেন না বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। অভাব উপায়কে সঙ্গে লইয়া আসিতেছে। উপায়ের অভাব আবার সদুপায় সঙ্গে লইয়া সরযূর মনে প্রবেশ করিতেছে। বনের ভিতর হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা সরযূর মনে বলবতী হইল। সরযূ উঠিল। এক পা করিয়া অগ্রসর হয় আর ফিরিয়া দেখে কোন্ পথ দিয়া যাইতেছে। এক পা করিয়া গিয়া এক একটী বৃক্ষ অতিক্রম করে আর বৃক্ষকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করে "তরু বল এই পথে গেলে দেবেন্দ্রনাথের দেখা পাব কি না।" বাতাস কেবল তরুর আজ্ঞানুসারে সেই কথা গুলি অপরের নিকট লইয়া যাইতেছে কিন্তু বৃক্ষ স্বয়ং কিছুই বলিতেছে না—পবনও দীর্ঘনিশ্বাস ব্যতীত অপর কোন উত্তর দিলেন না। সহানুভূতি দেখান এই প্রকারেই হয়!! পরের দুঃখে ক্রন্দন কর কিন্তু তোমার সাধ্য থাকা সত্বেও কাহাকে একটী পয়সা দিবে না!—পবনের পরদুঃখকাতরতা এই প্রকৃতির অধীন! সরযূর অভাব হইয়াছে বলিয়াই সে পরের নিকট সহানুভূতি যাজ্ঞা করিতে বাধ্য হইয়াছে অথবা দয়ালু ব্যক্তিগণ তাহার কাতরতা অবলোকন করিয়া তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন। তবে কথা কি সংসারে অভাব কাহার নাই? বোধহয় প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রকার অভাবের অধীন। রাজা বল, প্রজা বল, দীন বল, ধনবান বল, ভিক্ষুক বল, দানশীল

বল, অভাব কাহার নাই? যে দান করে তাহারও অভাব আছে। যে গ্রহণ করে তাহার ত অভাব হইতেই পারে। যিনি রাজা তাঁহারও অভাব আছে। যিনি প্রজা তাঁহারও আছে। তবে আমাদের মনে আর একটী বৃত্তি আছে যদ্দ্বারা আমরা অভাবকে কতক পরিমাণে দমনে রাখিতে পারি—তাহা সন্তোষ। আশা অভাবের অভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে না। আবার অভাবের সহিত সন্তোষ যদি না থাকিত তবে আমরাও যে কতদূর গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম তাহা কল্পনা মার্গে আনয়ন করিতেও সাহস হয় না।

সরযূ এক্ষণে ভালবাসার দ্রব্যটী পাইতেছে না। তাহাকে না পাওয়াই তাহার অভাব। আশা তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছে। সন্তোষ তাহার হৃদয়ে কতক পরিমাণে শান্তি দান করিতেছে। কিন্তু সে চলিতেছে। স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেও তাহার ইচ্ছা নাই। কারণ অভাব তাহার মন চঞ্চল করিয়াছে।

অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়া সরযূ অনেক দূর অগ্রসর হইল। যে কোমলচরণা সরযূ একদিনের জন্যেও ভাবে নাই যে তাহাকে বন্ধুর পথে গমন করিতে হইবে, যে সরযূ একদিনের জন্যেও চিন্তা করে নাই, এমন কি তাহার মনে একদণ্ডও ধারণা হয় নাই যে তাহাকে তৃণকুশাঙ্কুরক্ষতচরণা হইয়া বনে বনে পথহীন পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে বিচরণ করিতে হইবে; যে সরযূ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই যে এবম্বিধ অভাবনীয় ঘটনার বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহাকে নিরাশামিশ্রিত আশাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জীবনের অনন্ত স্রোতে মিলিত হইতে

হইবে ; যে সরযূ ক্ষণেকের জন্যেও চিন্তা করে নাই যে এতাদৃশ ভীষণমূর্ত্তি অকাল মেঘরূপ দুর্ঘটনাবলী তাহার সুখতপন সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে ; সেই কোমল হৃদয়া, মৃদ্বঙ্গী, সরলা সরযূ আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছে, স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেছে, আপন অন্তঃকরণস্থ বৃত্তিনিচয় দ্বারা অনুভব করিতে বাধ্য হইতেছে। কেন আজ সে এরূপ করিতেছে ? ইহার মূল কে ? উৎপত্তি-স্থান কি ? কেবল অভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়াই কি সে ইহা করিতেছে ? কিম্বা আশার জালে পড়িয়া তাহার এরূপ অবস্থা হইতেছে ? অথবা সে কি প্রেম পাগলিনী ? না কি সে ভালবাসা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া প্রণয়কারাগারে অবস্থান করতঃ ইহা করিতেছে ? উত্তর পাঠক মনোমত করিয়া লউন। কারণ আমি যাহা বলিব তাহা আপনার মনে না ধরিতে পারে।

আমি যদি বলি সরযূ উপরোক্ত সমস্তেরই অধীন তবে আপনি কি রাগ করেন ? সে কথা কি আপনার ভাল লাগে ?

৩৭৯





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।



দুঃখ-কারাগারে।

বিশ্বসংসারস্থ জীব জন্তু মাত্রেই দুঃখ-কারাগারে সময়ের সুদৃঢ় শৃঙ্খল দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। দিন গত হইতেছে, মাস গত হইতেছে, দেখিতে দেখিতে বৎসর চলিয়া যাইতেছে এবং আমাদের জীবিতকালের দিনও কম হইতেছে। কিন্তু দুঃখের হ্রাস লক্ষিত হইতেছে না; বরং বৃদ্ধিই দৃষ্ট হয়। মানবজাতির স্বভাবই এইপ্রকার। মানব মনে করে তাহার বয়ঃক্রম যত বেশী হয় তাহার দুঃখও তত বৃদ্ধি পায়। আমরা ভাবি দুঃখের হাত হইতে, কালের কঠিন নিগড় হইতে বিমুক্ত হইব, কিন্তু পারি না। আমরা দুঃখকে পরিত্যাগ করিতে চাই কিন্তু দুঃখ আমাদিগকে ছাড়িবে কেন, দুষ্ট অলি মধুর আস্বাদ একবার পাইলে কি সে আর কমল ত্যাগ করিয়া সিমূল ফুলের নিকট যাইতে চায়?

দুঃখ নানাবিধ। যাহা আমাদের শরীর ও মনকে কষ্ট দেয়, তাহাই দুঃখ বলিয়া অভিহিত হইল। যাহাদের প্রচুর অর্থ আছে তাহাদের যে অর্থের অভাব হয় না এরূপ নহে, এবং সেই অর্থাভাবজনিত কষ্ট দ্বারা যে তাহাদের শরীর ও মন

নিরাপদে থাকিতে পারে এরূপ কোন কারণ নাই। যাহারা কাঙ্ক্ষিত বস্তু পায় না তাহাদের দুঃখ অপর একপ্রকার। তাহাদের সে বস্তু নিকটে নাই অথচ তাহারা তাহার জন্য কাতর। ইহা একপ্রকার দুঃখ। তাহাদের মনে কষ্ট হয়; তজ্জন্য তাহাদের শরীরও কষ্ট পায়; অতএব তাহাদের দুঃখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। যে, যাহাকে পাইবার জন্য, দুর্গম বিপিনে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্ম সমর্পণ করিতে দ্বিধা করে না, সিংহব্যাঘ্রগজাদিনিষেবিত গিরিগহ্বরে গমন করিতে সঙ্কুচিত হয় না; উত্তালতরঙ্গমালা-পূর্ণ স্রোতস্বতীর সলিলে জীবন দান করিতে ভীত হয় না; সে যখন তাহাকে পাইবার বিষয় প্রায় হতাশ হয়, তখন তাহার মনে যে দুঃখ হয় তাহা তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গমন করে, সেই নিদারুণ যন্ত্রণা তাহাকে যেভাবে যেদিকে লইয়া যায় সে সেইভাবে সেইদিকেই যায়। যে ব্যক্তি যথার্থই দুঃখ-কারাগারে বদ্ধ থাকে। সে সময়ের ক্রীড়নক হয়।

দেবেন্দ্রনাথ এক্ষণে দুঃখ-কারাগারে বদ্ধ। উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিতেছেন কিন্তু উদ্ধার হইতে পারিবেন কি না এবিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন। সরযূ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট গমন করিতে পারে নাই ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সরযূর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলেন, কিন্তু সরযূ আসিল না। কেন যে সে আসিতে পারিল না এবিষয় তাহাদের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে বলিলেন "ভাই নগেন, চল উভয়েই রতনপুর যাই।" "ইহা সৎযুক্তি

আমার বিবেচনায় জীবনকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত যাওয়াই যুক্তি যুক্ত।"

"অবশ্য, যখন রতনপুর যাইব, তখন সেখানে নিশ্চয়ই যাইব।"

তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে রতনপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যে রত্নের উদ্দেশে রতনপুর যাইতেছেন, রতনপুর এক্ষণে তাহা কোথায় হারাইয়াছে। অতএব তাঁহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়াই যেন সমস্ত অন্ধকারপূর্ণ দেখিতে লাগিলেন। যেন কোথাও কিছু নাই, সমস্ত দ্রব্যই যেন ফাঁকা। চতুর্দ্দিক শূন্য; গ্রামে যাহার মুখ দেখেন তাহাকেই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করেন কিন্তু পারেন না। কে যেন তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছে বোধ হইল। কারণ প্রায় সকলের মুখেই বিষাদ চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। তখন তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিলেন, অবশেষে দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু একটী যুবা পুরুষ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাহার নিকট অবগত হইলেন যে "সরযূকে গ্রামে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না।"

যুবকের এই কথা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। যুবক চলিয়া গেল। তাঁহারাও জীবনকৃষ্ণ বাবুর গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রাত্রি তখন প্রায় সার্দ্ধ দুই প্রহর গত হইয়াছে। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীর কাহারও নিদ্রা নাই। বোধ হইতেছিল যেন নিদ্রাদেবী অদ্য রাগ করিয়া অপর কাহারও গৃহে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতেছেন। কারণ তাঁহার প্রিয় দুহিতা সরযূ অদ্য

জীবনকৃষ্ণ বাবুর গৃহে নাই। তাঁহারা কাহাকেই যে জিজ্ঞাসা করেন তাহার স্থিরতা নাই। কেবল কয়েকজনের মুখপানে তাকাইয়া তাকাইয়া শেষে তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বৈঠকখানায় ঝাড় লণ্ঠনাদি প্রায় বিলুপ্তজ্যোতিঃ হইয়া নভোমণ্ডলস্থ তারকারাজির মত মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জলিতেছে। গালিচা, সতরঞ্চ ইত্যাদি যাহা কিছু বিছানাদি পাতা হইয়াছিল তাহাদের উপর কেবল মনুষ্যপদরজঃ ভিন্ন অপর কোন পদার্থ দৃষ্ট হইল না। কেহ কেহ শশব্যস্ত হইয়া বেগে চলিয়া যাওয়ায় গালিছার কোন কোন অংশ সরিয়া গিয়াছে। বরাহ্বানের নিমিত্ত যে সভা করা হইয়াছিল, তাহাতে কেহ উপবেশন করিয়াছিলেন কি না নির্ণয় করিবার ভার সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানবিদের উপর সমর্পিত হইল। অন্তঃপুর মধ্যে কেহ রোদন করিতেছে, কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে সরযূর নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সেই সমস্ত কথা যখন দেবেন্দ্রনাথের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, তখন তিনি অধীর হইয়া পড়িতেছেন।

নগেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের তাদৃশী অবস্থা সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। নগেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের যথার্থ বন্ধু। যেভাবে দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাহ্যিক অবস্থা পরিদর্শন করিয়া তিনি তাঁহার মনোভাব অবগত হইলেন।

জীবনকৃষ্ণ বাবুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া একটী ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পথ ধরিয়া তাঁহারা পশ্চিমমুখে কিছুদূর গমন করিলেন। যাইতে যাইতে নিশা প্রভাত হইল। রাস্তার উত্তরদিকে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। তাঁহারা সেইগ্রামে প্রবেশ করিলেন।

গ্রামে ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী একটীও দৃষ্ট হয় না, সমস্ত বাড়ীই তৃণাচ্ছাদিত। কোন কোন গৃহের চালের উপর লতাবলি বিরাজ করিতেছে। লতাগুলির মধ্যে কোনটীতে প্রস্ফুটিত এবং কোনটীতে অর্দ্ধ মুকুলিত দুই চারিটী পুষ্প দৃষ্ট হইতেছে; আবার কোনটীতে ফুলফল উভয়ই বর্ত্তমান। গৃহস্থের অনবধানতা-বশতঃই হউক, বা মমতাবশতঃই হউক, অথবা অপর কোন কারণেই হউক ফলগুলির মধ্যে কোন কোনটী পক্ক হইয়াছে অথচ তাহাদিগকে লতা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় নাই। কোন কোন গৃহের চালের খড়ের মধ্যে এক একটী অপ্রশস্ত, স্বল্পগভীর অনধিকনিম্ন পথ হইয়াছে। বৃষ্টির জল চালের মটুকার উপর পড়িয়া সেই পথ দিয়া অনায়াসে অধোমুখে যাইতে পারে। কারণ অধোগমনের পথ সর্ব্বত্রই সুলভ। কুত্রচিৎ দুই চারিটী পক্ষী মটকার উপর বসিয়া কিচিরমিচির শব্দ করিতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মটকাস্থিত বংশ খণ্ডের উপর চঞ্চু ঘর্ষণ করিতেছে।

নগেন্দ্রনাথ একটী গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। নগেন্দ্রনাথ "রামা রামা" বলিয়া কয়েকবার ডাকিলেন। সত্বর "রামা" বাহিরে আসিল। সে প্রথমতঃ যেন একটু স্তম্ভিত হইল। নগেন্দ্রনাথ তাহার কারণ বুঝিয়া বলিলেন "কিরে রামা আমায় বুঝি চিন্‌তে পারিস্ নি।" তখন রামার মুখে কথা ফুটিল। সে বলিল "হুজুর যে এখানে আস্‌বেন তাত পূর্ব্বে ভাবি নি। তবে কি মনে করে এখানে আ'সা হ'ল শুন্‌তে পাই কি ? "সে কথা পরে হ'বে এখন তুই আমায় একটা আসন এনে দে" "আজ্ঞে আসন আন্‌চি" এই বলিয়া রামা আসন আনিবার জন্য গেল।

অল্পক্ষণ পরেই একখানি শ্বেতবর্ণ কম্বল লইয়া প্রত্যাগমন করিল। কম্বলটীর স্থানে স্থানে দুই দশ অঙ্গুলি পরিমিত বিস্তার বিশিষ্ট দুই পাঁচটী ছিদ্র লক্ষিত হইতেছে। ছিদ্রগুলি বিশেষরূপে পরিদর্শন করিলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেগুলি মূষিকানুগ্রহসম্পাদিত।

গৃহের বহিঃস্থিত পরচালার রোয়াকে কম্বল খানি পাতা হইল। রোয়াক মৃত্তিকানির্ম্মিত। তাহার উপরিভাগ দ্রব-গোময়ানুলিপ্ত। সম্মার্জ্জনীপ্রহার বশতঃ দুই একটী ক্ষুদ্র রেখা অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। পরচালার খুঁটিগুলি বংশনির্ম্মিত।

রামা দক্ষিণ হস্তে একটী খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। তাহার নাম রামচন্দ্র। জাতিতে সে সৎগোপ। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসরের কিছু বেশী। চর্ম্মের অনেকস্থান শিথিলীভূত হইয়াছে। মস্তকের কেশ প্রায় শুক্লবর্ণ হইয়াছে। দন্তগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। আজ পর্য্যন্ত একটীও বিনষ্ট হয় নাই। কথিত আছে "রামা এখনও ছোলাভাজা খাইতে পারে।" পাঠক রাগ করিও না। কারণ আজকাল আমরা প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষেই বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হই অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধ হইয়া পড়ি। "রামার বক্ষে অনেকগুলি লোম দৃষ্ট হইতেছে। সেগুলি এখনও ঠিক সাদা হয় নাই। উচ্চতায় রামচন্দ্র আপন হস্তের চৌদ্দ পোয়া কিন্তু অপরের হস্তের বোধ হয় সাড়ে এগার পোয়া। তাহার হস্ত পদাদি সুদৃঢ়। পদতলের স্থানে স্থানে ছোট ছোট গর্ত্ত হইয়াছে।

রামা কিছুক্ষণ থাকিয়া বলিল "বাবু পা ধোবার জল আনব কি?"

নগেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন "জল ত আন্‌বিই, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটা বালিস আনিস্, আমরা বড় ক্লান্ত হইয়াছি, একটু শুইব।"

রামা চলিয়া গেল। দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্র এইবার কথা কহিবার অবকাশ পাইলেন। তাঁহারা বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের মনে গত রাত্রির ঘটনাবলি একে একে উদয় হইতেছে। শরীরের ক্লান্তি বশতঃ পূর্ব্বে যাহা কিছু বিস্মৃতি সাগরে নীত হইয়াছিল, এক্ষণে বিশ্রাম লাভ করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ সেগুলি একে একে মনে আনয়ন করিতে লাগিলেন, অথবা তাহারা মোহিনী প্রকৃতির বশবর্ত্তিনী হইয়া আপনা হইতেই তাঁহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি নগেন্ আমার সরযূ কোথায় গেল?" "আমার বোধ হয় সে তোমার পত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে গিয়া কোন বিপদে পড়িয়াছে। হয়ত সে পথ ভুলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

"ভাই নগেন তবেত সরযূর বড় বিপদ হইয়াছে! সে ত এক্ষণে একাকিনী। তবে সে কোথায় যাইবে? সেত ইহার পূর্ব্বে অপর কোন গ্রামে যাইবার পথ জানিত না। হয়ত সে রামপুরের জঙ্গলে গিয়া পড়িয়াছে। তবে নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তু তাহার প্রাণবধ করিয়াছে। অথবা সে কোন দুষ্টলোকের হস্তে পড়িয়া দুঃখকারাগারে বদ্ধ আছে। তবে আমার আর অনর্থক জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই। যাই আমিও তাহার সঙ্গে যাই!!"

"দেবেন্ এতদূর উদ্বিগ্ন হইও না। সরযূ যদি জঙ্গলে গিয়া থাকে তবে হিংস্র জন্তুতেও তাহার অনিষ্ট করিবে না। সে হতাশ হইয়া জীবনও বিসর্জ্জন করিবে না; কারণ সে তোমার জন্য ব্যাকুল। তুমি স্থির হও। আজ না পাও, দুদিন পরেও সরযূকে পাইবে। ভালবাসায় অনেক বিঘ্ন আছে। তুমি জান "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" ভাল কাজ করিতে গেলেই তাহাতে কোন না কোন বিঘ্ন ঘটিবে। ইষ্টসাধনে অনেক প্রতিকূল ঘটনার আবির্ভাব হয় কিন্তু তাহা স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোকের নিকট জলবিম্ববৎ প্রতীয়মান হয়। এই যে তোমার মনে এত কষ্ট হইতেছে, এই যে তুমি সরযূর জন্য আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ইত্যাদি ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ,—এসমস্ত তোমার মঙ্গলের জন্য, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর যাহা করেন তাহা কি ভাল ভিন্ন মন্দ হয়? যাহা আমাদের নিকট মন্দ বলিয়া বোধ হয় হয়ত তাহা ভাল। যাহা আমরা ভাল বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করি, হয়ত তাহার ন্যায় মন্দ কার্য্য আর নাই। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সমস্ত বুঝিতে পারেন। তাঁহারা জানেন সংসারে দুঃখের ভাগ অধিক এবং সুখের ভাগ কম। দুঃখের অন্তই সুখ এবং সুখের শেষই দুঃখ। তুমি পূর্ব্ব হইতে সরযূকে পাইব পাইব আশা করিয়া আসিতেছিলে, তাহা যখন প্রায় শেষ সীমায় উঠিল, অর্থাৎ সেই সুখ যখন পরে শেষ সোপানে পদার্পণ করিল, তখনই দুঃখের প্রথম সোপানে তুমি পদক্ষেপ করিলে। তুমি যে সেই সুখতপনে ক্ষণেকের জন্য এই দুঃখচ্ছায়ারূপ মেঘাবরণ অবলোকন করিয়া এতদূর চিন্তিত হইয়াছ, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। আবার দেখ, তোমার

হঠাৎ এরূপ হওয়াও যুক্তিসঙ্গত নহে। তুমি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখ, তোমার চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। তুমি দেখিবে তোমার এই দুঃখের শেষ সুখে পরিণত হইবে। মন স্থির কর। সহিষ্ণুতা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ কর। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"—এক সময় দুঃখ এক সময় সুখ—"চির-দিন কখনও সমানে যায় না।" আবার দেখ, সংসারে যদি কেবল সুখই থাকিত, তবে দুঃখের মূল্য কেহ জানিতে পারিত না। অথবা যদি কেবল দুঃখই থাকিত, তবে সুখের নামও কেহ জানিতে পারিত না। সংসার উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহাতে সুখও আছে দুঃখও আছে! কারণ সংসার মিশ্রিত দ্রব্যের আধার; বিশুদ্ধ দ্রব্য এখানে পাইবার কোন উপায়ই নাই।

দেখ কত লোক কতদিন কারাগারে জীবন যাপন করে। কত লোক নির্ব্বাসিত হইয়া কালাতিপাত করে। আর তুমি কিছুদিনের জন্যে দুঃখকারাগারে বদ্ধ থাকিবে, ইহাতেও তোমার কষ্ট বোধ হইবে? তুমি সময়ের নিকট অপরাধ করিয়াছিলে, তাই তোমার এত কষ্ট হইতেছে। কিন্তু জানিবে ইহা তোমার মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। তুমি দুঃখে না পড়িলে সুখের মূল্য জানিতে পারিবে না, ইহা জানিয়াই সময় তোমায় এঅবস্থায় পাতিত করিয়াছেন। বিচ্ছেদই প্রণয়ের পরীক্ষা। তুমি ভেবে দেখ, ইহা তোমার স্থিরতার পরীক্ষা মাত্র।"

"নগেন্ তুমি যাহা বলিলে সমস্তই আমি বুঝিলাম। কিন্তু আমার আর কোন ক্ষমতা নাই। আমি যে কারারুদ্ধ। আমি দুঃখকারাগারে জীবন যাপন করিতেছি।"

দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত আছেন, এরূপ সময় রামা জল আনিল। তাহার পুত্র কানাইলাল কয়েকটী বালিস আমিয়া দিল। পাছে কম্বলের উপর শুইতে কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া রামা একখানি মাদুর কম্বলের উপর পাতিয়া দিল, বালিসগুলি তাহার উপর রাখিল।

তদনন্তর নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ পল্লিগ্রামসুলভ কয়েকটী ফল ও কিছু মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন "নগেন আমিত কারারুদ্ধ। আমার আবার সুখ কি? আমার আবার আহার কি?"

রামা ইহার কিছুই জানিল না। অগত্যা সে তাহাদের আহারের সংস্থানার্থ স্থানান্তরে গমন করিল। নগেন্দ্রনাথ শুইবামাত্র নিদ্রিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবনার কার্য্য দুইটী। ভাবনাদ্বারা কখনও নিদ্রাদেবী দূরীকৃতা হন, আবার কখনও বা ভাবনা নিদ্রাদেবীকে ডাকিয়া আনেন। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলেন।





সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন।

মানবজীবনে যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে, মানবগণ যাহা কিছু করিয়া থাকে, যাহা কিছু মানব চিন্তা করে, মানবজীবনে যাহা কিছু উপভোগের দ্রব্য হয়, তাহার সমস্তই স্বপ্নের ক্রীড়া, সমস্তই স্বপ্নময়, সকলই স্বপ্নসুখবৎ ক্ষণস্থায়ী। যেমন স্বপ্নে আমরা কত প্রকার নব নব আমোদ উপভোগ করি, সেইরূপ জীবনে জাগ্রত অবস্থাতেও আমরা নূতন নূতন পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার একটীও কি চিরস্থায়ী? একটীও কি আমাদিগকে যথার্থ সুখ দিতে পারে? আমি দেখি সমস্তই স্বপ্নময়। এই যে জীমূতনাদে মনপ্রাণ আকুল হয়, এই যে তপনের দারুণ উগ্রকরে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, এই যে সুধাকরের প্রফুল্লমুখে হাসিসন্দর্শনে মনে মনে সামান্য বা "অতুল" প্রীতি লাভ হইয়া থাকে, এই যে সংসারে নিত্য নিত্য কত প্রাণী জন্মগ্রহণ করিতেছে কত জীব লয়প্রাপ্ত হইতেছে, এই যে মানব পরস্পরা পরস্পরে পরস্পরের উপর কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছে, এই

যে দরিদ্র অন্নপ্রার্থীগণ প্রায় কঙ্কালাবশিষ্টদেহ হইয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত বিচরণ করিতেছে,—এসমস্ত কি? ইহা কি স্বপ্নের খেলা বা মোহের মায়াক্রীড়া ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে?

জাগ্রত অবস্থায় আমরা যাহা যাহা মনোমধ্যে চিন্তা করি, যাহা যাহা আমাদের স্মৃতিপথে বার বার উদয় হয়, যাহা যাহা পাইতে আমাদের সর্ব্বদাই ইচ্ছা হইয়া থাকে, স্বপ্নে আমরা তাহার অধিকাংশই ভোগ করিয়া থাকি। আবার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যদি প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারি, তবে আমাদের দুইবার স্বপ্ন দেখা হয়, সেই আমোদ দুইপ্রকারে ভোগ করিতে পারি। অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে যে যে বস্তু দর্শন করি, জাগ্রতাবস্থায় সনজ্ঞ হইয়া ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা দ্বারা যদি তাহার অনুভূতি করিতে পারি, তবে আমাদের আনন্দ দ্বিগুণিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ এক্ষণে নিদ্রিত। নিদ্রিত হইলেই যে স্বপ্ন দেখিতে হইবে এরূপ কোন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নাই। অথবা স্বপ্ন যে কেবল নিদ্রিত হইলেই দেখা যায় এরূপ নহে। তবে চিন্তাতুর ব্যক্তি নিদ্রিত হইলেই স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। স্বপ্নের ক্ষমতা অসাধারণ। যে ব্যক্তি জাগ্রতাবস্থায় চিন্তা জর্জ্জরিত দেহে, বসিয়া বসিয়া আপন অদৃষ্টলিপির বিষয় ভাবেন, তিনি যদি একবার নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন রাজ্যে উপনীত হইতে পারেন তবে তাঁহার সকল কষ্ট দূর হয়। যে দরিদ্র ভিক্ষুক একমুষ্টি অন্নের জন্য কত শ্রম স্বীকার করিয়া থাকে, কত দুঃসহ বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে, সেই অন্নার্থী, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যদি

একবার নিদ্রাদেবীর কৃপায় স্বপ্নদেবের নিকট গমন করিতে পারে, তবে তাহার সমস্ত ক্লেশ আপনা হইতেই কোথায় পলায়ন করে জানিনা, সে তখন হয়ত রাজা হইয়া চিন্তা করে "কেমন করিয়া রাজ্য পালন করিব, কেমন করিয়া প্রজাগণের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিব, কেমন করিয়া এত নিঃস্বব্যক্তির আহার দানে সমর্থ হইব।" কিন্তু যখন সে জাগ্রত তখন তাহার সে সুখ কোথায় যায়? আমাদের জীবনের সুখও সেইপ্রকার। যতদিন বুঝিতে পারি না যে সংসার অনিত্য,—সংসারস্থ যাবতীয় বস্তু অসার, সংসার মিশ্রিত বস্তুর নিবাস স্থান, ততদিন আমরা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া ইচ্ছাধীন কার্য্য করি—ততদিন আমরা মাতাকে গুরু বলিয়া মনে করি না. পিতার কথায় অবাধ্য হই,—ভ্রাতা ভগিনীদিগকে চরণে দলিত করি—ততদিন আমরা অবর্ণনীয় নৃশংস কার্য্য করিতে বোধহয় কোন দ্বিধাই করি না। কিন্তু একবার যদি জানিতে পারি সংসারের কোন্ দ্রব্য থাকিবে—কোন্ দ্রব্য চিরকাল আমাদের সঙ্গে যাইবে—তবে তাহা লাভ করিতে যত্ন করি।

আমরা জানি ভালবাসার বন্ধন চিরস্থায়ী। প্রকৃত ভালবাসার বাসস্থান স্বর্গ। দাম্পত্য প্রেম ইহার এক প্রধান অংশ; সহধর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মীই কেবল ইহা ভোগ করিতে পারেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেই মাদুরের উপর নিদ্রা যাইতেছেন। ভাস্কর তীক্ষ্মমুখ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ জাগিলেন না; পবনদেব দ্রুতগমনে যাইতেছেন, কখন কখনও তিনি বালুকাকণা লইয়া বিদ্রূপচ্ছলে তাহা দেবেন্দ্রনাথের শরীরে অর্পণ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই।

ক্ষণেক পরে রামা আসিয়া নগেন্দ্রনাথকে জাগাইল, নগেন্দ্র নাথ বলিল "কিরে খাবার যোগাড় হয়েছে নাকি ?"

"হ্যাঁ বাবু। আপনারা স্নান করিয়া গেলেই সমস্ত ঠিক হইবে। চাটুজ্যে মশাই আপনাদের অপেক্ষায় বসে আছেন।"

"তবে তুই যা আমরা স্নান করিগে।"

রামা চলিয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথকে ডাকিলেন "দেবেন্দ্র—দেবেন্দ্র—" কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ জাগিলেন না। শেষে তিনি তাঁহার গায় হাত দিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়াই "সরযূ সরযূ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাহাকে থামাইবার ইচ্ছায় যেমন তাঁহার হাত ধরিতে গেলেন, অমনি দেবেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন !!! 'সরযূ—সরযূ—সরোজ—আমার—সরোজ, আমায় ছাড়িয়া কোথায় যাও? দেখ আমিই সেই হতভাগ্য দেবেন্দ্রনাথ; আমিই তোমায় কষ্ট দিয়াছিলাম, কিন্তু আমায় ক্ষমা কর। সরোজ আমায় রক্ষা কর।"

নগেন্দ্রনাথ যখন দেখিলেন দেবেন্দ্রনাথ পাগলের ন্যায় কি বকিতেছেন, তখন তিনি বলিলেন "দেবেন অস্থির হইও না। ধৈর্য্য অবলম্বন কর। তোমায় এইমাত্র এত উপদেশ দিলাম, কিন্তু তুমি কিছুই বুঝিলে না? সরযূ আসিবে। সে হারায় নাই।"

"না ভাই—আর আমি তোমার কথা শুনিব না। এইমাত্র আমি সরযূকে দেখিলাম। দেখিলাম সরযূ সমস্ত রাত্রি আমার জন্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছি। দেখিলাম সরযূ এক জনশূন্য

হিংস্রজন্তুসমন্বিত জঙ্গলে একাকিনী বসিয়া বসিয়া আমার নাম করিতেছে ও আমায় পায় নাই বলিয়া অবিরত অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে। আমি যাইতে যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না। মনে হইল দৌড়িয়া গিয়া সরযূকে আনি, কিন্তু দৌড়িতে পারিলাম না। কে যেন আমার পদ গতিশূন্য করিয়া দিল। মনে করিলাম ডাকিয়া সরযূকে সব কথা বলি, কিন্তু আমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধপ্রায় হইল। ইচ্ছা হইল অপর কাহারও দ্বারা সরযূর উদ্ধার কার্য্য নিষ্পন্ন করিব, কিন্তু তাহা হইল না, আমি চলিতেও পারিলাম না, কথা কহিতেও সমর্থ হইলাম না। ক্ষণেকের মধ্যে সে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। দেখিলাম সরযূ দস্যুদল মধ্যে নিপতিতা। উদ্ধার করিব মনে করিলাম কিন্তু পারিলাম না। তাহারা সরযূকে লইয়া কোথায় চলিয়া গেল। নগেন্, আর আমি কিছুই বলিতে পারি না। তুমি আমায় কেন জাগাইলে? আমি স্বপ্নে সরযূর দর্শন পাইতেছিলাম, এক্ষণে ত আর সরযূ নাই। স্বপ্নে সরযূ আমার নিকটে ছিল, তুমিই তাহাকে দূরে পাঠাইলে!! তুমি আমায় আবার দুঃখসাগরে ভাসাইলে! তুমি বন্ধু হইয়া অবন্ধুর কার্য্য করিলে!





অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুঃখের উপর দুঃখ।

দেবেন্দ্রনাথ অনেক বিলাপ ও খেদোক্তি করিয়া নগেন্দ্র নাথের সহিত নিকটবর্ত্তী একটী পুষ্করিণীতে স্নানকার্য্য সমাধা করিলেন। তৎপরে উভয়েই আহার করিতে গেলেন। দেবেন্দ্র নাথের যাইবার ইচ্ছা নিতান্ত অল্প ছিল। নগেন্দ্রনাথের অনুরোধ রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। আহারান্তে উভয়েই রামার গৃহের সেই পরচালায় শয়ন করিলেন।

নগেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা দর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। এদিকে দেবেন্দ্রনাথ শুইয়া শুইয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতেছেন, এবং কি ভাবিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ নিদ্রিত হইলেন। দেবেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন। প্রায় একপ্রহর গত হইলে, নগেন্দ্র নাথ জাগিয়া উঠিলেন, উঠিয়া দেখেন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পার্শ্বে নাই। তখন তিনি বিস্ময়ে আত্মহারা হইলেন। ভাবিলেন "বোধ হয় দেবেন্দ্র বাহিরে কোথায় গিয়াছে।" তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন তথাপি দেবেন্দ্রনাথ ফিরিলেন না। তখন তাঁহার মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি

উঠিয়া বাহিরে ইতস্ততঃ অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলেন না। গ্রামের বাহিরে গেলেন একটী রাস্তা ধরিলেন, পূর্ব্বমুখে কিছুদূর গমন করিয়া, শেষে উত্তর মুখ করিলেন। তিনদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, কেবল উত্তরদিকে এক সুবৃহৎ জঙ্গল। আবার দক্ষিণদিকে যদিও একটী পাহাড় আছে তথাপি উহার অনেক অংশ ফাঁকা; একটী ক্ষুদ্র মরুভূমিও দেখা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী বৃক্ষও যেন অন্ধকারের অনুকরণ করিতেছে, বোধ হইল। নগেন্দ্রনাথ কেবল উত্তরদিকেই চলিলেন। কোথায় যে যাইবেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া "দেবেন্দ্র দেবেন্দ্র" বলিয়া অনেক ডাকিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। হতাশ হইলেন, তথাপি সাহস হীন হইলেন না, চলিতেও থামিলেন না, দেখিতে দেখিতে নিশাদেবীও আগমন করিলেন।

এক্ষণে পাঠক বোধ হয় একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবেন "নগেন্দ্র নাথের কি ভয় নাই?" ইহার উত্তর অতি সহজ। সুতরাং পাঠকই করিয়া লইতে পারেন। তবে আমার মনে হয় যে প্রকৃত বন্ধু হয়, সে প্রকৃত বন্ধুর জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না; বরং বন্ধু যাহাতে বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন এবিষয়ে সে দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। সুতরাং রজনীকে দেখিয়া নগেন্দ্রনাথের ভয় হইল না। বনের প্রায় সমুদায় বস্তু নিস্তব্ধ; কেবল ঝিল্লিদল "ঝিঁ ঝিঁ" শব্দে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে সমীরণ পুষ্প-সৌরভ বহন করিয়া বেড়াইতেছেন। নগেন্দ্রনাথ অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছেন; দেখিতে দেখিতে বিভাবরীর বসন কৃষ্ণ হইতে

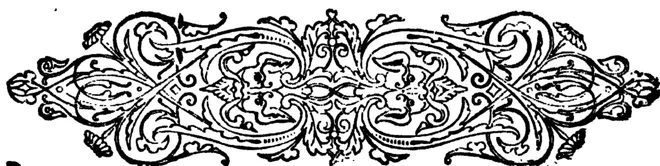
কৃষ্ণতর হইয়া আসিল। নভশ্চন্দ্রাতপস্থিত তারকারূপ জ্যোতিষ্মানগণ এতক্ষণ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিয়া নগেন্দ্রনাথকে পথ দেখাইতেছিলেন। তাঁহারাও এক্ষণে অন্তর্হিত হইলেন। এতক্ষণ তাঁহারা সতর্কতার সহিত দর্শক ও রক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন কিন্তু আর পারিলেন না, পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বাধ্য হইলেন। বাতাসও একবার নিস্তব্ধপ্রায় হইল।

একে পথভ্রমণের পরিশ্রম, তাহাতে মনে মনে ঘোর চিন্তা, তাহাতে আবার নিরাশার চিহ্নস্বরূপ নভোমণ্ডলে মেঘমণ্ডলের আবির্ভাব; সুতরাং নগেন্দ্রনাথের মনে দুঃখের উপর দুঃখ উপস্থিত হইল। তাঁহার হস্তপদাদি ক্রমশঃ অবশ হইল। আকাশে পয়োমুখনিচয় ধীরে ধীরে একত্র হইল। পবনদেবও ক্ষণ-জড়ভাব পরিত্যাগ করিলেন। নগেন্দ্রনাথের শরীরে দুই এক ফোটা বৃষ্টি পড়িল। দেখিতে দেখিতে রীতিমত বর্ষণ আরম্ভ হইল। বৃক্ষাদি সাঁ সাঁ শব্দে পত্রসঞ্চালনচ্ছলে উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় জলদগণের নিকট কত মিনতি করিল; কিন্তু তাঁহারা আরও উদ্ধত হইয়া গুড়ু গুড়ু গম্ভীর নিনাদে আপনাদের স্বরমাধুর্য্যের পরিচয় দিতে করিতে লাগিল। চপলাদেবীও মধ্যে মধ্যে মধুর অথবা বিকট হাসি হাসিতে লাগিলেন। একপক্ষে নগেন্দ্রনাথ সে হাসি ভাল ভাবিলেন। আর একপক্ষে তাহাতে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল। ভাল ভাবিবার কারণ এই যে তিনি সৌদামিনীর হাসির ছটায় পথ দেখিতে পাইলেন। আবার তাহা তাঁহার পক্ষে বিরক্তিকর বোধ হইল, কেন না চপলার হাসি চঞ্চলা, ক্ষণস্থায়ী এবং বিদ্রূপব্যঞ্জক, কারণ তিনি দুঃখিত, কিন্তু চপলাদেবী তাঁহার দুঃখে হাসিতেছেন। বৃষ্টির প্রভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পবনও

নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহণে বাধ্য হইলেন। এইবার তিনি দুর্ব্বল প্রকৃতি-পুঞ্জ তরুরাজির উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কেহ ছিন্নবাহু হইল, কাহারও অঙ্গুলি কর্ত্তিত হইল, কেহ কেহ সমূলে উৎপাটিত হইল, বোধ হয় কেহই নির্ব্বিঘ্নে পরিত্রাণ পাইল না।

নগেন্দ্রনাথ বড় কষ্টে পড়িলেন। একে মনে তাঁহার অনেকগুলি দুঃখ বিরাজ করিতেছিল, তাহাতে আবার রাত্রিতে বনমধ্যে এত কষ্ট পাওয়ায় তাঁহার দুঃখের উপর ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? ইহা যে প্রকৃতিদেবীর সাধারণ ধর্ম্ম তিনি দুঃখী ব্যক্তিকেই দুঃখ দেন—"ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি।"





নবম পরিচ্ছেদ



কাঁটা গাছে গোলাপ ফুল।

সংসাররূপ তুলাদণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ অগ্রভাগদ্বয়ে সুখ দুঃখ-রূপ ভারদ্বয় প্রতিনিয়ত লম্বমান হইয়া আছে। দুঃখ চিরদিনই সুখের ভার অপেক্ষা গুরুতর। সুখ চিরদিনই দুঃখের সমান হইতে ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। সম্পদ বিপদ, মানবজীবনের নিত্যপ্রবৃত্তঘটনা মধ্যে পরিগণিত। দুঃখরূপ জনশূন্য বৃক্ষলতাদি বিহীন মরুভূমিতেও সুখের উর্ব্বর ক্ষেত্র পাইতে ইচ্ছা হয়। দুঃখ কারাগারে বদ্ধ থাকিয়াও শীঘ্রগামী পক্ষীরাজের পক্ষ পাইতে অভিলাষ হয়। অকুল সমুদ্রের মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া, সে ভয়াবহ স্থানেও স্বদেশ পাইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে উদিত হয়। সুবিশাল সাহারা মরুভূমিতেও ওয়েসিস্ আছে। চিরদুঃখপ্রপীড়িত মানবজীবনে ক্ষণকালের নিমিত্ত সুখের ক্ষণদা আবির্ভূত হইয়া তাহার হৃদয়স্থ দুঃখরূপ মেঘের মধ্যে থাকিয়া মধুর হাসি হাসিয়া থাকেন। কণ্টকবৃক্ষপরিবৃত স্থানেও সৌরভান্বিত পুষ্পবৃক্ষ থাকিতে পারে। সূর্য্যমুখীর কণ্টকবৃক্ষেও ভবিষ্যতে চারু ও সুগন্ধবিশিষ্ট প্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। হিমাদ্রিদুহিতা

উমাদেবীও কঠোর তপঃক্লেশ সহ্য করিয়া ভবিষ্যতে উমেশের অঙ্কে স্থান পাইয়াছিলেন। প্রত্যাদেশযন্ত্রণাবিদগ্ধশরীরা শকুন্তলা, দুষ্মন্তের সহিত নবপ্রণয়বিচ্ছেদরূপ কণ্টকবৃক্ষেও সুগন্ধি গোলাপ ফুল ফুটিতে দেখিয়াছিলেন। সর্ব্বগুণান্বিত শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা বনবাস দণ্ডে দণ্ডিতা সীতা দেবীর কণ্টকবৃক্ষেও গোলাপ ফুল ফুটিয়াছিল। তবে আজ নগেন্দ্রনাথের কাঁটা গাছে গোলাপ ফুল ফুটিবে না কেন?

বৃষ্টিদ্বারা, বায়ুকর্ত্তৃক, পথাস্থিত কণ্টকবৃক্ষ দ্বারা, আহত ও ক্ষতশরীর হইয়া নগেন্দ্রনাথ অবশেষে একটী অপেক্ষাকৃত ফাঁকা স্থানে উপস্থিত হইলেন। অন্ধকারে কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না, অথচ কেন, কি জানি নগেন্দ্রনাথের মনে একটু আনন্দ হইতেছে। পরিধেয় বস্ত্রাদি সমস্তই আর্দ্র হইয়াছে। গায়ে একটী কামিজ ছিল, সেটী খুলিয়া নগেন্দ্রনাথ হস্তে রাখিয়াছেন। ছাতা ছিলনা সুতরাং তিনি বৃষ্টিতে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছেন। ধীরে ধীরে একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন খদ্যোতালোকের ন্যায় মিট্ মিট্ করিয়া কি জ্বলিতেছে। আলোক দেখিয়া তাঁহার মনে একটী কি ভাবের উদয় হইল বলিতে পারি না। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল; অনুক্ষণ তাঁহার দক্ষিণ নেত্র নৃত্য করিতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথ ইহার কারণ জ্ঞাত হইলেন না। কেবল আলোক লক্ষ্য করিয়াই চলিতে লাগিলেন। আলোক যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল "আলোকটা আর একটু দূরে হইলে ভাল হইত।" আবার যখন দেখিলেন আলোকটা দূরে আছে, তখন

তিনি ভাবিলেন "আলোকটা নিকটে থাকিলে বেশ হইত।" নগেন্দ্রনাথ এইরূপভাবেই অনেক দূর গমন করিলেন। ক্রমে সেই খাদ্যোতালোকবৎ প্রতীয়মান অনুজ্জল বা স্বল্পোজ্জ্বল দ্রব্যটী একটী উজ্জ্বল বড় দীপালোকে পরিবর্ত্তিত হইল। নিকটে গিয়া দেখিলেন একটী তৃণাচ্ছাদিত কুটীর। কুটীরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। একপার্শ্বে একটী গবাক্ষ ছিল, সেই গবাক্ষের মধ্য দিয়া আলোকের জ্যোতিঃ নির্গত হইতে ছিল।

নগেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আকাশেরদিকে তাকাইয়া থাকিলেন, দেখিলেন আকাশ পরিষ্কার; নীলাকাশে নক্ষত্রনিচয় স্ব স্ব শরীরের গাত্রবরণ উন্মোচন করিয়া গর্ব্বের সহিত দেহের কান্তি প্রকাশ করিতেছে। শশধর এতক্ষণ কোথা হইতে আসিয়া মধ্যাকাশে দেখা দিলেন। বিহঙ্গগণ বৃষ্টির জ্বালায় অস্থির হইয়াছিল এক্ষণে তাহারা একটু সুস্থ হইয়া দুই একবার কিচিরমিচির করিয়া উঠিল, আর ঝিল্লিদল ত সর্ব্বদা ঝিঁ ঝিঁ করিয়াই থাকে। মণ্ডুকগণও আনন্দে অধীর হইয়া গলা ছাড়িয়া গীত ধরিল।

নগেন্দ্রনাথ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিলেন। যেস্থানে দাঁড়াইলেন সে স্থানের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কোমল, সুতরাং তিনি সেখানে একটু স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিলেন, কিছুক্ষণ থাকিয়া একবার দ্বারে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন "কে আছ দ্বার খোল একটী অতিথি আসিয়াছে।"

প্রথমে তিনি কোন উত্তর পাইলেন না; পরে আবার দুই একবার সেইরূপভাবে দ্বারে আঘাত করিলেন; এবারও কোন উত্তর পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া যেমন চলিয়া যাইবেন

অমনি ভিতর হইতে দ্বার খোলা হইল। পূর্ব্বে তিনি ভাবিয়াছিলেন "বোধ হয় গৃহস্থ নিদ্রিত হইয়াছে অথবা হয় ত গৃহে কোন লোক নাই; কিম্বা বোধ হয় গৃহস্থ অন্যমনস্ক হইয়া আছেন, তজ্জন্যই আমার কথা শুনিতে পান নাই।" এক্ষণে দ্বার খোলা হইল। তাঁহার মনে একটু আশা হইল। গৃহস্থ ডাকিল "কে গা ভিতরে এস।"

নগেন্দ্রনাথ কথা শুনিয়া বুঝিলেন স্বরটী ঠিক বামাকণ্ঠের ন্যায়। আর্দ্র কামিজটী বামহস্তে লইয়া তিনি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন গৃহস্থের মধ্যে কেবল একটী বালিকা। বালিকার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ।

পাঠক এক্ষণে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার "আমি এই গৃহস্থটীকে বালিকা বলিব কি যুবতী বলিব?" পাঠক, আমার ইচ্ছা ইহাকে বালিকা বলা। তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমি ইহাকে যুবতী করিয়া লও আমার আপত্তি কি? কিন্তু আমি ইহাকে বালিকা যুবতীর মাঝামাঝি কিছু বলিব মনে করিয়াছি। সে এখনও ঠিক যৌবন সীমায় পদার্পণ করে নাই। দীপালোকের জ্যোতিতে তাহার মুখকান্তি উজ্জ্বলতরা বোধ হইতেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠন সুগোল ও সুন্দর, হস্তপদাদি সুচারু, চক্ষুদ্বয় কিছু বিস্তৃত ও ঈষৎ চঞ্চল, মস্তকের কেশরাজি আলুলায়িত, দেখিলে বোধ হয় যে কখনও বেণিবন্ধন করে নাই, অথবা তাহার বেণিবন্ধন করিয়া দিবার কেহ নাই; গাত্রে স্বর্ণের বা রৌপ্যের কোন অলঙ্কারাদি নাই বলিলেও চলে। বোধ হয় তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অলঙ্কারের কোন প্রয়োজন নাই—স্বভাবসুন্দর কমল, কেবল স্বচ্ছসরোবরে থাকিলেই

কি তাহা মনোহর হয়? আর শৈবালযুক্ত জলাশয়ের মধ্যে কি তাহার চারুতার কিছুমাত্র হ্রাস হয়? যাহা সুন্দর তাহা সুন্দরই থাকে। যাহা মনোহর তাহা সর্ব্বদাই মনোহর।

নগেন্দ্রনাথ একবার বালিকাযুবতীর মুখপানে চাহিলেন। দেখিলেন তাহার মুখে দুঃখের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অথচ একটী ক্ষীণ প্রফুল্লতার রেখা তাহার গণ্ডস্থলের নিম্নভাগ দিয়া গমন করিয়াছে। কারণ জগৎপতিই জানেন।

বালিকা নগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া যেন কিছু লজ্জিত হইল, এবং লজ্জাব্যঞ্জক স্বরে ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিল "মহাশয় এই খাটে উপবেশন করুন।"

"না আমি এইখানেই একটু দাঁড়াই, আমার কাপড় চোপড় ভিজে গিয়াছে।"

"আচ্ছা তবে আমি আপনাকে একখান শুষ্ক বস্ত্র দিতেছি", এই বলিয়া বালিকা তাঁহাকে একখান শুষ্ক বস্ত্র দিয়া বলিল "অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় আপনার কামিজটা ও আর্দ্র বস্ত্রখানা দিন আমি আন্‌লায় মেলিয়া দি।"

নগেন্দ্রনাথ কাপড় ছাড়িয়া খাটের উপর বসিলেন। বসিয়া গৃহের অভ্যন্তরস্থ বস্তু সমুদায় দেখিতে লাগিলেন। সত্য বটে নগেন্দ্রনাথ ইহার পূর্ব্বে আর কখনও এখানে আসেন নাই, তথাপি তাঁহার বোধ হইল, যেন গৃহের অধিকাংশ বস্তুই তাঁহার পরিচিত। কি জানি কেন তিনি সেই বালিকার মুখপানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেন। চালের কাষ্ঠখণ্ড হইতে কতকগুলি ঝুল অধোমুখে নগেন্দ্রনাথের দিকে তাকাইয়া আছে। দুই একটী পিতল কাঁসার তৈজস পত্র নগেন্দ্রনাথ ও সেই বালিকার প্রতিমূর্ত্তি

আপন, আপনদেহে রক্ষা করিয়াছে। ২।৫টী হাঁড়ি সাজান আছে, দুই একখানি চিত্রপট দেওয়ালের গায়ে বসান আছে, চালের ছিদ্রদিয়া দুই চারি ফোটা বৃষ্টির জল মেজের উপর পড়াতে স্থানে স্থানে মৃত্তিকা উন্নত ও নিম্ন হইয়া গিয়াছে, দেওয়ালের নিম্নভাগ লোহিত বর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে। প্রদীপটী বেশ জ্বলিতেছিল, তথাপি বালিকা তাহাতে আরও তৈল দিল এবং বর্ত্তিকাটীও বেশ যত্ন করিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিল। সুতরাং আলোক আরও উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতে লাগিল। অভিপ্রায় কি জানি না; তবে এইমাত্র জানি যে রাত্রিতে দীপালোকে সচরাচর লোকের মুখকান্তি আরও ভাল দেখা যায়। অন্যদিকে তাকাইবার ছল করিয়া বালিকা নগেন্দ্রনাথের মুখ দেখিতে লাগিল। তিনি যখন এক একবার তাহা দেখিতে পান তখন সে লজ্জাবনতমুখী হইয়া অধোদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে থাকে।

বালিকা কিছুক্ষণ থাকিয়া বলিল "বোধ হয় আজ আপনার আহার হয় নি—তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এ ক্ষুদ্র কুটীরে যাহা পাওয়া যায় তাহাই খাইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হউন। এক্ষণে অপর কোন ভক্ষ্যবস্তু আপনাকে দিতে পারিব না, যে দুই চারিটী ফল আছে তাহাই খাইয়া ক্ষুধার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি করুন। আমি জানি না এখানে কি কি দ্রব্য পাওয়া যায়।"

"তোমার মধুর বাক্যেই আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়াছে, এবং ক্ষুধারও নিবৃত্তি হইয়াছে। তবে একটু জল দাও, বড় পিপাসা হইয়াছে।"

"না শুদ্ধ জল কি খাওয়া হয়—" এই বলিয়া বালিকা একটী

হাড়ি লক্ষ্য করিয়া যেমন সেইদিকে যাইবে অমনি তাহার কেশ-গুচ্ছ দেওয়ালের গায় প্রোথিত একটী কাষ্ঠখণ্ডে জড়াইয়া গেল। বালিকা স্বয়ং তাহা ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। শেষে দুই হস্ত দ্বারা যেমন বলপ্রকাশপূর্ব্বক চুল ছাড়াইবার চেষ্টা করিল অমনি খাটের নিকটস্থ একটী লৌহদণ্ডে তাহার বক্ষের বস্ত্রাংশ সংলগ্ন হইল। বালিকা এইবার নিতান্ত অপ্রতীভ হইল। যদি বস্ত্র ছাড়াইতে যায় তবে চুল ছিন্ন হইবে, কাজেই এখন সে উভয়সঙ্কটে পড়িয়াছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক-ক্ষণ ভাবিল। এতাদৃশ দুর্ভাগ্যের উপর বিশেষ দোষারোপ করিতে লাগিল। অবশেষে নগেন্দ্রনাথ আর থাকিতে পারিলেন না, খাট হইতে উঠিয়া গিয়া আস্তে আস্তে বালিকার বস্ত্রখানি লৌহদণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া তাহার গায়ে দিলেন। তদন্তর একটী একটী করিয়া তাহার চুলগুলি ছাড়াইতে লাগি-লেন, বালিকাও এবিষয় তাঁহার কিয়ৎপরিমাণে সহায়তা করিল। লজ্জা তাহাকে ধন্যবাদ দিবার অবসর দিল না। সে কিছুই করিতে না পারিয়া নগেন্দ্রনাথের পদযুগল দর্শন করিতে লাগিল, তাহাতেও তাহার ভয় হইল। একবার করিয়া দেখিতে লাগিল আর অপরদিকে নয়নের গতি ফিরাইতে লাগিল।

কেশ পরিত্রাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে নগেন্দ্রনাথ খাটে বসি-লেন। বালিকা ব্যস্ত হইয়া যেমন হাঁড়ির নিকটে যাইবে অমনি পা লাগিয়া এক গ্লাস জল পড়িয়া গেল। অনন্তর সে একটী হাঁড়ির মধ্য হইতে কয়েকখান বাতাসা বাহির করিল ও অপর একটী স্থান হইতে কয়েকটী ফল বাহির করিয়া নগেন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত করিল, নগেন্দ্রনাথ সেগুলি ভক্ষণ করিলেন।

বালিকা এক গ্লাস জল লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল। নগেন্দ্রনাথ পিপাসাতুর ছিলেন, সুতরাং এই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকাদত্ত এক গ্ল্যাস জলপান করিয়া পিপাসার কথঞ্চিৎ উপশম করিলেন।

বালিকা ইহা ছাড়া অপর কোন খাদ্যদ্রব্য নগেন্দ্রনাথকে দিতে পারিল না। নগেন্দ্রনাথও তাহাতে দুঃখিত হইলেন না। কারণ তিনি ভাবিলেন "এ বালিকা যাহা দিয়াছে ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর আমি যে ইহা পাইলাম ইহাও আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে।" শেষ বলিলেন "বালিকে, তুমিই অতিথিসৎকার শিক্ষা করিয়াছ। আজ আমি তোমার নিকট হইতে যাদৃশ সদ্ব্যবহার পাইলাম বোধহয় এরূপ ব্যবহার ও আতিথ্য ইহার পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। এবং এরূপ সরলা বালিকাও কোথাও দেখি নাই। তোমায় যে কি বলিয়া প্রশংসা করিব আমি এরূপ শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছি না। কি বলিয়া যে তোমায় ধন্যবাদ দিব এরূপ কথা আমার মনে আসিতেছে না। তবে এইমাত্র বলি যে, তুমি দয়াবতী, গুণবতী, সরলা, সাধ্বী ও অতিথিসেবাপরায়ণা—ইহা ছাড়া আর কিছু কথা আমি জানি না। আর তুমি সতী রমণী হইয়া পতির সহিত চিরকাল সুখে ও আনন্দে কালযাপন কর, এবং চিরদিন অতিথির প্রতি এইরূপ দয়া প্রদর্শন করিতে থাক। ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ। ইহাই আমার ইচ্ছা, ভবিষ্যতেও তুমি স্বর্গলোকে পতি লইয়া সুখে কালাতিপাত কর।"

"পতি" এই কথা যখন নগেন্দ্রনাথের মুখ হইতে নিঃসৃত হইল তখন বালিকার কোমল মন হইতে কয়েকটী গভীর অথচ

দুঃখব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। হৃদয়ের দুঃখ যন্ত্র যখন কোন কারণ বশতঃ নিষ্কাশিত হয়, অথবা যখন অপর কোন কথা দ্বারা দুঃখযন্ত্রের বায়ুর কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়, তখন নাসিকা হইতে যে বাতাস বহির্গত হইয়া থাকে তাহার নাম দীর্ঘনিশ্বাস। যতক্ষণ দুঃখযন্ত্র পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ দুঃখিতব্যক্তি মনে মনে আপনিই কষ্ট পায় ও নিজ কষ্ট নিজেই সহ্য করে। কিন্তু যখন কোন কারণ বশতঃ অপর কেহ তাহার দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাহার দুঃখ বায়ুর কতক অংশ নাসিকার ছিদ্র দিয়া বহির্গত হয় এবং প্রশ্নকর্ত্তার হৃদয়ে আঘাত করে। তাই বলি বালিকার কোমল হৃদয় হইতে কঠিন দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। বালিকা নিজ দুঃখ গোপন করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। আবার দুই চারিটী উষ্ণ নিশ্বাস তাহার নাসিকা হইতে বাহির হইল। নগেন্দ্রনাথের হৃদয় আহত হইল। কিন্তু তিনি তন্মুহূর্ত্তেই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। বালিকা নগেন্দ্রনাথের নিমিত্ত খাটের উপর বিছানাটী বেশ ভাল করিয়া পাতিয়া দিল। নিজে অপর একটী ছোট খাটে শয়ন করিল। প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথের নিদ্রা হইল না। তিনি কেবল সেই বালিকার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কেবল এই বালিকার মূর্ত্তি এক একবার তাঁহার মনে হয়, আর তিনি সমস্তই ভুলিয়া গিয়া কেবল তাহাই চিন্তা করেন।

তিনি ভাবেন "বালিকার এমন রূপ, এমন গুণ, এত অল্প বয়স, তবে সে বিজনে বনে কেন? ইহার কারণ কি? নিশ্চয়ই ইহা কাঁটা গাছে গোলাপ ফুল!!"

নগেন্দ্রনাথ এই ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহরের সময় একবার নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

বালিকাও "কাঁটাগাছের গোলাপ ফুল" হইয়া শয়নমাত্রেই নিদ্রিতা হইল না। কতক্ষণ ভাবিল। কয়েকটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। মনে মনে মনের সহিত কত পরামর্শ করিল শেষে নিদ্রাদেবীর মোহিনী মায়ায় সমাচ্ছন্না হইল।





দশম পরিচ্ছেদ

মা তুমি আর দ্বিধা করিও না।

নিদ্রাদেবী বালিকাকে যেমন নিজ অঙ্কে স্থাপন করিলেন অমনি তাঁহার সহচর স্বপ্নদেব আসিয়া তাহার নিকটে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে বালিকার গায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। বালিকাও ধীরে ধীরে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

বালিকা দেখিল স্বপ্নরাজ্যের সীমা সুদূর গমন করিয়াছে। দেখিল কোথাও বা দিব্যাঙ্গনাগণ স্ব স্ব দেহে হৃদয়াকর্ষণ-কারী সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছে। কোথাও বা শ্বেত, পীত, নীল, লোহি-তাদি নানা বর্ণের বিহগবৃন্দ মধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। তদনন্তর তাহার চক্ষু একটী মনোহর উদ্যানের দিকে আকৃষ্ট হইল। সে দেখিল উদ্যানস্থ বৃক্ষগণ ঘনপল্লবাবৃত। পল্লব-গুলির মধ্যে একের বর্ণ অপরের বর্ণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোথাও কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষ শ্বেত-বর্ণ কুসুম-হস্তে স্বর্গীয়া রূপসীগণকে আহ্বান করিতেছে। কোথাও বা কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমররাজি উদ্যানস্থ সরোবরস্থিত বিকসিত

কমলের উপর উপবেশন করতঃ মনোসুখে মধুপান করিতেছে। কমলগুলি দেখিলে বোধহয়, তাহারা কখনও শুষ্ক হয় না। এবং ভ্রমরগণ প্রত্যেকে এক একটী কুসুমের উপরই বসিয়া আছে। তাহার মধু নিঃশেষ হইতেছে তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিতেছে না। সকলেই নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট। কেহ কাহারও উপর হিংসা করিতেছে না। কুত্রচিৎ বা নবতৃণ-বিমণ্ডিত মৃৎখণ্ডে গো, মেষ, ছাগাদি স্বস্ব ইচ্ছায় স্বস্ব স্থানে আহার-কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কেহ কাহাকেও উৎপীড়িত করিতেছে না। কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতেছে না। সকলেই শান্ত। দেখিলে বোধহয় শান্তিদেবী স্বয়ংই এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। কোথাও বা নিবিড়পল্লবসমাচ্ছন্ন লতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে যুবক যুবতী বসিয়া বিশুদ্ধ প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কুত্রচিৎ বা সিতশ্মশ্রু, দীর্ঘকেশ, পিঙ্গলবর্ণ তপস্বীগণ অনন্যমনে ধ্যান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

বালিকা এস্থানের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া উদ্যানের অপর পার্শ্বে গমন করিল। তথায় দুইচারিটী সুবৃহৎ অট্টালিকা বর্ত্তমান। দেখিল এস্থানের সৌন্দর্য্য সকল স্থানের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মনোহর। এখানে সমস্ত পদার্থই শুভ্রবর্ণ। পবিত্রতা ও স্থিরতা স্বয়ং এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। শুক্লবসনা যশোদেবী ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ পদক্ষেপ করিতেছেন। স্বভাবালঙ্কারভূষিতা, স্বভাবসুন্দরী, জ্যোতির্ম্ময়ী, নিরভিমানিনী একটী রমণী অপর একটী অসার মদগর্ব্বিতা রমণীকে সদুপদেশ দান করিতেছেন; এবং পরিশেষে তাহার মন হইতে অহঙ্কার, গর্ব্ব, অভিমান, বৃথা তেজঃ ইত্যাদি কুবৃত্তিনিচয় বিদূরিত করি-

তেছেন। তৎপরে বালিকা আরও একটু অগ্রসর হইল। সে ক্রমে ক্রমে একটী অপূর্ব্ব পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে তাহার বোধ হইল যেন কে তাহাকে হাত নাড়িয়া ডাকিতেছে। তখন তাহার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক হইল। নিকটে গিয়া শুনিল কণ্ঠস্বর চিরপরিচিতের ন্যায়। তখন তাহার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। দেখিল তাহার জননীর মত কে তাহাকে ডাকিতেছে "মা ইন্দুমুখী একবার আমার নিকটে এস। তোমায় একটী কথা বলি।" ইন্দুমুখী ক্রন্দন করিতে করিতে সেই স্থানে গেল। দেখিল তাহার জননীই তাহাকে ডাকিতেছেন। তাহার জননী বলিলেন :—

"ইন্দুমুখি! তুমি আমার কথা শোন। আমি তোমায় এখানে লইয়া আসিব মনে করিতেছি, কিন্তু তুমি এখন এখানে আসিতে পারিবে না। তোমার পিতা ঠাকুর মহাশয়ও এখানে আছেন। এই দেখ আমি তোমায় কয়েকটী মূর্ত্তি দেখাইতেছি; ইহার মধ্যে যে প্রথম মূর্ত্তিটী দেখিতেছ, ইহা একটী পতি-ব্রতার মূর্ত্তি। তুমি ইহার সাক্ষাৎ পাইবে। ইহাকে তুমি মনের-সহিত ভাল বাসিবে। আর এই দ্বিতীয়টী একটী সাধু পুরুষের মূর্ত্তি। ইনি এই পতিব্রতার স্বামী, ইঁহাকে তুমি ভক্তি করিবে, এবং এই তৃতীয় মূর্ত্তিটী তোমার স্বামীর মূর্ত্তি। তুমি কোন দ্বিধা বা সন্দেহ না করিয়া ইঁহাকে বিবাহ করিবে। ইনি সুবিজ্ঞ ও সুরসিক, ইঁহার মন উন্নত ও সরল। তুমি এই ব্যক্তির আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিও না।" ইন্দুমুখী ইহাতে বিশেষ লজ্জিতা হইল, কারণ নগেন্দ্রনাথের চেহারার সহিত এই মূর্ত্তির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য

আছে। জননীর কথা শেষ হইলে ইন্দুমুখী যেমন আর-এক পদ অগ্রসর হইতে যাইবে অমনি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিল কোথাও কিছু নাই। যে কুটীর সেই কুটীর। দেখিল সে যেখানে ছিল সেখানেই আছে।





একাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘন লতা।

ইন্দুমুখী শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল নগেন্দ্রনাথ বিছানায় নাই। কুটীরের বাহিরে আসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তাহার হাত পা সমস্তই অবশ অবশ বোধ হইতেছে। সুতরাং সে ক্ষণকালের নিমিত্ত একস্থানে বসিয়া থাকিল। তৎপরে কি মনে ভবিয়া পশ্চিমদিকে কোথায় গেল। এস পাঠক দেখিয়া আসি ইন্দুমুখী কোথায় যায়।

ইন্দুমুখী কিছু দূরে গমন করিয়া একটী উপবনে উপস্থিত হইল। ইহার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর জল কৃষ্ণবর্ণ ও স্বচ্ছ। ধারে ধারে অনেকগুলি গাছ পালা জন্মিয়াছে। দুই একটী বৃক্ষে দুই চারিটী ফুলও দেখা যাইতেছে। লম্পট পবন কতকগুলি পুষ্পবৃন্ত চ্যুত করিয়া পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দিতেছে। এই ক্ষুদ্র সরোবরে অনেকগুলি পদ্ম ফুল ফুটিয়া আছে; ভ্রমরগণ মধুলোভে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। একটী ভ্রমর নানাফুলে বেড়াইতেছে। একের নিকট তৃপ্তি না হওয়ায় অপরের নিকট গমন করিতেছে। সেখানেও তৃপ্তি হইতেছে না, কাজেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একস্থানে স্থির থাকিতে পারি-

তেছে না। কেবল গুণ গুণ স্বরে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে, এবং আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে।

ইন্দুমুখী একখণ্ড শিলার উপর বসিয়া পুষ্করিণীর শোভা দর্শন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দৃষ্টি বিচরণকারী ভ্রমরগুলির উপর পড়িল। অমনি পূর্ব্ব রাত্রির স্বপ্নের কথা একে একে তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। ইন্দুমুখী মনে মনে ভ্রমরগণকে ভৎসনা করিল "ছি ভ্রমর— তোমরা কি আদত দ্রব্য চাওনা? না, তোমরা স্থিরচিত্ত নও? না, তোমরা একের উপর ভালবাসা রাখিতে লজ্জিত হও? এমন ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন কি?" ভ্রমরেরা শুনিল না কিন্তু ইন্দুমুখী ইহাদ্বারা কতক শিক্ষা পাইল। সে ভাবিল "আমিও আপন পতিকে শিক্ষা দিব যেন তিনি একফুলের মধু-পানেই সন্তুষ্ট থাকেন।" ভাবিতে ভাবিতে ইন্দুমুখীর মনে নগেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির সম্যক্ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ এক্ষণে কোথায়—কাল রাত্রে সে যাহাকে দেখিয়া মনে মনে কত পরামর্শ করিতেছিল, যাহাকে পাইবার ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে বিশেষ বলবতী হইয়াছিল, সেই নগেন্দ্রনাথকে পাইবার জন্য ইন্দুমুখী কুটীরের বাহিরে আসিল। ইন্দুমুখী বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে এমন সময় তাহার দৃষ্টি একটী পতঙ্গের দিকে পড়িল। পতঙ্গটী পলায়ন করিতেছে এবং একটী পক্ষী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। পক্ষীর ইচ্ছা তাহার দ্বারা আহার কার্য্য নিষ্পন্ন করে এবং পতঙ্গের ইচ্ছা তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। বিপন্ন পতঙ্গটীর প্রতি ইন্দুমুখীর বড় দয়া হইল।

তাড়াতাড়ি পতঙ্গের নিকট গমন করিয়া দেখিল, পক্ষী ভয়ে উড়িয়া পলাইল এবং পতঙ্গটী তাহার গায় বসিল। পতঙ্গটী একটী প্রজাপতি। গায় প্রজাপতি বসিলে নাকি শীঘ্র পতির সহিত মিলন হয় অথবা বিবাহ হয়। ইন্দুমুখী তাহা কতক জানিত তজ্জন্য যখন পতঙ্গটী তাহার শরীরে উপবেশন করিল তখন সে তাহাকে তাড়াইয়া দিল না, পতঙ্গ আপন ইচ্ছায় চলিয়া গেল। তৎপরে সে ধীরে ধীরে একটী সহকার তরুর নিকট উপনীত হইল। দেখিল একটী মাধবী লতা প্রসবের সহিত সহকার তরুকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। তরুটী প্রাচীন, লতাও প্রাচীনা, কিন্তু উভয়েই উভয়কে যৌবন সুলভ আনন্দ দানে কুণ্ঠিত নহে। এই দৃশ্য দেখিয়া ইন্দুমুখী কয়েকটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহার বাম চক্ষু নৃত্য করিয়া তাহার মনে কিছু শান্তি দিল। আবার তাহার বাম হস্তস্থিত শিরাগুলিও যেন কম্পিত হইল অথবা নৃত্য করিল। ইহাও সুলক্ষণসূচক, কাজেই তাহার মনে কি এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল। কিন্তু সে নগেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে আরও একটু অগ্রসর হইল। নগেন্দ্রনাথ এত নীচমনা নহেন, যে তিনি ইন্দুমুখীকে না বলিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, তবে ইন্দুমুখী তাহার অনুসন্ধানে এত কাতরা কেন?

ইন্দুমুখী দুই এক পদ গিয়াই আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। দেখিল তাহার সম্মুখে নগেন্দ্রনাথ। কি জানি কোন্ অভাবনীয় ঘটনার বশবর্ত্তিনী হইয়া ইন্দুমুখী এক্ষণে নগেন্দ্রনাথকে সম্মুখে দেখিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইল। ক্ষণেকের জন্য তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে অধোমুখে থাকিয়া মৃত্তিকার দিকেই চাহিতে লাগিল।

নগেন্দ্রনাথ তাহাকে সেরূপভাবে থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সুশীলে! তুমি এখন এখানে কেন?"

ইন্দুমুখীর মুখে কথা নাই। নগেন্দ্রনাথ যে আর অধিক কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহারও পথ নাই কারণ পরিচয় অল্পক্ষণ মাত্র হইয়াছে। তবে তাহাদের মনদ্বয় চিরপরিচিত হইয়া গিয়াছে। ভিতরে একভাব হয়, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়, অথবা অনেক সময় তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না; তাই উভয়েই কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ পুরুষ ইন্দুমুখী স্ত্রীলোক, কাজেই নগেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "সুশীলে তুমি এখানে কেন?"

"ইন্দুমুখী এইবার কথা কহিল। নগেন্দ্রনাথেরদিকে মুখ ফিরাইতে সাহস হইল না। তথাপি অধোবদনে থাকিয়াই বলিল "আপনাকে বিছানায় না দেখিতে পাইয়া বাহিরে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম, আর আমার শরীরটাও কেমন অবশ অবশ বোধ হইতেছিল তাই একবার বাহিরে আসিলাম।"

"আচ্ছা সুন্দরি! তোমার নামটা জানা হয় নাই, শুন্‌তে পাই কি?"

"অবশ্য; আমার নাম হতভাগিনী ইন্দুমুখী।"

"তোমায় দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে কি কোন দোষ কি বাধা আছে?"

"আপনার দোষ গুণ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

"তোমার বয়স কত? তোমার পিতা কোথায়?"

"আমার বয়স প্রায় তের বৎসর হইল। আমার পিতা—"

এই বলিয়া ইন্দুমুখী ক্রন্দন করিতে লাগিল। চক্ষুজলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল, নাসিকা হইতে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। নিজ পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা তাহার চক্ষু মুচিয়া দিলেন। ইন্দুমুখীকে বলিলেন "কাঁদ কেন ইন্দুমুখী, তোমার কি হয়েছে? পিতামাতার নামে এত ক্রন্দন কেন?"

"মহাশয় আমি বড় হতভাগিনী। অল্প বয়সে পিতা মাতার মৃত্যু দেখিয়াছি। পিতা যে কখন স্বর্গলোকে গিয়াছেন তাহা আমার ভাল মনে হয় না। মাতাও অনেক দিন ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যুর পর আমি মামার বাড়ী থাকি। হঠাৎ একদিন মামাদের বাড়ী বড় ডাকাইতি হয়। ডাকাইতেরা মামার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করে, ও তৎপরে আমাকে ধরিয়া লইয়া আ'সে। দস্যুপতির অভিপ্রায় তাহার পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দেওয়া; সেইজন্যই সে আমায় আনিয়াছে। তবে তাহাদের এক নিয়ম আছে, যতদিন স্বয়ং না বলিব যে আমি তাহার পুত্রকে বিবাহ করিব, ততদিন তাহারা বিবাহ জোর করিয়া দিতে পারিবে না। দস্যুপুত্রের সহিত বিবাহ করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই; সুতরাং আমি সে বিষয় অস্বীকার করি। সেই জন্য আমার এই দণ্ড হইয়াছে। আমি এই কুটীরে থাকি, মানুষের মুখ দেখিতে পাই না। অনেকদিন পরে আজ আপনাকে দেখিয়া মনে একটু আনন্দ হইল; কারণ আমি প্রায় ৩।৪ বৎসর দস্যু ব্যতীত লোকালয়ের অপর কোন মনুষ্য দেখিতে পাই নাই। দস্যুপতি আমায় কখনও ছয় মাসের কখনও তিন মাসের মত খাদ্য-

দ্রব্য দিয়া যায়, আমি কি করিব অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে পারি না, কাজেই তাহা খাইয়া কেবল জগৎপতির উপর নির্ভর করিয়া থাকি, এবং সর্ব্বদাই মনে মনে আপন অদৃষ্টের উপর দোযারোপ করি। এখান হইতে উদ্ধার হইবার কোন উপায় আছে কি না জানি না, এবং কখনও যে আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

নগেন্দ্রনাথ আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন "ইন্দুমুখি তোমার ইন্দুমুখ হইতে যে এতাদৃশ নিদারুণ বাক্য বিনির্গত হইবে তাহা আমি পূর্ব্বে ভাবি নাই। ঈশ্বর জানেন আমি তোমার কথা শুনিয়া কতদূর মর্ম্মাহত হইলাম। তোমার উদ্ধারের উপায় নিশ্চয়ই আছে, আমিই তোমায় সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিব।"

যখন নগেন্দ্রনাথ এই সমস্ত কথা বলিতেছিলেন তখন ইন্দুমুখী তাঁহার দিকে ঈষৎ কটাক্ষ করিতেছিল। কিন্তু অধিকক্ষণ সেভাবে থাকিতে পারিতেছিল না, কারণ নগেন্দ্রনাথ পাছে দেখিতে পান। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইন্দুমুখীর লজ্জার কারণ কি? এখানেত অপর কেহ নাই। নগেন্দ্রনাথও তাহার কটাক্ষের প্রতিদান করিতে ত্রুটি স্বীকার করিলেন না। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ইন্দুমুখীর মনে নগেন্দ্রনাথকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। সে ইচ্ছা ফলবতী হইল। তৎপরে সে কটাক্ষের যতদূর ক্ষমতা তাহা প্রকাশ করিল। তদনন্তর নয়ন ভরিয়া নগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া লইল। দৃষ্টিদ্বারাই আপনার দেহ, মন, প্রাণ, যৌবন ইত্যাদি সমস্তই নগেন্দ্রনাথের পদতলে সমর্পণ করিল। নগেন্দ্রনাথও তাহাকে মনে মনে যথেষ্ট ভালবাসিলেন।

অপর কথা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। এক ইন্দুমুখীর কটাক্ষই তাঁহার হৃদয়স্থ যাবতীয় বৃত্তি একদিকে আকর্ষণ করিল। তাঁহার চক্ষু কেবল ইন্দুমুখীর উপরে অর্থাৎ ইন্দুমুখীকে সর্ব্বদা দর্শন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত থাকিল, কর্ণ কেবল তাহার মুখ হইতে দুই একটী বা অনেকগুলি অথবা অনেকক্ষণ পরে একটী কথা শুনিবার জন্যই নিয়োজিত হইল। নাসিকা কেবল ইন্দু-মুখী প্রদত্ত কুসুমাঘ্রাণেই ব্যাপৃত হইল। এইরূপে তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিচয় এক ইন্দুমুখীর প্রতি ধাবিত হইল। দেবেন্দ্রনাথের ভাবনা তিরোহিত হইল। সরযূর কথা বিস্মৃতিসাগরে লীন হইল। দেবেন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব ক্ষণকালের জন্য কোথায় চলিয়া গেল। জানিনা সংসা-রের গতি কি প্রকার। জানিনা ভালবাসার শৃঙ্খল কত দৃঢ়। জানিনা নবপ্রণয়ের কত অসীম প্রভাব।

ইন্দুমুখী নগেন্দ্রনাথের মনোভাব প্রায় সমস্তই জ্ঞাত হইল। নগেন্দ্রনাথও তাহার অভিপ্রায় সমস্তই বুঝিলেন। ইন্দুমুখী যাহা গোপন করিতে যায় তাহার সমস্তই নগেন্দ্রনাথ জানিতে পারেন।

ইন্দুমুখী বলিল "আসুন, মহাশয়, এই রাস্তা দিয়া কুটীরে যাই।"

"চল তুমি যে পথে লইয়া যাইবে সেই পথেই যাইব।"

ইন্দুমুখীর বড় লজ্জা হইল। কিন্তু সে সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল "আমি আপনাকে যেদিকে লইয়া যাইব, সেইদিকেই যাইবেন? আমি ছাড়া অপর কেহ যদি আপনাকে সেদিকে লইয়া যায় তবে আপনি যাইবেন না ত?"

"না—— অবশ্য—"

"না" বলিয়াই নগেন্দ্রনাথ যেন মনে মনে ইন্দুমুখীকে ধরিতে গেলেন কিন্তু লজ্জা হইল; পারিলেন না।

"মহাশয় তবে এই পথেই যাই চলুন। কিন্তু আপনি অগ্রে অগ্রে চলুন।"

"আমি অগ্রগামী হইলে তোমায় ত সহজে দেখিতে পাইব না। হয় তুমিই অগ্রে চল, আর নাহয় দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া যাই। তাহাহইলেই তোমাকে দেখিতে পাইব।"

ইন্দুমুখী অবনতমুখী হইল। সে ভাবিল "ঈশ্বর যদি নারী-জাতির মনে লজ্জা না দিতেন, অথবা এই সময় যদি আমার মন হইতে লজ্জা অপসারিত করিয়া দেন তবে আমি মন ভরিয়া নগেন্দ্রনাথের নিকট, অথবা এই আগন্তুকের নিকট সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতাম, অথবা পারি। কিন্তু বিধাতা ত আমার কথা শুনিবেন না। তিনি যে নিষ্ঠুর।"

নগেন্দ্রনাথ তাহার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ইন্দুমুখী বলিল "মহাশয়! এই যে লতা-কুঞ্জটী দেখিতেছেন ইহাই আমার শান্তিভবন। আমি যখন হতাশ হই তখন ইহা আমায় আশা দেয়। আমি যখন দুঃখিত হই তখন এখানে আসিলেই শান্তি পাই। আজ কিন্তু আমার মনটা——"

"ইন্দুমুখি তোমার বুকের কাপড়টা যে ঐ কাঁটাগাছে লাগ্‌চে এদিকে একটু স'রে এস।" ইন্দুমুখী সরিয়া আসিল না। বরং নগেন্দ্রনাথের হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল কিন্তু তাহার অঞ্চল কাঁটায় লাগিয়া গেল। কাজেই সে আর অন্যত্র যাইতে পারিল না নগেন্দ্রনাথ তাহাকে ধরিলেন

কাপড়খানি ছাড়ান হইলে উভয়েই লতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে গমন করিলেন।

ইন্দুমুখী এইসময় মনে মনে কি ভাবিয়া নগেন্দ্রনাথকে বলি-লেন "আপনি একটু বসুন আমি ওখান থেকে একটা জিনিস আনি।"

"কোথায় যাবে?"

"দেখে আসি এই কয়েকটা গাছে আজকে ফুল ফুটেছে কি না।"

"আচ্ছা যদি ফুল ফুটে থাকে—"

"তবে——"

"তবে কি হ'বে?"

"তবে দিন দিন যেমন মালা গাঁথি তেমনি মালা গাঁথব, তবে আজ আর মালা গাছে তুলিয়া রাখিব না। আজ—"

"আজ কি?"

"তাহা পরে জানিবেন আমি এখন দেখে আসি।" ইন্দু-মুখীর মন, সে সব গোপন করে; কিন্তু আমরা সব জানিতে পারিতেছি।

ইন্দুমুখী ক্ষণকাল পরে কতকগুলি ফুল ও একটী লতার কিয়দংশ লইয়া আসিল। নগেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন——

"ইন্দুমুখি এ ফুলে কি করিবে?"

"কেন মালা গাঁথিব।"

"মালা গাঁথিয়া কি হইবে?"

"কেন—কেন—আমি পরব আর—আর——"

আর ইন্দুমুখী বলিতে পারিল না। যাহাহউক যাহা বলিয়াছে তাহাই যথেষ্ট। সময় সময় দ্রব্যের অর্দ্ধ তাহার সমস্ত অংশ অপেক্ষা প্রিয়তর হয়। পাঠক এখানে তাহাই স্বীকার করিতে হইবে।

"আচ্ছা ইন্দুমুখি এ লতা লইয়া কি করিবে?"

"আজ বনলতায় লোকালয়ের তরু বাঁধিব।"

"তরু কৈ? কোন্ তরু বাঁধিবে?"

"আমার নিকট যে মানুষ তরুটী দাঁড়াইয়া আছে।"

নগেন্দ্রনাথ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু যেন কিছুই জানেন না এইরূপভাবে ইন্দুমুখীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিতে লাগিলেন। ইন্দুমুখীর মালা গাঁথা শেষ হইল।

সে দুইগাছি মালা লইয়া কেবল নাড়িতেছে। আর এক একবার সে দুটীকে লইয়া সেই লতাটীর উপর রাখিতেছে।

নগেন্দ্রনাথ ইন্দুমুখীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "ইন্দুমুখী চুপ করে ব'সে কেন? কি করিবে কর। বল্‌ছিলে না তরু বাঁধিবে?"

"মহাশয় আমার চুপ করিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু কে যেন আমায় কথা কহিতে বাধা দিতেছে। নারীর মনে যদি এত লজ্জা না থাকিত——"

"তবে কি হইত—"

"তবে আজ—আপনার—"

"ইন্দুমুখি আর আমায় "আপনি কি আপনার" এসব কথা বলিয়া সম্বোধন করিও না। আজ অবধি তুমি আমার "তুমি—তোমার—তোমায়—তোমাকে" ইত্যাদি বলিবে।"

"না মহাশয়—আমি আজ অবধি আপনাকে—তোমাকে মহাশয় না বলিয়া—নগেন্দ্র বাবু—নাথ—নাথ—নগেন্দ্রনাথ—নাথ বলিয়া ডাকিব।"

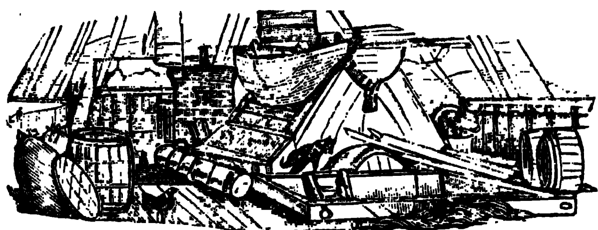
ইন্দুমুখীর ইচ্ছা কিয়দংশ গোপন করা, কিন্তু তাহার সরল মন হইতে সমস্তই বাহির হইল। নগেন্দ্রনাথ সমস্তই বুঝিলেন। ইন্দুমুখীর হাত ধরিয়া তুলিলেন। ইন্দুমুখী যেন এবার একটু সাহস পাইল। সে তাড়াতাড়ি নগেন্দ্রনাথের গলায় দুইগাছি মালা একবারে পরাইয়া দিল। নগেন্দ্রনাথও অবসর পাইয়া একগাছি তাহার গলায় দিলেন এবং একটী আপন গলদেশে রাখিলেন। ইন্দুমুখী তাঁহার হস্তে কয়েকটী প্রস্ফুটিত কুসুম দিয়া বলিল "দেখ আমার ফুল অনাদর করিও না।" "ইন্দু! তোমার ফুল কি কখনও অবজ্ঞা করিতে পারি" এই বলিয়া নগেন্দ্রনাথ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। ইন্দুমুখী লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারিল না। কিন্তু যেমন সে নিম্নদিকে দৃষ্টি করিল অমনি লতার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। তরু বাঁধিবার কথাটাও মনে হইল। তাড়াতাড়ি লতাটী তুলিয়া লইয়া তদ্দারা নগেন্দ্রনাথের পদযুগল বন্ধন করিল, এবং ধীরে ধীরে অথচ ব্যগ্রতার সহিত বলিল "নগেন্দ্রনাথ—নাথ আজ তোমায় এই বনলতা দিয়া বাঁধিলাম। দেখ তুমি এবন্ধন ছিন্ন করিতে বা কাটিয়া পলায়ন করিতে পারিবে না।"

"ইন্দু আমিত পূর্ব্বেই তোমার নিকট বদ্ধ হইয়াছিলাম। এবন্ধন কেবল স্মরণের নিমিত্ত। কিন্তু আর স্মরণ করাইতে হইবে না। আমি কেবল তোমার রূপই সর্ব্বত্র দেখিতেছি।" এদিকে বেলা হইয়া গেল। নগেন্দ্রনাথের সেদিকে দৃক্‌পাত

নাই। ইন্দুমুখীও এতক্ষণ জানিতে পারে নাই। পরে জানিয়া যেন চমকিত হইল, এবং নগেন্দ্রনাথকে বলিল "নগেন বাবু চল কুটীরে যাই অনেক বেলা হইয়াছে। তোমার কাল অবধি কিছুই খাওয়া হয়নি।"

"বনলতে, চল তবে যাই।" এই বলিয়া নগেন্দ্রনাথ তাহার সহিত কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন। পাঠক চল তবে আমরাই বা কেন শূন্যকুঞ্জে থাকিব? চল আমরাও অনুসরণ করি।





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি এখানে কোথায়?

নগেন্দ্রনাথ ইন্দুমুখীর সহিত কুটীরে আগমন করিলেন। ইন্দুমুখী তাঁহার আহারাদির যোগাড় করিয়া দিল। তদনন্তর তিনি আহার করিলেন। আহারান্তে ইন্দুমুখীর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। ইন্দুমুখীও আহারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া নগেন্দ্রনাথকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত একে একে পরিচয় দিতে লাগিল। বেলা প্রায় দুই প্রহর গত হইয়াছে, কিন্তু রৌদ্রের প্রখরতা বিলক্ষণ আছে। পবনদেব সাঁ সাঁ করিয়া হাঁপাইতেছেন। বৃক্ষগণ ব্যাকুল হইয়া মধ্যে মধ্যে হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতেছে। পক্ষিগণ রৌদ্রের তেজ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত বৃক্ষপত্রের অন্তরালে বসিয়া গান করিতেছে। কোকিলগণ কুহু কুহু স্বরে নব দম্পতির মনে নব আনন্দ দান করিতেছে। বিরহিণীদিগের মন তাহাতে আরও ব্যাকুল হইতেছে। নগেন্দ্রনাথ কোকিলের স্বর শুনিয়া আত্মহারা হইতেছেন। এক একবার তাঁহার মনে হইতেছে যেন তিনি কোন দ্রব্য হারাইয়াছেন, যেন তিনি কি ভুলিয়াছেন, তাহা মনে পড়িব পড়িব করিয়া পড়িতেছে

না। কি যেন নাই, কি যেন আছে। কি যেন ছিল, কে যেন তাহা লোপ করিয়া দিতেছে। তাঁহার মনে প্রায়ই এই প্রকার হইতেছে; দুই এক বার তাঁহার স্মৃতিপথে পূর্ব্বকথা আসিতেছে কিন্তু যখন কারণ সন্ধান করিতেছেন তখন তাহা আবার কোথায় চলিয়া যাইতেছে। তাঁহার মনে কত বিষয় আসিতেছে কিন্তু তিনি কোনটীই স্থিরভাবে চিন্তা করিতে পারিতেছেন না, কেবল একদৃষ্টে ইন্দুমুখীর মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। যখন তিনি কোন একটী বিষয় ভাবিতে যাইতেছেন, তখন ইন্দুমুখীর দিকে একবার দৃষ্টি পড়িলেই সমস্ত বিস্মৃত হইতেছেন।

এইরূপে নগেন্দ্রনাথ প্রত্যহই দিবার মধ্যভাগে কুটীরে বসিয়া ভাবেন ও গল্প করেন। প্রাতঃকালে সেই লতা-কুঞ্জ, আর অপরাহ্ণে সেই পুষ্করিণীর তটে বসিয়া ইন্দুমুখীর নিকট কত গল্প শ্রবণ করেন। উপন্যাসগুলির একটীও নূতন নহে। কিন্তু ইন্দুমুখীর মুখ হইতে বাহির হইলেই তাহার প্রত্যেক বর্ণ নূতন হইয়া নগেন্দ্রনাথের কর্ণে অধিক বেগে আঘাত করে এবং তাঁহার মনে আরও নূতন নূতন চিন্তার বিষয় উপস্থিত হয়। ইন্দুমুখী যখন "সুয়োরাণী দুয়োরাণীর" গল্প বলে, তখন নগেন্দ্র নাথের মনে একপ্রকার আনন্দ উপস্থিত হয়। সে যখন "এক রাজার সাত রাণী ছিল" ইত্যাদি উপন্যাস বলে, তখন নগেন্দ্র নাথ ক্ষণে ক্ষণে তাহার মুখপানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন। নগেন্দ্রনাথ কেবল "হুঁ" দিয়া থাকেন এবং ভাবেন। কি যে ভাবেন জানি না।

এইরূপে প্রত্যহই ইন্দুমুখী তাঁহাকে কত প্রকারে আনন্দিত করে। সুখে, আমোদে, আহ্লাদে নগেন্দ্রনাথ ইন্দুমুখীর

সহিত সেখানে অনেক দিন অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু ভাবনা তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। তিনি সর্ব্বদাই ভাবেন; ইন্দুমুখী জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কেবল বলেন "হুঁ—"

একদিন কথায় কথায় ইন্দুমুখী জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা আজ তোমাকে একটী কথা বলিতে হইবে।"

"কি কথা?"

"তুমি যে কি করে এখানে এলে, তা'ত আমায় বল নি।"

ইন্দুমুখী যেমন এই প্রশ্ন করিল, অমনি নগেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইলেন। কে যেন হঠাৎ তাঁহার শরীর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া দিল। কে যেন সহসা কোন অলক্ষ্য তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা তাঁহার হৃদয়ের কোমলতম স্থানে আঘাত করিল। যেন তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে ইন্দুমুখীর গায় ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ চোক লোহিত বর্ণ হইল।

ইন্দুমুখী দেখিল হিতে বিপরীত হইল। সে এক ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর ঘটিল ঠিক তাহার বিপরীত। তৎপরে ইন্দুমুখী তাঁহার মুখে একটু জল দিল এবং একখানি পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "নগেন্দ্রনাথ তুমি এরূপ হইলে কেন?" "ইন্দুমুখি—বলিতে কি আমি প্রত্যহই যাহা ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইনা, আজ তাহাই পাইয়াছি। আজ তুমি আমায় এমন একটী বিষয় মনে করিয়া দিয়াছ যদ্বারা আমি তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা রজ্জুতে বদ্ধ থাকিলাম। আমি বন্ধুহারা হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে এই

নিবিড় জঙ্গলে আসিয়া পড়ি। তদনন্তর তুমি আমায় যত্নসহকারে অতিথি সেবা করিয়াছ। আমি তোমার ভালবাসাতেই বন্ধু দেবেন্দ্রনাথকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আবার অদ্য তোমার দ্বারাই আমার সে কথা মনে হইল। তাই বলি তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ। আমি অনেকদিন অবধি কর্ত্তব্যবিস্মৃত হইয়াছিলাম। দেখ ইন্দুমুখি, আজ বোধ হয় আমি তোমায় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব। কতদিন পরে যে ফিরিব তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। আমার বড় তৃষ্ণা হচ্চে একটু জল দাও।"

আজ্ঞামাত্র ইন্দুমুখী এক গ্লাস জল আনিল। জলপানে কিছু সুস্থ হইয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন :——

"ইন্দুমুখি! আমি বোধ হয় অদ্য কিম্বা কল্য প্রাতে দেবেন্দ্র নাথের অনুসন্ধানে বহির্গত হইব।"

"দেবেন্দ্রনাথ তোমার কে?"

"তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁহার হৃদয়ে একটী রত্ন ছিল সেটী হারাইয়াছিলেন, তাই তিনি তাহারি অনুসন্ধানে আমাকে সঙ্গে লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হন। তদনন্তর তিনি আমায় না বলিয়া কোথায় চলিয়া যান। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এতদূর আসিয়াছি।"

"তুমি আমায় একাকিনী রাখিয়া যাইবে? ইহা কি তোমার ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইবে? তুমিই না আমার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলে? তবে আজ তোমার এরূপভাব কেন? চল আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

"তোমার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।"

"প্রয়োজন তোমার না থাকিতে পারে—কিন্তু আমার প্রয়ো-

জন আছে। তোমায় আমি বনলতা দিয়া বন্ধন করিয়াছি, তবে তুমি কি করিয়া যাইবে ?"

"তবে তুমি আমার সঙ্গে চল কিন্তু তোমার ইহাতে বড় কষ্ট হইবে। তোমার কোমল দেহে সে কষ্ট বড় গুরুতর বোধ হইবে। হয়ত তাহাতে তোমায়, কিম্বা আমার, অথবা উভয়ের ঘোর অনিষ্ট ঘটিতে পারে।"

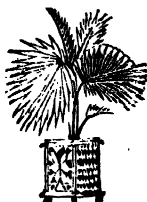
"এখানে থাকিলেই বা আমার যে মঙ্গল হইবে তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে ? আমি জানি এখানে থাকাতে আমার দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই। প্রথমতঃ তোমায় দেখিতে পাইব না। ইহাত আমার পক্ষে বড় দুঃসহ যন্ত্রণা। দ্বিতীয়তঃ আমায় এখানে একাকিনী থাকিতে হইবে। একলা থাকার কত কষ্ট তাহা ত তুমি জান না। কিন্তু যদি আমি তোমার সঙ্গে থাকি আর ইহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক কষ্ট আমায় সহ্য করিতে হয় তবে তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ তাহা হইলে আমি তোমার মুখ দেখিতে পাইব এবং সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া যাইব। তুমিই যে আমার সমস্ত যন্ত্রণার উপশম কর্ত্তা। তোমায় দেখিলে যে আমার সব কষ্ট দূরে যায়, তা কি তুমি জান না ?"

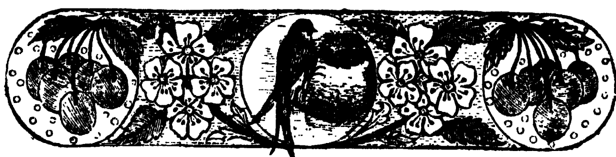
নগেন্দ্রনাথ পরাস্ত হইলেন। কিন্তু ভাবিলেন "আমি এখানে কোথায় ? এসব কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি ? দেবেন্দ্র নাথের সন্ধান করিতে করিতে মোহের বশ হইয়া পথ ভুলিয়া আমি এখানে কোথায় আসিলাম ? আমি নিতান্ত হতভাগ্য। হা দেবেন্দ্র ! হা সরযূ ! আমি তোমাদের সন্ধান করিতে পারিলাম না ? মনের মধ্যে এক চির দুঃখ থাকিল যে বন্ধুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনেক দিন অবহেলা করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া অনর্থক সময়

ক্ষেপন করিলাম। অথবা সময় কিনা করিতে পারে?” ইন্দুমুখী নগেন্দ্রনাথের মনের গতি সমস্তই বুঝিতে পারিল।

পর দিন তাঁহারা দুইজনে আহারান্তে পাথেয়াদি লইয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। যে দিকে পথ দেখিতে পাইলেন সেই দিকেই চলিলেন। নগেন্দ্রনাথ পথে যাইতে যাইতে কেবল ভাবেন “আমি কোথায়? কোথায় যাইব? কোথা গেলে দেবেন্দ্রনাথের দেখা পাইব? আমি বন্ধুত্বের কার্য্য করিতে নিতান্ত অক্ষম।”

ইন্দুমুখী বলিল “নগেন্দ্রনাথ বৃথা কেন চিন্তা কর। দেবেন্দ্রনাথকে পাইবে। তিনিও তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া ঘুরিতেছেন। তুমি তাঁহার যথার্থ বন্ধু। জগৎপতি শীঘ্রই তাঁহাকে তোমার নিকট আনিয়া দিবেন।





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।



নৌকাযাত্রা।

নগেন্দ্রনাথ ও ইন্দুমুখী বনে বনে অনেক দূর গমন করিয়া অবশেষে একটি ক্ষুদ্র পল্লিতে উপনীত হইলেন। গ্রামের নিকট দিয়া একটী নদী বহিয়া গিয়াছে। বেলা তখন প্রায় শেষ হইতেছে। সূর্য্যদেব পাটে বসিবার আয়োজন করিতেছেন। রাখালগণ গরু লইয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহে প্রতিগমন করিতেছে। কেহ কেহ বা এক একটী তালপত্রের বাঁশী বাজা- ইতে বাজাইতে চলিতেছে। কেহ কেহ দুর্ব্বল গরুগুলিকে যষ্টি প্রহার করিতেছে, কারণ তাহারা পালের সঙ্গে যাইতে পারিতেছে না।

গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কতকগুলি পূর্ণ কলস লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিতেছে আবার কতকগুলি কলসকক্ষে জল আনিবার জন্য পুষ্করিণীর দিকে চলিতেছে। পূর্ণকলসকক্ষ স্ত্রীলোকগুলি হেলিয়া দুলিয়া কত কথা বলিতে বলিতে চলি- তেছে। কেহ বলিতেছেন "রামের মা বড় ঝগড়া কর্‌তে পারে।" দ্বিতীয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন "হ্যাঁ তাই বটে মাগি গায় পড়ে গাল দেয়।" তৃতীয়া বলিলেন "হ্যাঁ

জেমি যা বল্লি সব সত্যি। মাগি যেন সাক্ষাৎ কুটিলে।" চতুর্থা বলিলেন "মাগি যেন ভাট সব সময়েই বক্ বক্ করে বকে আর যা না তাই বলে গাল দেয়। যেন তার বাপের চোদ্দ পুরুষের কেউ কিছু ধারে ?"

এইরূপে "রামের মা" অল্পক্ষণ মধ্যে কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোক বলিয়া প্রমাণিতা হইলেন।

তৎপরে "রামী মাসীর" মেয়েটীর কথা উত্থাপিত হইল। পাঠক, যদি সত্যকথা বলিতে হয় তবে "রামী মাসীর" মেয়েটীর নাম সুশীলা। বয়স ১৭।১৮ বৎসর। রংটা যে খুব ফরসা তাহাও নহে। তবে সুশীলা দেখিতে কুৎসিৎও নহে। তবে এই স্ত্রীলোকগুলি তাহার বিষয় কি বলে তাহা শোনা উচিত। একজন বলিলেন "রামীর মেয়েটা বড় দুষ্ট। সকলকেই গাল দেয়।" আর একজন তাহার কথাই ভাল করিয়া বলিলেন "হাঁ কটি সুশলীর নাক ত নেইই, চোক দুটো ত দুটো পুকুর। চুল গুলো যেন শণের নুড়ি। মুখখানা যেন পাঁচের আঁক। আবার সেই মুখে লোককে গাল দেওয়া হয়। অপর একজন বলিয়া উঠিল "সুশলী চলে যেন একটা কুকুর যাচ্ছে। চায়ত বিড়ালের মত। ছুঁড়ির গরবে মাটীতে পা পড়ে না। ওর সোয়ামী নাকি ক'খানা গয়না দিয়েছে তাই প'রে আবার লোক্‌কে দেখান হয়। ছুঁড়ির লাজের গন্ধ নাই।" তাঁহারা এইরূপে সুশীলার যথেচ্ছা কুৎসা করিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে যাহারা জল আনিতে যাইতেছেন তাহারাও চুপ করিয়া যান নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতেছেন আমি গিয়ে এর পর সন্ধ্যে দেব। তার—পর ছেলে পিলের খাবার

যোগাড় করব।" কেহ বলিতেছেন "আমার জামাই এসেছেন। যাই সকাল সকাল তাঁর খাবার উদ্যোগ করিগে।"

সকলেই এক এক বিষয় কথা পাড়িতেছেন। ইহার মধ্যে একটী স্ত্রীলোক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন "শান্তদিদি জানিস্ যে সেদিন আমাদের এখানে একটা পাগ্‌লা এসেছিল। সে কেবল "সরযূ—সরযূ" বলে ডেকে বেড়াচ্ছিল। এক একবার বল্‌ছিল 'নগেন্দ্রনাথ কোথায় রহিল।' আবার বলিল 'হা সরযূ—! হা সরযূ'—! সেটাকে দেখ্‌লে বোধ হয় সে সরযূ সরযূ করে পাগল হয়েছে।"

নগেন্দ্রনাথ সেই দিকেই যাইতেছিলেন। এ কথাটী তিনি বেশ মন দিয়া শুনিলেন। শেষে তাঁহাদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা তোমরা সে সন্ন্যাসীটীকে কত দিন দেখেছ? সে এখন কোথায় আছে?"

স্ত্রীলোকেরা সকলেই প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া একটু লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন। শেষে এক বয়োবৃদ্ধা উত্তর দিলেন "তাঁহার বিশেষ খবর জানিনা। তবে ১০।১৫ দিন হ'ল আমি তাঁকে দেখেছিলাম। তার পর শুন্‌লাম সে নৌকা ভাড়া করে পশ্চিমে গিয়েছে।"

নগেন্দ্রনাথ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন দেবেন্দ্রনাথ এই দিকেই গিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে একটু সামান্য আশা হইল। ইন্দুমুখীকে লইয়া তাড়াতাড়ি নদীর ঘাটে গমন করিলেন। "মাঝি মাঝি" বলিয়া অনেক ডাকাডাকির পর

একজন মাঝি আসিল। নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া সে বলিল "বাবু আজ আর নৌকা যাবে না। সন্ধ্যা হয়েছে।"

নগেন্দ্রনাথ তাহাকে অনেক জিদ করিতে লাগিলেন। মাঝি কিছুতেই সম্মত হইতে চায় না। শেষে তিনি তাহাকে অর্থের লোভ দেখাইলেন। তখন মাঝির মন টলিল। সে অপরাপর সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া নৌকা সাজাইল। নগেন্দ্রনাথ ও ইন্দুমুখী নৌকায় উঠিলেন। মাঝি নৌকা ছাড়িল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। সূর্য্যদেব এক্ষণে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ব্যক্তির ন্যায় অস্তাচল চূড়ায় নিদ্রা যাইতেছেন। নিশাদেবী চন্দ্রমার সহিত প্রেমালাপ করিবেন বলিয়া বেশভূষা করিতেছেন। নদীর জল শুভ্রবর্ণ রজত ধারার ন্যায় ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। নীল চন্দ্রাতপ সদৃশ নভোমণ্ডলে অগণ্য তারকানিচয় মিট্ মিট্ করিয়া জলিতেছে, এবং মানবকে বিনয়ী হইতে শিক্ষা দিতেছে, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছে। চন্দ্রদেব নক্ষত্রপরিবৃত হইয়া শীতরশ্মি বিতরণ করিতেছেন। সেই চন্দ্রকিরণ যখন নদীজলে প্রতিফলিত হইতেছে তখন বোধ হইতেছে যেন জলে সহস্র সহস্র চন্দ্র ভাসিতেছে। পবন আস্তে আস্তে চলিতেছেন। সময়টী বেশ মনোহর। মাঝিরা দাঁড় টানিতে টানিতে গীত গাইতে আরম্ভ করিল। দাঁড়ের দ্বারা যে "ঝুপ ঝুপ" শব্দ হইতেছিল তাহাদ্বারাই তাহারা গানের তাল রাখিতেছিল।

নদীর দুই পার্শ্বে গ্রাম। গ্রামের লোকেরা নৌকার দিকে দৃষ্টি করিতেছে। কোন স্থানে গ্রামস্থ কুটীরের মধ্য হইতে আলোকজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া নগেন্দ্রনাথের মনে কত পূর্ব্বকথা

উদিত করিয়া দিতেছে। কোথাও বা গ্রামস্থ মাতালদল মধ্যে এলোমেলো সুরের সঙ্গীত হইতেছে। নগেন্দ্রনাথ তাহাও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন, যেন তাহাতেও কিছু মধুরতা আছে। কোথাও বা রাখালেরা রাত্রিতে বংশীবাদন করিতেছে, তাহাতে নগেন্দ্রনাথের মনে বাল্যকালের সুখের সময় ফিরিয়া আসিতেছে। এইরূপে নদীর দুইপার্শ্বস্থ লোকালয় দর্শন করিতে করিতে নগেন্দ্রনাথ নৌকার সহিত পশ্চিম দিকে চলিতেছেন। ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইল। বাহ্যজগতের অধিকাংশ দ্রব্য নিদ্রাদেবীর মায়াজালাচ্ছন্ন হইল।

রাত্রি যত বেশী হইতে থাকে, ইন্দুমুখীর মতন ততই কিসের ভয় হইতে থাকে। সে যেন কি দেখিতেছে, আর তাহার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। তাহার দক্ষিণ নেত্র নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু সে নগেন্দ্রনাথকে এবিষয় কিছুই [illegible] না। পাছে তিনি দুঃখিত হন। মনের কথা মনেই থাকিল। আকাশে দুই এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল। তারকাগুলি একে একে বিলীন হইল। চাঁদের কিরণ ক্রমশঃ মলিন হইয়া আসিল। মাঝি বুঝিল "লক্ষণ ভাল নহে।" বলিল "বাবু গো বোধহয় ঝড় কিম্বা বৃষ্টি হ'বে। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "আচ্ছা নৌকা কিনারায় কিনারায় নিয়ে চল।" মাঝি তাহাই করিল। কিন্তু সময় সকলেরই কার্য্যে বাধা দিতে চেষ্টা করে। আকাশ মলিন। চাঁদ লুকাইল। মেঘগুলি একত্র হইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারপূর্ণ।

মাঝি বলিল "বাবু নৌকা থামাতে হবে নাকি।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "থামালে ভাল হয়।"

কিন্তু মাঝি অবসর পাইল না। প্রবলবেগে ঝড় আসিল। নৌকা টলমল করিতে লাগিল। মাঝিরা দাঁড় ধরিতেও অবকাশ পাইল না। নৌকা উল্টিয়া পড়িল।

নগেন্দ্রনাথ ইন্দুমুখীকে ধরিয়াছিলেন। কিন্তু মাঝি তাহাকে তাঁহার হাত হইতে লইল। কারণ তাহাহইলে ইন্দুমুখী বাঁচিতে পারে। কিন্তু যদি সে নগেন্দ্রনাথকে ধরিয়া থাকে তবে উভয়েরই প্রাণ যায়। নগেন্দ্রনাথ সন্তরণ জানেন।

মাঝি জল কাটিয়া কাটিয়া ইন্দুমুখীকে লইয়া তীরে উঠিল। নগেন্দ্রনাথ যে কোথায় উঠিলেন জানিনা।

ইন্দুমুখী তীরে উঠিয়া নগেন্দ্রনাথের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে করিতে মাঝির সঙ্গে চলিতে লাগিল।





চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"আমার কি আর উপায় নাই ?"

গ্রীষ্মকাল। বেলা প্রায় তিন প্রহর গত হইয়াছে; তপনের তীক্ষ্ণকর যেন একটু সহনীয় হইয়াছে তথাপি গ্রীষ্মে প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে। বাতাস একবার করিয়া সবলে বহিতেছে আবার কিয়ৎক্ষণের জন্য একবারে যেন স্পন্দহীন হইতেছে। যখন বেগে বাতাস দিতেছে তখন মনে হইতেছে বাতাস না দিলেই ভাল, কারণ বাতাসের সহিত এত অধিক ধূলিকণা আসিতেছে যে তাহার স্পর্শে সুখ হওয়া দূরে থাক বরং কষ্টই হইতেছে। আবার যখন বাতাস নিস্তব্ধ হইতেছে তখন গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত শরীর হইতে অত্যধিক স্বেদ নির্গত হইতেছে। কাজেই বাতাস দিলেও দোষ, না দিলেও দোষ। পিকরাজ বৃক্ষপত্রের অন্তরালে বসিয়া ডাকিতেছেন "কুহু কুহু" "কে হে পবন নাকি ?" অপরাপর দুই চারিটী পক্ষীও চঞ্চুদ্বয় বিস্তার করিয়া এক এক স্থানে বসিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছে। বৃক্ষলতাদি রৌদ্রে দগ্ধকলেবর হইয়া একপ্রকার অবসন্ন হইয়াছে। নব নব কচি কচি পাতাগুলি উত্তাপে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে, অনিচ্ছার সহিত পবনের সঙ্গে খেলা করিতেছে। এই সময় একটী বালিকা

ভীমপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী নদীতীরে বসিয়া আছে। তাহার কেশদাম আলুলায়িত, মুখমণ্ডল রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া, অথবা তপনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে। তাহার হস্তপদাদি ক্ষীণ হইয়াছে। সে মুখখানি নিম্নদিকে নত করিয়া মাটীর উপর কি লিখিতেছে, তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি মলিন হইয়াছে। তাহাতে আবার রৌদ্রতাপে তাহা উত্তপ্ত হওয়াতে বালিকা সে বস্ত্রখানি শরীরে রাখিতে অক্ষম হইতেছে। আবার কখনও কখনও মুখের উপর বস্ত্রাঞ্চল ঘর্ষণ করিতেছে, অশ্রু কি ঘর্ম্ম মুছিতেছে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। তাহার পদতল উত্তপ্ত মৃত্তিকায় থাকিয়া আরও উত্তপ্ত হইতেছে। তাহার অপর কোন দিকে দৃষ্টি নাই কেবল মাটীর উপর যাহা লিখিতেছে একদৃষ্টে তাহা দেখিতেছে। নিকটে একখানি শিলা পড়িয়াছিল, বালিকা একটী ফল লইয়া লিখিল "দেবেন্দ্রনাথ—— আমার কি আর উপায় নাই?" প্রস্তর লিখিত দেবেন্দ্রনাথকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল "দেবেন্দ্রনাথ—দেবেন্ তুমি বড় নিষ্ঠুর, অথবা আমি বড় হতভাগিনী আমার অদৃষ্টের দোষ। তুমি ত সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু আমার অদৃষ্ট যে মন্দ।"

বালিকা এইরূপভাবে বিলাপ করিতেছে এমন সময় একটী বৃদ্ধা সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। বালিকার অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় তাহার মনে দয়া হইল। নিকটে গিয়া বলিল "বাছা তুমি কাঁদ্‌ছ কেন এস, আমার সঙ্গে এস।"

বালিকা উত্তর দিল "না আমি কোথাও [illegible] না। আমি আমি এখানেই থাকিব।"

বৃদ্ধা অনেক অনুনয় করিয়া, জিদ করিয়া বলিতে লাগিল

বালিকা শেষে অনিচ্ছার সহিত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। বৃদ্ধাও তাহাকে লইয়া ভীমপুর গ্রামাভিমুখে চলিতে লাগিল।

বৃদ্ধা বলিল "হ্যাঁ মা তোমার নাম কি?"

"আমার নাম হতভাগিনী"

"না মা তুমি মিছে কথা বল্‌ছ, হতভাগিনী কি কাহারও নাম হয়?"

"কাহারও না হ'তে পারে কিন্তু আমার নাম হতভাগিনী।"

"না আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি সত্যি ক'রে বল তোমার নাম কি?"

"আমার নাম জানিয়া কিছু প্রয়োজন আছে কি? তোমার দ্বারা কি আমার কোন উপকার হবে?"

"সংসারে উপকার না হয় কার্ থেকে? তুমি তবে কি করে জানলে যে আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হবে না?"

"তুমি কোথায় যাচ্ছিলে মা।"

"আমার যাবার কোন ঠিক নাই। দুই চক্ষু যে দিকে যাবে আমিও সেই দিকে যাব।"

"তোমার কি হয়েছে যে তুমি এমন করে বেড়াচ্ছ?"

"আমার একটী রত্ন হারাইয়াছে, তাহা খুঁজিবার জন্য ঘুরিতেছি।

"সে রত্নটী কি শুনতে দোষ আছে কি?"

"সে আমার স্বামী রত্ন।"

"আচ্ছা তুমি কোথায় গেলে তাঁকে পাবে? তোমার বাড়ী কোথায়? তাঁরই বা বাড়ী কোথায়? তোমার নাম কি?"

এইবার বালিকা নাম ধাম বলিল।

"আমার নাম সরযূ। আমার বাড়ী পূর্ব্বদেশে। আমি পশ্চিমদেশে যা'ব মনে করে এসেছি। যদি কোথাও আমার স্বামীকে পাই তবে বাড়ী ফিরিব নতুবা রাস্তায় কোথাও প্রাণ-ত্যাগ করিব।"

"মা তুমি আজ কিছুই খাওনি?"

"না আজ আমি কিছুই খাইনি। কিন্তু ক্ষুধাও হয় না। তবে বড় পিপাসা হয়েছে।"

"চল মা আমার বাড়ী গিয়ে জল খাবে।"

"তোমরা কি জাত?"

"আমরা আহির গোয়ালা। আমাদের বাড়ী জল খেলে তোমার জা'ত যাবে না। আমরা ত আর নীচ জাত নই।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সরযূ বৃদ্ধার বাটীতে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা তাহার রীতিমত যত্ন করিল। স্বয়ং স্বহস্তে তাহার পদ ধৌত করিয়া দিল। সরযূ নিষেধ করিল, কিন্তু সে শুনিল না, বলিল "মা তোমরাত আমার ছেলে, আর মা তোমায় দেখে আমার ছোট মেয়েটীকে মনে পড়িল" এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল। চক্ষুজলে তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল। সরযূ তাহার চক্ষুজল মুছাইতে গেল কিন্তু বৃদ্ধা তাহাকে বাধা দিল। এক হস্তে সরযূর বাম পদখানি ধরিয়া থাকিল অপর হস্তে নিজের বস্ত্রদ্বারা চক্ষুজল মুছিতে লাগিল। তৎপরে বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি সরযূর জন্য একবাটী দুগ্ধ, কতকটা মিষ্ট দ্রব্য ও এক গ্লাস জল আনিল। সরযূ তাহা খাইয়া একটু সুস্থ হইল। কিন্তু চিন্তায় তাহার শরীর জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা তাহাকে কত কথা বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইল; সরযূর খাবার যোগাড় করিতে বৃদ্ধা ব্যস্ত হইল। কিন্তু সে বলিল "না মা আমি আজ রাত্রে কিছুই খাবনা।" "না বাছা সমস্ত দিন কিছুই খাওনি, রাত্রে কিছু না খেলে চলে? এত বড় রাত্রিটা যাবে কেমন করে?"

"না মা সত্যি বল্‌ছি, আমি কিছুই খেতে পার্‌ব না।" বৃদ্ধার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া সরযূ অবশেষে বলিল "তবে একটু দুধ খেয়ে থাক্‌ব।"

বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হইল এবং একবাটী দুগ্ধ আনিয়া তাহার নিকট রাখিল। সে বলিল "আমি এখন খেতে পার্‌ব না, রাত্রিতে খাব।" বৃদ্ধা তাহার জন্য বিছানাদি ঠিক করিয়া অন্যত্র গমন করিল। সরযূ দুগ্ধের বাটিটী নিকটে রাখিয়া সেই শয্যায় শয়ন করিল।

সন্ধ্যা হইল; পিকবর তাড়াতাড়ি "কুহু কুহু" স্বরে সকলকে বলিতে লাগিল "শোও রাত্রি হইল।" বায়সগণ কা কা রবে কর্ণ বধির করিতে যত্নবান হইল। ছোট ছোট পাখিগুলি কিচির-মিচির শব্দ করিতে করিতে লোককে নিদ্রা যাইতে উপদেশ দিতে লাগিল। গ্রামস্থ সারমেয়কুল "ভেউ ভেউ" রবে চীৎকার করিয়া শব্দকারী জম্বুক দিগকে যথেচ্ছা গালি দিতে লাগিল। আজ সরযূর কর্ণে এই সমস্ত শব্দ যেন কোন ভয়ের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সে যে গৃহে থাকিল বৃদ্ধা তথায় শুইল না, কারণ জানি না। তবে একটা কথা আছে "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।" বৃদ্ধা কি তাহাই করিল?

সরযূ বিছানার উপর শুইয়া হস্তপদাদি বার বার তাহাতে

আঘাত করিতে লাগিল এবং কেবল "দেবেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে এক একবার বলিয়া উঠিতেছে "দেবেন আমার কি আর উপায় নাই ?" ভাবিতে ভাবিতে সরযূর মনে হইল "দুগ্ধ পান করিতে হইবে।" অমনি সে দুগ্ধের বাটিটী লইয়া মুখের নিকট ধরিল, ঘ্রাণে জানিল দুগ্ধে অপর কোন দ্রব্য মিশ্রিত আছে। কিন্তু বৃদ্ধা যে তাহার উপর কোন অসদাচরণ করিবে তাহা ভাবিল না। তবে দুগ্ধের অর্দ্ধভাগও খাইতে তাঁহার সাহস হইল না। সামান্যরূপ খাইয়া বাকি জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। তৎপরে মনে করিল শুইয়া শুইয়া দেবেন্দ্রনাথের বিষয় ভাবিবে কিন্তু দুগ্ধপানমাত্রেই সরযূর শরীর অবশ হইল। সে শুইয়া নিদ্রা-দেবীর মায়ায় আচ্ছন্ন হইল।





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এ যে সবই নূতন।

সরযূ নিদ্রিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধার গৃহদ্বারে কি শব্দ হইল। দেখিতে দেখিতে কয়েকজন লোক তাহার বাড়ী প্রবেশ করিল। একজন বলিল "ওরে এ বাড়ীটা নয় বোধ হচ্চে।" আর একজন বলিতেছে "আরে বুড়ি যে এইমাত্র বাবুর কাছে বলে এল আমার বাড়ীর পাশে একটা বড় তালগাছ আছে। এইত তালগাছ আর এই বাড়ী তবে তুই কি করে বল্‌ছিস্ যে এ বাড়ী নয়।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছে এমন সময় বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়া বলিল "কেরে—কে এসেছিস্?"

একজন উত্তর দিল "আমরা তিনজন এসেছি—আমি কালিদাস—হরিমঙ্গল—আর রাম সিং। কৈ বুড়ি এইমাত্র যা বলে এলি তা কৈ?"

"দাঁড়া, বাবা দাঁড়া, আলোটা জ্বালি তারপর দেখ্‌তে পাবি। দেখ্‌বি একটা পুন্নিমের চাঁদ ধরে রেখেচি" এই বলিয়া বৃদ্ধা আলো জ্বালিল। সরযূ যে গৃহে ছিল সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ডাকিল। সরযূর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া

তিনজনেই ক্ষণেকের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিল। তাহাদের হস্ত যেন অবশ হইয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের সে ভাব তিরোহিত হইল। বৃদ্ধার কথানুযায়ী রাম সিং সরযূর মুখে কাপড় বাঁধিল। তৎপরে হরি ও কালী তাহাকে স্কন্ধে লইয়া চলিয়া গেল। রাম সিং ও বৃদ্ধা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। বৃদ্ধে! তোমার যে মৃত্যুর সময় উপস্থিত!! কুপ্রবৃত্তি এখনও পর্য্যন্ত তোমার অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইল না? ওঃ তুমি যে পাপিনী!!

রাস্তায় সরযূর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চক্ষু মিলিয়া চাহিল কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই। বুঝিতে পারিল যে সে দস্যু-কর্ত্তৃক ধৃতা হইয়াছে। তখন সে আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। কথা কহিবার চেষ্টাও করিল না। কারণ সে ভাবিল "যাহা হইয়াছে তাই যথেষ্ট, কথা কহিবার চেষ্টা ক'রে আর অধিক কষ্ট কেন পাই? ইহার সমস্তই আমার নিকট নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।"

দেখিতে দেখিতে তাহারা এক বৃহৎ প্রাচীন অট্টালিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সরযূ দেখিতে পাইল দ্বারে কয়েক-জন দ্বারবান রহিয়াছে। কেহ গাঁজা টিপিতেছে, কেহ নিদ্রাদেবীকে আহ্বান করিতেছে, কেহ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়াই নিদ্রা যাইতেছে। ক্রমে তাহারা ৪।৫টী দ্বার পার হইয়া চলিয়া গেল। শেষে এক অন্ধকার পূর্ণ সিঁড়ি দিয়া যাইতে লাগিল। সিঁড়ি শেষ হইলে তাহারা একটী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বাহকগণ সরযূকে একটী পর্য্যঙ্কের উপর নামাইয়া দিল। গৃহের অভ্যন্তরে

প্রদীপ জ্বলিতেছে। সরযূর মুখের কাপড় আস্তে আস্তে খুলিয়া দিয়া রাম সিংহ ইত্যাদি বাহির হইতে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। সরযূ ভাবিল "আমি এখানে কোথায়? এ যে সবই নূতন। হা বিধাতঃ আমার কপালে কি এই লিখেছিলে!!! মানুষের কপালে অনেক কষ্ট থাকে। সংসারে আসিয়া একদিনের জন্যও সুখ পাইলাম না? অহো সংসার কি প্রতারণার স্থান!! যে বৃদ্ধা আমার কত যত্ন করিল তাহা হইতেই আমার এ দুর্দ্দশা!! ইহা চিন্তার অতীত ঘটনা। আমি এক্ষণে হতাশ। ধৈর্য্যই আমার একমাত্র অবলম্বন। দেখি জগৎপতি শেস পর্য্যন্ত কি করেন। আমার মৃত্যুর ভয় নাই। তবে এই ভয় পাছে দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে না পাই। আমার সতীত্ব আমিই রাখিব। প্রাণ দিব সতীত্ব কাহাকেও দিব না। ভিক্ষা করিলেও একমাত্র দেবেন্দ্র ভিন্ন অপর কাহাকেও ভিক্ষা দিব না। প্রতিজ্ঞা করিলাম আজ অবধি সংসারে দেবেন্দ্র ছাড়া আর কাহাকেও মনের সহিত বিশ্বাস করিব না। কিন্তু হায় দেবেন্দ্রনাথ কোথায়? এ যে নূতন স্থান, এখানে আমার ক্ষমতা কি?"

এদিকে বৃদ্ধা রামসিংহের সঙ্গে আসিতে না পারিয়া অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল। অবশেষে মন্থর গতিতে অট্টালিকার সমীপে উপনীত হইল। দ্বারবানগণ নিদ্রাযোগেই দ্বার রক্ষা করিতেছে। বৃদ্ধা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "রাম সিং কোন্‌দিকে গেল?"

তাহারা কোন উত্তর দিল না। তখন বৃদ্ধা একে একে পাঁচটী দ্বার পার হইল, তথাপি কাহারও সহিত তাহার কথা

হইল না। ষষ্ঠ দ্বারে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ গা বাবু কোথায় ?"

পাঠক বলিয়া রাখি বাবুর নাম "শ্রীতারানাথ ঘোষাল।"

কেহ বৃদ্ধার কথার উত্তর দিল না। শেষে সে একটী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কোথায় আছেন গা।"

যাহাকে প্রশ্ন করা হইল সে এবাড়ীর গিন্নির প্রিয়তমা ঝি। তাহার মুখে নম্রতা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। সে সর্ব্বদাই সপ্তমের উপর আছে। বৃদ্ধার প্রশ্ন তাহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিবামাত্র সে একবারেই জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধাকে বলিল "এত রাত্রে বাবুর সঙ্গে তোর দরকার কি। বুড়ী মাগি! লোকের বুঝি খাবা শোবার যো নেই। বাবু আমাদের শুয়েছেন। বাবুকে নিয়ে কি ~~হবে?~~ – যা যা অন্য সময় আসিস্।"

"তোমার কথায় আমার কান্ত জুড়িয়ে গেল। বাবুর সঙ্গে আমার দরকার আছে। তুমি তাঁকে একবার ডেকে দাও।"

"আমি যেন তোর চাকরাণী আরকি। বল্‌তে একটু লজ্জা করে না?"

"তুমি এবাড়ীর কে গা? তোমার কথার যে বড় তেজ দেখ্‌ছি।"

"দেখ্‌বি না ত কি? তুই বুঝি বাবুর সাহস পেয়েছিস্, নয়? তাই তোর মুখে এত বড় বড় কথা।"

"বাবুর জোরে জোর কেন? সত্যি কথা জিজ্ঞাসা করব তাতে আবার জোর অজোর কি? তুমি জানত বল বাবু কোথায় আছেন?"

"আমি ঠিক জানি না। তবে যদি তুই আমার সঙ্গে যেতে পারিস্ তা'হ'লে তোর সঙ্গে বাবুর দেখা সাক্ষাৎ হয়।"

বৃদ্ধা তখন একটু নরম হইল। ধীরে ধীরে তাহার তোষামোদ করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। শেষে একটী গৃহে প্রবিষ্ট হইল। বৃদ্ধা অবাক্! কারণ দাসী তাহাকে গৃহিনীর সমীপে আনিয়াছে।

বৃদ্ধা ভাবিল "এখন আমার উভয় শঙ্কট—সত্যি কথা বল্‌লেও নিস্তার নেই—আর মিচে কথা বল্‌লেত পার পাবার যো নেই—ই যাহাহউক সত্যি কথাই বলা যাবে—"যেহেতু সত্যের সর্ব্বত্র জয়" হায়! হায়! যদি রামসিংহের সঙ্গে আস্‌তাম তবে আর আমাকে এমন কষ্ট পেতে হত না। কিন্তু তাই বা কি ক'রে আসব। আমার কি আর বয়েস আছে?"

বৃদ্ধার মনে যেন কি হুড় হুড় ভুড় ভুড় শব্দ করিতে লাগিল। সে ভাবিল "হয়ত গৃহিনী তাহার পৃষ্ঠদেশে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিবেন অথবা তাহাকে কোন গুরুতর শাস্তি দান করিবেন।"

সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। গৃহিনী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "কি বুড়ি কাঁপ্‌চিস কেন? মনে কি কিছু পাপ আছে? কি হয়েছে বল্?"

"গিন্নি মা, আমার জ্বর হয়েছে।"

যে দাসী বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া আনিল গৃহিনী তাহাকে মনের সহিত ভালবাসেন। আদর করিয়া তাহাকে "গোপালের মা" বলিয়া ডাকেন। "গোপালের মা" নাকি সাত বৎসর বয়সে বিধবা হয়। তাহার ছেলে পিলে কিছুই নাই তবে কি জানি গৃহিনী তাহাকে কেন "গোপালের মা" বলিয়া ডাকেন।

"গোপালের মা" বৃদ্ধাকে কম্পিতা দেখিয়া বলিল "কি বুড়ি গিন্নিমাকে দেখে ভয় হচ্ছে বুঝি। তা'হবে বৈকি—চোরের মনে সদাই সন্দেহ। গিন্নির কাছে এসে পড়েচিস্ বলে ভয়ে তোর প্রাণ কাঁপ্‌ছে।"

"না মা গোপালের মা, তা নয় আমার শরীরটা কেমন অসুখ অসুখ বোধ হচ্ছে।"

"তা হবে বৈকি। আরও কত কি হ'বে। এখন জ্বর হয়েছে এরপর জ্বরবিকার পর্য্যন্ত হ'বে।"

গৃহিণী এতক্ষণ শয্যার উপর বসিয়া সুবিজ্ঞ বিচারকের ন্যায় দাসী ও বৃদ্ধা এই দুই পক্ষের কথাবার্ত্তা ও প্রমাণ প্রয়োগ শ্রবণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তিনি রায় প্রকাশ করিলেন "গোপালের মা" তুই যা আমি বুড়িকে জিজ্ঞাসা করি কেন ও এত রাত্রে আমাদের বাড়ী এসেছে।"

গৃহিণীর বাক্যে "গোপালের মা" অন্যত্র গমন করিল। বৃদ্ধাও গৃহিণীকে এবং তৎসঙ্গে জগৎপতিকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

গৃহিণী বৃদ্ধাকে ধীরে ধীরে অথচ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বুড়ি রাত্রে কিজন্য এখানে এসেচিস্?"

"মা আমি মিচে কথা বল্‌ব না। আপনি বামুনের মেয়ে। এই চুনের ঘর, তা'তে রাত্রিকাল। তা'মা আমি সত্যি কথা বল্‌ব। এতে আমার যা হয় হবে।"

"হ্যাঁ, বুড়ি তুই সত্যি কথা বল্ তোকে কিছুই বল্‌ব না।"

"মা আমি বাবুর কাছে এসেছিলাম।"

"কি দরকার ছিল?"

"দরকার—দরকার এমন কিছু নয় তবে বাবু আমায় আস্‌তে বলেছিলেন।"

"কি জন্যে ?"

"আমার বাড়ী একটী মেয়ে এসেছিল তাকে"

"বুড়ি বল্‌না—আমি তোকে কিছু বল্‌ব না।"

"তাকে বাবুর নিকট আন্‌বার জন্য——"

গৃহিণী ইহা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধার অজ্ঞাতসারে কতকগুলি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পাছে বৃদ্ধা তাহা জানিতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি অধিকক্ষণ সেরূপ ভাবে থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন ঃ—"বুড়ি তুই তাকে এনেছিলি ?"

"না আপনাদের রাম সিং, হরিমঙ্গল ও কালিদাস তাহাকে আমার বাড়ী থেকে এনেছে।"

"তবে তুই কিজন্যে এসেছিলি ?"

"বাবু আমায় কিছু টাকা দেবেন বলেছিলেন তাই—"

"আচ্ছা তুই এখানে থাক্। তুই সত্যি কথা বলেছিস্ তাই তোকে কিছু বল্‌লাম না। তবে ভবিষ্যতে আর এমন কায করিস্ না।"

"আর এমন কাজ কখনও কর্‌ব না—না—না—আর কখনও—এমন কাজ——"

"চুপকর্ বুড়ি! তোর এই দণ্ড হ'ল যে তুই আর কখনও বাড়ী যেতে পাবিনে। আমার বাড়ী থাকৃতে হ'বে।"

"তা—তা—থাকৃব বৈকি—এত—আমার ঘর।"

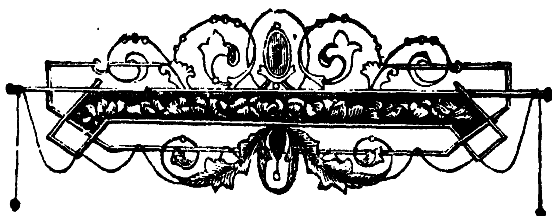
"তবে তুই বসে থাক আমি আসি" এই বলিয়া গৃহিণী গোপালের মার নিকট গমন করিলেন। গোপালের মা

আজ্ঞামাত্র তাঁহার সঙ্গে চলিল। তদনন্তর উভয়ে সেই গৃহের নিকট গমন করিলেন। গৃহিণী গোপালের মাকে বলিলেন "দ্যাখ্ বাবুর কাণ্ডকারখানা দ্যাখ্। সেদিন একটী অবলাকে কোথা থেকে ধরে এনেছিল, আজ আবার এই একটীকে আনিয়াছে। বাবুর জ্বালায় লোকের ঝি বৌএর বাহিরে যাইবার যো নেই।

"হ্যাঁ মা, তাইনা বটে বাবু যেন কি হয়ে গিয়েছেন।"

তদনন্তর গৃহিণী দ্বার খুলিয়া সরযূর নিকটে গেলেন। সরযূ প্রথমে রাম সিং মনে করিয়া ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার বিনিময়ে এক্ষণে একটী স্নেহময়ী রমণীমূর্ত্তি। তাঁহাকে দেখিয়া সরযূ মনে করিল যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীই তাহার নিকট আসিতেছেন। স্নেহ যেন তাঁহার অনুপমেয় দেহকান্তি হইতে নির্গত হইতেছে। কারুণ্য তাহার দৃষ্টির উপর প্রতিনিয়ত বিরাজ করিতেছে। দয়া যেন তাহার শরীর আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আকৃতি মমতাব্যঞ্জক। সহানুভূতি নিত্যই যেন তাঁহার শরীরে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ইহার সমস্তই তাহার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইল। সে ভাবিল "পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম?— কয়েকদণ্ড পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম?—এখনই বা কোথায়? এ যে সবই নূতন। সময় তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম!!!"





ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিরহিনীতে বিরহিনীতে।

সরযূর চেহারা দেখিয়া গৃহিণী ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিলেন। পরে বলিলেন "মা তুমি কার কন্যা? তোমায় কোথা থেকে ধরে এনেছে? তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কোন ভয় নাই। আমি যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিব ততক্ষণ তোমার শরীরে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।" গৃহিণীর আশ্বাস বচনে আশ্বস্তা ও প্রাপ্তোত্তেজনা হইয়া সরযূ আত্মবৃত্তান্ত একে একে তাঁহার নিকট বিবৃত করিল। গৃহিণী অবাক হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। সরযূর কথা শেষ হইলে তিনি তাহাকে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন "মা তুমি সমস্ত দিন কিছুই খাওনি দুটী কিছু খাও।"

"আমার খাবার ইচ্ছা আদতে নেই।" সরযূ এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বৃদ্ধাকে সেখানে দেখিয়া বলিল "তুই বুড়ী এখানে কি করে এসেছিস্। তুই না আমায় ভুলিয়ে এনেছিলি, তুই না আমার সর্ব্বনাশ করিবার হেতু? বয়সের গাছপালা নেই তবু তোর দুষ্টুমি গেল না। দু'চার দিন পরে যে তোকে নরক-

কুণ্ডে যেতে হবে, তা'র উপায় কিছু করেচিস্? তুই মনে করে-ছিলি আজ অনেক টাকা রোজগার কর্‌তে পার্ব্বি, কিন্তু বুড়ি তাই যদি তোর ইচ্ছা ছিল, আমায় আগে বলিস্ নি কেন? তোকে আমি টাকার ঘরে বসিয়ে রাখতেম।"

গৃহিনী সরযূকে বাধা দিয়া বলিলেন "সরযূ— আর মা ওকে ভৎসনা ক'র না। ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। তুমি এখন দুটী কিছু খাও।"

"না মা, আমি কিছুই খেতে পার্‌ব না, তবে আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"এই আমার কোলে মাথাদিয়ে শোও।"

"না, মা, এতে আপনার কষ্ট হবে। আমি আর কোথাও শোব।"

অনন্তর গৃহিনীর আজ্ঞানুসারে সরযূ পর্য্যাঙ্কের একপার্শ্বে শয়ন করিল। রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইল। তাহারা সকলেই সে রাত্রি সেই গৃহে নিদ্রা গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গৃহিনী সরযূকে বলিলেন "দেখ আমাদের বাবু আর একটী বালিকাকে ধ'রে এনেছেন। চল তাকে দেখে আসি। সে একলা থাকৃতে ভাল বাসে। আমার কাছে থাকৃতে চায় না। বলে 'আমি চিরকাল একলা ছিলাম, ইহা আমার ভাল।' কিন্তু সে দিন রাত কাঁদে।

"চলুন আমি তা'কে দেখ্‌ব।"

গৃহিনী তাহাকে সেই গৃহের নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে শোন ও কি বলে। আমি গোপালের মাকে বলে আসি সে যেন বৃদ্ধাকে না যেতে দেয়।"

গৃহিণী চলিয়া গেলেন। সরযূ শুনিতে লাগিল "নগেন্দ্রনাথ—নগেন্দ্রনাথ! আমায় অকুল পাথারে ফেলে কোথায় চলে গেলে? তুমি যে কোথায় গেলে জানি না। আমিই যে কোথায় আছি তাহাও জানি না। তুমি জীবিত আছ কি না তাহাও জানি না। তুমি বন্ধুর জন্য আমায় ছেড়ে চলে গেলে এতে আমি দুঃখিত নই। যে তোমার মত বন্ধু পেয়েছে সে আপনাকে শত ধন্যবাদ দিবে।"

এই অপরিচিতা বালিকার মুখ হইতে নগেন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া সরযূ বিস্মিত হইল। ভাবিল "এ অপর কোন নগেন্দ্রনাথ হইবে।" পরে আবার ভাবিল "যখন এতদূর বন্ধুত্বের কথা হইতেছে তখন সেই নগেন্দ্রনাথই বটে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে ত নগেন্দ্রনাথের সহিত দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন। হা দেবেন্দ্র! তবে কি তুমি জীবিত আছ? অথবা আমি বৃথা কি বকিতেছি। আচ্ছা এই বালিকাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেই আমার সন্দেহ দূর হইবে। তবে ইহাকে দ্বার খুলিতে বলি।"

বালিকা ভিতর হইতে দ্বার উদ্ঘাটন করিল। সে দ্বার খুলিয়া যেমন সরযূকে দেখিল অমনি স্বপ্নের স্ত্রীমূর্ত্তি তাহার মনে হইল। ক্ষণকাল একদৃষ্টে তাহার মুখ পানে চাহিয়া থাকিল। কোন কথা বলিতে পারিল না। এদিকে সরযূও তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত তাহার দিকে তাকাইতে লাগিল।

সরযূ জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি?"

"আমার নাম হতভাগিনী ইন্দুমুখী।"

"তোমার বাড়ী কোথায়। তুমি এখানে কি ক'রে এলে? তোমার বাপ মা কোথা?"

"আমার বাড়ী কোথায় ছিল জানি না। পিতা মাতা উভয়েই স্বর্গলোকে। আমি পথহারা আশ্রয় হীনা হইয়া নগেন্দ্রনাথকে হারাইয়া মাঝির সহিত এই গ্রামের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম হঠাৎ এই গৃহিণীর স্বামী আমায় দেখিতে পাইয়া কয়েকজন দারোয়ান পাঠাইয়া দেন। তাহারা মাঝিকে যথেচ্ছা প্রহার করিয়া আমায় এখানে আনে। গৃহিণীর যত্নে বাবু আমায় কিছু বলিতে পারেন না। আমি সেইদিন অবধি গৃহিণীকে ধন্যবাদ দি, কিন্তু বাবুকে মনে মনে শাপ দি। আমি একাকিনী থাকিতে ভালবাসি।"

"নগেন্দ্রনাথ তোমার কে?"

ইন্দুমুখী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে উত্তর দিল "তিনি আমার স্বামী।" এই অবকাশে সরযূর অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দিয়া কয়েক ফোটা জল আসিল। কিন্তু সে তাহা গোপন করিল।

ইন্দুমুখী বলিল "আমি বড় হতভাগিনী।" এই বলিয়া সে একে একে আত্ম বৃত্তান্ত সরযূর নিকট প্রকাশ করিল। নগেন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া সরযূ সমস্তই বুঝিতে পারিল। তদনন্তর ইন্দুমুখী সরযূকে বলিল "তুমি কে? গৃহিণীর সহিত কি তোমার কোন সম্পর্ক আছে? না তুমি ইহাদের কোন প্রতিবেশীর কন্যা?"

সরযূ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া—আপনার কথা সমস্তই বলিল। উভয়েই সমান অবস্থায় পতিতা; উভয়েই বিরহ কাতরা, উভয়েই উভয়ের দুঃখ বিভাগ করিয়া লইব মনে করিল কিন্তু কাযে তাহার ঠিক বিপরীত ঘটিল। উভয়ের দুঃখ ক্ষণেকের জন্য চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। উভয়েই বিরহিণী।

ক্রমে বেলা অধিক হইল। গৃহিণী এতক্ষণ এক গোপনীয় স্থানে থাকিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন। এক্ষণে তাহাদের নিকটে আসিলেন। তাহারা ইহাতে একটু লজ্জিত হইল।

গৃহিণী সে বিষয়ে তাহাদিগকে কোন কথা না বলিয়া, কহিলেন "দেখ এত বেলা হ'ল তোমরা স্নান কর্‌বে না নাকি ?"

সরযূ ও ইন্দুমুখী গৃহিনীর কথা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

স্নানাহার সমাপন করিয়া আবার সেই গৃহে সরযূ ও ইন্দুমুখী বসিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। এক্ষণে তাহাদের দুঃখের যেন কিছু কিছু উপশম হইতেছে বোধ হইল।

কেমন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ সরযূর সহিত বাল্য ক্রীড়া করিতেন, কেমন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দিতেন সরযূ তাহা একে একে ইন্দুমুখীর নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিল।

ইন্দুমুখীও নগেন্দ্রনাথের রসিকতা, তাঁহার ভালবাসা ইত্যাদি বর্ণনা করিতে ত্রুটি করিল না। উভয়েরই কথার শেষ নাই বলিলেও চলে। একবার সরযূ বলিতেছে ইন্দুমুখী শুনিতেছে, আবার পরক্ষণেই ইন্দুমুখী বলিতেছে সরযূ শুনিতেছে। বেলা ক্রমশঃ অবসান হইয়া আসিল। কিন্তু বেলা যত কমিতেছে তাহাদের কথা ততই বাড়িতেছে।

সরযূ কিছুক্ষণ থাকিয়া দেওয়ালের গায় লম্বমান কয়েকখান চিত্রপট দেখিল। দেখিল একটীতে নলদময়ন্তীর চিত্র রহিয়াছে। নল দময়ন্তীকে নিদ্রিতা দেখিয়া ক্ষণকাল সভাস্থলে

বিচরণ করিতেছেন। আবার একটীতে লিখিত আছে সেই নল দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দময়ন্তী জাগ্রতা হইয়া নলের অনুসন্ধানে "হা নল! হা নল!" বলিয়া মণিহারা ফণিনীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বিচরণ করিতেছেন।

দময়ন্তীর এই চিত্রখানি দেখিয়া সরযূ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আর একখানি চিত্রে লিখিত আছে শকুন্তলা দুষ্মন্তের বিরহে কাতরা হইয়া নবচ্যূতপল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার সখীদ্বয় তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। ইহা দেখিয়া সরযূর হৃদয়ে দেবেন্দ্রনাথের বিরহানল আরও জ্বলিয়া উঠিল। আবার একখানিতে লেখা আছে "সীতাদেবী অশোক বনে বসিয়া একাকিনী ক্রন্দন করিতেছেন" ইহাতে সরযূর হৃদয়ের মর্ম্মস্থল আহত হইল। সন্ধ্যা হইল। কিন্তু তাহারা সেই চিত্রপট দেখিতেছে ও গল্প করিতেছে। কথার যেন শেষ নাই!!





সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।



প্রস্তাব।

সান্ধ্যসমীরণ মৃদুমন্দগতিতে সঞ্চরণ করিতেছে। বিহগরাজি নিস্তব্ধপ্রায় হইয়াছে। ভূচরগণ লব্ধবিশ্রাম হইয়া এক এক স্থানে বসিয়া আছে। জলচরগণও আর ক্রীড়া করিতেছে না। সূর্য্যদেব মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছেন। দুই চারিটী তারকা গোধূলিমাতার সীমন্তে বিরাজ করিতেছে। সরোবরে কুমুদিনীকুল তরঙ্গমালায় অঙ্গ বিধৌত করিতেছে। পবনদেব তাহাদের গাত্রমার্জ্জনির কার্য্য করিতেছেন। তাহারাও পরিষ্কৃত এবং পবিত্র হইয়া কুমুদিনীকান্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সুতরাং চন্দ্রদেব বিরহিনীর ব্যথা আর অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না। শীঘ্রই পূর্ব্বদিকে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থেরা দিবাভাগে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন একণে তাঁহারাও অবসর পাইয়াছেন। কৃষক সমস্ত দিন ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়াছিল একণে সে ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিল। গৃহিনীর গৃহেও প্রদীপ জ্বালা হইল। গৃহিনী একটী পিতলের প্রদীপে তৈল ও বর্ত্তিকা দিয়া জ্বালিয়া স্বহস্তে প্রদীপটী তুলসীতলায় লইয়া গেলেন। তথায় ক্ষণকাল

প্রদীপটী নামাইয়া একটী প্রণাম করিলেন। তদনন্তর আবার প্রজ্বলিত প্রদীপটী গ্রহণ করিয়া কয়েকবার এদিক ওদিক দেখাইয়া যে গৃহে "লক্ষ্মী থাকেন" সেই গৃহে লইয়া গেলেন।

এদিকে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরি ইত্যাদির সুমধুর শব্দও ঠাকুর-বাড়ীতে শুনা যাইতেছে। পূজারী ব্রাহ্মণটীকে কয়েকটী বালক বড় পীড়াপীড়ি করিতেছে। ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া যাহা কিছু মিষ্ট দ্রব্য পাইয়াছিলেন তাহার সমস্তই বালকদিগকে দিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হইলেন না। বালক-দিগের মধ্যে কেহ বলিতেছে "পুরুতঠাকুর আমায় আজ অনেকটা পেসাদ দিয়েছে।" কেহ বলিতেছে "বামুনঠাকুর আজকে আমায় অনেক সন্দেশ দিয়েছে।" আবার কেহ কিছুই প্রসাদ পায় নাই তথাপি বলিতেছে "ঠাকুরমহাশয় আমায় খুব ভাল বাসেন।" ব্রাহ্মণ এই সমস্ত প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পূজালব্ধ কতকগুলি দ্রব্য একটী গামছায় বাঁধিয়া গজেন্দ্রগমনে গৃহের উদ্দেশে চলিতেছেন। বালকগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। কেহ বলিতেছে 'ঠাকুর মশায় কাল সকাল সকাল আস্‌বেন" ব্রাহ্মণ তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর দিলেন "তোমাদের কালকে অনেকটা পেসাদ দেব।" বালকেরা সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিগমন করিল।

এদিকে সরযূ ও ইন্দুমুখী সেই গৃহের ভিতর বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। প্রদীপটী মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। তৈলের অল্পতা হইয়াছে অথবা বর্ত্তিকা নাই এরূপ নহে। তবে যত্নের অভাব। কারণ যত্ন করিতে যাহারা আছে, তাহারা

এক্ষণে কি ভাবিতেছে। এবং মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী কথা বলাবলি করিতেছে। গৃহিণী তাহাদিগকে খাইবার জন্য জিদ করাতে, তাহারা অনিচ্ছার সহিত কি খাইয়া তৎক্ষণাৎ আবার সেইখানেই বসিল। অপর কোন বিষয়ই এক্ষণে তাহাদের মন আকর্ষণ করিতে পারিবে না। সরযূ একবার বলিল "না ইন্দুমুখি! আর একদণ্ডও এখানে থাকা উচিত নয়। আমাদের দুই চক্ষু যেদিকে যাবে, এক্ষণে সেইদিকে যাওয়াই কর্ত্তব্য। আমাদের আবার জীবনের উপর মমতা কি? জীবন ত স্বামীর হাতে। স্বামী যদি জীবিত আছেন তবে আমরাও জীবিত থাকব। আর দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ যদি জীবলোক ত্যাগ করে থাকেন তবে আমরাও আর বাঁচব না। আমার প্রাণত দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেই আছে। তিনি যদি জীবিত আছেন তবে আমিও আছি। তাই বলি চল আর এখানে থাকা উচিত নয়।

"তোমার কথা সবই সত্যি। আমারও যেতে ইচ্ছা হয়। তবে কি জান কোথায় যা'ব? কোথায় গেলে তাঁহাদের পা'ব?"

"যেখানে তাঁহারা আছেন।"

"তাঁহারা কোথায় আছেন কি করে জানিব?"

"জগদীশ্বর দেখাইয়া দিবেন। চল পশ্চিম দিকে যাই। তীর্থযাত্রাও হবে, আর যদি তাঁহাদিগকে পাই তবে ত সকল তীর্থের ফল এক স্থানেই পাব।"

যা'ব কিন্তু কি করে এখান থেকে বাহির হব? কেমন করে গৃহিণী মাতাকে ত্যাগ করে যাব?

"এখান হতে বাহির হবার উপায় অবশ্য আছে। কিন্তু

গৃহিণীকে ছেড়ে যেতে হবে এই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু এখানে থাক্‌লে আমাদের মনঃকষ্ট আরও বৃদ্ধি হতে পারে। এবং আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে না। আর বাহির হইয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে পারি ভাল। আর যদি না পারি তবে তীর্থেই মরা ভাল।”

“রাস্তায় কিন্তু অনেক ভয় আছে। আমরা মেয়ে মানুষ এবং আমাদের বয়সও কম। তবে কি ক’রে যাব?”

“জানি রাস্তায় দস্যুভয় আছে। কিন্তু আমাদের নিকট ত আর অলঙ্কারাদি থাক্‌বে না। জানি পথে হিংস্রজন্তুর ভয় আছে। কিন্তু তাহারা আমাদের অনিষ্ট করবে না। জানি রাস্তায় দুষ্টলোকের ভয় আছে কিন্তু আমরা যদি পতিব্রতা হই তবে কেহই আমাদের অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।”

“তবে যা’ব কিন্তু বাহির হবার উপায় কি?”

উপায় রাত্রির আশ্রয় গ্রহণ। গম্ভীরা রজনীকে সঙ্গিনী কর্‌ব। দাসদাসীদিগের নেত্রে ধূলি নিক্ষেপ কর্‌ব। স্নেহময়ী গৃহিণীকে প্রথমে অনুনয় কর্‌ব। পরে তাঁহার অজ্ঞাতসারে কৌশল করে চ’লে যা’ব।

“সরযূ! তোমার কথায় আমার সমস্ত ভয় দূরে গেল। তুমি পতিব্রতা!!”

তাহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, গৃহিণী আসিয়া পড়িলেন। গৃহিণীকে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নানারূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

দক্ষতার সহিত সরযূ বহির্দ্বারের অর্গল উন্মোচন করিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা বাড়ী ছাড়িয়া অনেক দূরে পড়িল। নিকটের মানুষ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। অন্ধকার বড় বেশী। নিকটে কোন বৃক্ষ কিম্বা অপর কোন দ্রব্য পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া সরযূ মনে করিতেছে "বোধ হয় কোন লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিবে বলিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। কোন স্থানে পায়ের আঘাতে শুষ্ক পর্ণসমূহ "মড় মড়" করিতেছে তাহাতে সরযূ মনে করিতেছে বুঝি কোন লোক ধীরে ধীরে তাহাদের অনুগমন করিতেছে। তাহারা যখন দুই একটী বৃক্ষের নিকট দিয়া যাইতেছে তখন বৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ ভয়ে কিচির মিচির করিতেছে ও পাখা নাড়িতেছে, আবার কেহ কেহ উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে ইহাতেও সরযূর মনে বড় ভয় হইতেছে।

অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে না, কাজেই তাহারা দুই একবার কণ্টক বনে গিয়া পড়িতেছে। বস্ত্র কণ্টকলগ্ন হইতেছে কিন্তু ছাড়াইবার অবসর না থাকাতে সেই সকণ্টক বস্ত্র লইয়া চলিতেছে। কখনও কখনও কোন বৃক্ষের মূলদেশে উপনীত হইতেছে। তাহারা যে কোথায় যাইবে তাহা জানি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি তাহারা তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে। গৃহিনীর উপদেশে কোন ফল হইল না। গৃহিণী ভস্মে ঘৃতাহুতি দিলেন !!!





ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সরকার মহাশয়

রামপুর গ্রামখানি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত। এখানে হিন্দুস্থানীর সংখ্যাই বেশী। বাঙ্গালা দেশের লোক খুব অল্প। গ্রামস্থ লোকের মধ্যে অধিকাংশই ভদ্র, সদ্বংশজাত, বদান্য, অতিথি সেবা পরায়ণ, পরদুঃখকাতর বিনয়ী, নম্র, শিষ্টাচারী ও মহানুভাব। খলপ্রকৃতি, সুচতুর প্রতারণা-পরায়ণ বাঙ্গালী এখানে নিতান্ত বিরল। বরং তাহাদের খলতা, চতুরতা, প্রতারণা ইত্যাদি অসদ্‌গুণাবলি এখানে—সরলতা দয়ালুতা ইত্যাদি সৎপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছে। এমন কি তাহাদের আচার ব্যবহার পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হিংসা প্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়াছে। অবিশ্বাস প্রায়ই আর তাহাদের মনে স্থান পায় না। বিলাসিতা ক্রমে ক্রমে তাহাদের মনে হইতে বিদায় হইয়া ক্ষুন্নমনে দক্ষিণ পূর্ব্ব দেশাভিমুখে গমন করিতেছে। আলস্য অজ্ঞাতসারে তাহাদের দেহ পরিত্যাগ করিতেছে। স্থিরতা তাহাদের মনে আবির্ভূত হইতেছে। তাহাদের ধীরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। হিন্দুত্বের প্রতি তাহাদের আস্থা জন্মিতেছে। দেশের পূর্ব্ব গৌরব ধীরে ধীরে তাহাদের স্মৃতিপথে উদিত

হইতেছে। বিপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি তাহাদের সহৃদয়তা বৃদ্ধি হইতেছে।

তবে কেহ কেহ আবার এখানে আরও দুর্দ্দান্ত, নির্দ্দয়, নৃশংস, দুরাচার, ও নরাধম হইতেছে। যেহেতু উর্ব্বর ক্ষেত্রেও ত কণ্টক বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। তবেই বলিতে হইল "স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।

এই গ্রামে নন্দকিশোর সিংহ নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোক বাস করেন। লোকটীর জন্মস্থান বাঙ্গালায়। কিন্তু তিনি এখানে বাস করিয়াছেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ। ছেলে পিলের মধ্যে তাঁহার দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। কন্যা দুইটীর মধ্যে একটীর বিবাহ দেশে দিয়াছেন এবং আর একটীর বিবাহ রামপুরেই একটী ভদ্রলোকের পুত্রের সহিত দিয়াছেন। নন্দকিশোর বাবু সদ্‌গুণ বিভূষিত। জমিদারীর আয় হইতেই তাহার পরিবার-বর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহিত হয়। পুত্রদ্বয় চাকুরী করিয়াও কিছু কিছু উপার্জ্জন করেন। ইঁহার বাটীতে হরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একব্যক্তি জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য দেখেন। বাটীর লোকে তাঁহাকে "সরকার মহাশয়" বলিয়া ডাকেন। ইনি-যে তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হন এরূপ নহে। তবে কিজানি সরকার মহাশয় বলিলে ইনি যেন একটু চটেন।

নন্দকিশোর বাবু তাঁহাকে মনের সহিত ভালবাসেন। কারণ লোকটী গুণবান, কার্য্যদক্ষ, পটু, ক্ষিপ্রহস্ত ও বিনয়ী। কাজেই গৃহিনী এবং বাড়ীর ছেলেরা পর্য্যন্তও লোকটীকে ভালবাসে। না হইবেই বা কেন "গুণের আদর সর্ব্বত্রই হয়।"

সরকার মহাশয় সকলেরই প্রিয়পাত্র। প্রয়োজন হইলে

তিনি ছেলেদের সহিত অন্তঃপুরেও যাতায়াত করেন। সংসার বড় ভয়ানক স্থান। একজন একভাবে এককার্য্য করে, কিন্তু লোকে তাহার ঠিক বিপরীত বুঝিয়া থাকে। ভাল মন্দ লোক সকল স্থানেই আছে। দোষগুণ বিচার করা মানব প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণের মধ্যে ইহার আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সরকার মহাশয় অন্তঃপুরে গমন করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে কতলোক তাঁহার বিষয় কত কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা জানি তাঁহার চরিত্র ভাল।

কেহ কেহ বলেন "আহা সরকার মহাশয় দেখ্‌তে যেন সাক্ষাৎ কার্ত্তিক। শরীরের গঠন নিখুঁত। চোকগুলি যেন প্রকৃত নীলপদ্ম। হাতপা বেশ সুন্দর।" আবার একজন বলেন "নাকটা যেন একটু চাপা চাপা, ভুরুগুলিও দেখ্‌তে তেমন ভাল নয়—মাথার চুল সর্ব্বদাই এলোমেলো ভাবে থাকে।" বাস্তবিকই সরকার মহাশয় চুলের যত্ন করেন না। এইরূপে তাঁহার বিষয় অনেকেই অনেক কথা বলেন।

চৈত্রমাস। গ্রীষ্মের আধিক্য যে অতিরিক্ত তাহাও নহে। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা দিবার মধ্যভাগে আহার করিতে বসেন। অনেকেই প্রায় এক সঙ্গে বসেন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় কয়েকটী স্ত্রীলোক একস্থানে থাকিলেই কোন না কোন লোকের দোষগুণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। এখানেও তাহাই হইতেছে। কেহ বিহারি সিংহদের ঝির বিষয় বর্ণনা করিতে-ছেন। কেহ কৃষ্ণকুমারদের ছোট বউএর কথা বলিতেছেন। কেহ বলিতেছেন "আলুর মত কোন তরকারিই নাই।" কেহ ডাটি চর্ব্বণ করিতে করিতে পুরাতন শতসহস্র বার কথিত দুই

চারিটী উপন্যাস বলিতেছেন। কেহ কেহবা হাতের গ্রাস হাতে করিয়া গল্প শুনিতে শুনিতে তাহা খাইতে ভুলিয়া যাইতেছেন। আবার যখন গল্প থামিতেছে তখন তিনি খাইতেছেন। কেহ কেহ বৈশাখ মাসের গ্রীষ্মাধিক্য পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া সূর্য্যদেবকে গালি দিতেছেন। কেহ নিজের স্বামীর বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। কেহবা তাঁহার ছোট দেবরের হাস্য পরিহাসের কথাটা বলিতেছেন। সুতরাং আসর খুব গরম।

ইত্যবসরে একটী স্ত্রীলোক "সরকার মহাশয়ের" কথা উত্থাপন করিলেন। পাঠককে একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি—নন্দকিশোর বাবুর ছোট মেয়ের নাম কুঞ্জকামিনী। তাহার বয়ঃক্রম প্রায় সপ্তদশ বর্ষ। যখন সরকার মহাশয়ের কথা উঠিল তখন কুঞ্জকামিনীর মুখে যেন একটু আহ্লাদের লক্ষণ লক্ষিত হইল। কেন জানিনা। যে রমণী তাঁহার কথা কহিতেছিলেন তিনি যখন থামিলেন তখন কুঞ্জকামিনীর মুখ আবার বিবর্ণ হইল। আবার যখন তিনি কথা কহিতেছেন তখন কুঞ্জকামিনী প্রফুল্লবদনে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। এবং পাছে অপর কেহ তাহা জানিতে পারে এই ভয়ে অপরের সহিত অন্যান্য বাজে কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু ইহার মধ্যে কেহ কেহ তাহা বুঝিল কারণ কুঞ্জকামিনী প্রায়ই কি ভাবিয়া থাকে। এবং সে যে কথা কহিতেছিল তাহাতেও তাহার ভুল হইতেছিল। যাহা বলিতেছে তাহা ভাবিয়া বলিতেছিল না। পূর্ব্বের কথার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক আছে কি না এবিষয়ে তাহার দৃষ্টি নাই। এইরূপে তাহাদের

আহার ব্যাপারে ২।৩ দণ্ড কাটিয়া গেল। আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে কুঞ্জকামিনী একস্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

সে রোয়াকের একস্থানে বসিয়া মুখখানি নিম্নদিকে রাখিয়া অকুলপাথার চিন্তা করিতেছে। বামহস্তে বক্ষের বস্ত্রখানি ধরিয়া আছে। দক্ষিণ হস্তদ্বারা একটী চাবি লইয়া রোয়াকের উপর মাথামুণ্ড কি লিখিতেছে। অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিয়া পরে কোথায় চলিয়া গেল।

এস পাঠক দেখিয়া আসি কুঞ্জকামিনী কোথায় যায়।

কুঞ্জকামিনী রোয়াক হইতে উঠিয়া উপর তালায় গেল। তথায় একটী কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহের মধ্যে গিয়া দুই চারিবার এদিক ওদিক কি দেখিল। আবার একবার দ্বারের নিকট গমন করিল, দেখিল কেহ আসিতেছে কি না। শেষে একটী জানালার নিকট দাঁড়াইল। থাকিতে থাকিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। কোন কারণ নাই তথাপি সে চমকিয়া উঠিল। ইহা ভয়ের কারণ। তবে ভয় আবার কাহাকে? পাছে লোকে দেখিতে পায়। কেন সে কি মন্দকর্ম্ম করিতেছে? কৈ সে ত কেবল দাঁড়াইয়া আছে। তবে তাহার নয়নদ্বয় বৈঠকখানাবাড়ীর দিকে ফিরান কেন? ইহা কিছু সন্দেহের কারণ। বৈঠকখানায় ত অনেক লোক বসিয়া আছেন তবে কুঞ্জকামিনী কাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে? ভাল করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে সে সরকার মহাশয়ের দিকে দৃষ্টিক্ষেপণ করিতেছে। কারণ সরকার মহাশয় যখন যেদিকে যাইতেছেন কুঞ্জকামিনীর চক্ষের গতি তখন সেই

দিকেই ফিরিতেছে। সরকার মহাশয় বৈঠকখানা হইতে কোথায় যাইবার জন্য বহির্গত হইলেন। কুঞ্জকামিনীর নয়ন সেইদিকেই গেল। তাড়াতাড়ি অপর একটী জানালার নিকট দাঁড়াইল। তথাহইতে যতদূর পর্য্যন্ত সরকার মহাশয়কে দেখিতে পাওয়া যায় কুঞ্জকামিনী তাহা দেখিল। যখন জানালা হইতে আর দেখা গেলনা, তখন সে ছাদে উঠিল। মনোসাধ পূর্ণ করিয়া এখান হইতে সরকার মহাশয়কে দেখিতে লাগিল।

কুঞ্জকামিনি! তুমি এত আগ্রহের সহিত সরকার মহাশয়কে দেখিতেছ কেন? ইনিত তোমার স্বামী নহেন। কারণ আমরা জানি রামপুরেই অপর এক ব্যক্তির সহিত তোমার বিবাহ হইয়াছে। তবে কি তুমি সরকার মহাশয়কে ভালবাস? যদি ভালবাস, তবে কি ভাবে? তোমার মনে এত ভয় কেন?

যখন সরকার মহাশয় দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, তখন কুঞ্জ-কামিনী অগত্যা নীচে আসিয়া পালঙ্কের উপর ক্ষুণ্নভাবে বসিয়া থাকিল। তথায় একাকিনী থাকিতে যেন তাহার কষ্ট বোধ হইল। তজ্জন্য সে "রামী রামী" বলিয়া দাসীকে ডাকিয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল।





বিংশ পরিচ্ছেদ।

"তুমি বড় বদ্‌রসিক!"

বেলা প্রায় শেষ হইতেছে। কুঞ্জকামিনী ও রামী সেই গৃহের ভিতর বসিয়া পরামর্শ করিতেছে। কুঞ্জকামিনী কি বলিল, রামী তাহাতে উত্তর দিল "না," "না," তা আমি পার্‌ব না—আমার থেকে সে কায হ'বে না।" কথা খুব আস্তে আস্তে হইতেছিল, কারণ ইহা অতীব গোপনীয় বিষয়।

কুঞ্জকামিনী যখন দেখিল রামীর মন কিছুতেই নত হইতেছে না, তখন সে এক কৌশল আবিষ্কার করিল—বাক্সের ভিতর হইতে কয়েকটী টাকা বাহির করিল। রামী দেখিল কুঞ্জকামিনীর হাতে নগদ পাঁচটা টাকা। অর্থের লোভ বড় ভয়ানক তাহাতে রামী দাসী বৈত নয়! নগদ পাঁচ টাকা দেখিয়া তাহার মন নত হইল। লোভ বাড়িল, মন টলিল।

ক্ষণেক পূর্ব্বে কুঞ্জকামিনী যাহাকে অচল, অটল, হিমাচল মনে করিয়াছিল এক্ষণে তাহা চঞ্চল, তরল জলরাশিতে পরিণত হইল! পূর্ব্বে যাহা দুরারোহ, নীহারমণ্ডিত, অভ্যুন্নত, কাঞ্চনজঙ্ঘাবৎ বোধ হইতেছিল এক্ষণে তাহা সুগম সমতলক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত হইল! কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা নিম্নভূমি হইয়া গেল!

কিছুক্ষণ অগ্রে যে বস্তু সুদৃঢ়, লৌহদণ্ডবৎ বোধ হইতেছিল এক্ষণে তাহা, নমনশীল, কোমল, মৃণালদণ্ডবৎ বোধ হইল! ক্ষণেক পূর্ব্বে যে বস্তু, দুর্ভেদ্য প্রাচীর বিশিষ্ট, ভীষণমূর্ত্তিশত্রু-পরিরক্ষিত দুর্গ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অশক্ত ভঙ্গপ্রবণ কাচ প্রাচীর পরিবেষ্টিত, দুর্ব্বল সৈন্যসমন্বিত ক্ষুদ্র শিবির হইল! রামীর দৃঢ়তা কুঞ্জকামিনী বুঝিয়া লইল। টাকাই তাহার সর্ব্বস্ব হইল। টাকা পাইলে সে সমস্তই করিতে পারে। টাকা পাইয়া সে কুঞ্জকামিনীর প্রার্থনায় স্বীকার করিল। অহো! অর্থের প্রভাব কি অলৌকিক!!! কিন্তু আমি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম—ধান ভান্‌তে শিবের গীত কেন?"

কুঞ্জকামিনী বাক্স হইতে কাগজ কলম, বাহির করিয়া একখানি চিঠি লিখিল। পত্রখানি এইরূপ:——

[প্রিয় সরকার মহাশয়! (কুঞ্জকামিনী এইকথাটী লিখিয়া কাটিয়া দিল।)

প্রেমময় হরেন্দ্রনাথ! (ইহাও তাহার মনে ধরিল না তাই কাটিল।)

(শেষে লিখিল) সুরসিক প্রাণনাথ হরেন্দ্রনাথ!

আমি অনেকদিন অবধি আপনাকে আমাদের বাড়ীতে দেখিতেছি অনেকদিন অবধি আপনাকে কি বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম আজ তাহার কতকটা প্রকাশ করিব মনে করিয়াছি কুসুমশর স্মরদেব অনেকদিন অবধি আমায় আপনার বিরহানলে দগ্ধ করিতেছেন। আমি আপনাকে বড় ভালবাসি। ইচ্ছা হয় আমি সর্ব্বদাই আপনার নিকট থাকি। কিন্তু সমাজ বড় দুষ্ট। লজ্জা বিঘ্নকারিণী। বিশেষতঃ নারীকুলে তাঁহার খ্যাতির কিছু

বেশী। কিন্তু আজ আর আমি লজ্জাদেবীর প্রতিপত্তি বজায় করিতে পারিলাম না। অধিক লিখিতে পারিলাম না। শরীর অবশ বোধ হইতেছে।”

মনে রাখিবেন ঃ—আপনারই
শ্রীমতী কুঞ্জকামিনী দাসী।]

পত্রখানি লিখিয়া কুঞ্জকামিনী রামীকে পড়িয়া শুনাইল। রামী শুনিয়া উত্তর দিল “বেশ লেখা হ'য়েছে। তবে আমি নিয়ে সরকার মহাশয়কে দি গে।”

রামী পত্রখানি ও টাকা পাঁচটী লইল। যেমন উঠিয়া যাইবে দুষ্ট টিক্‌টিকি শব্দ করিল। রামী বসিল। আবার উঠিল। আবার কে হাঁচিল। রামী আবার বসিল। এবার উঠিয়া “শ্রীশ্রীদুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—” বলিতে বলিতে বৈঠক-খানায় গেল। দেখিল বৈঠকখানায় সরকার মহাশয় নাই। বাহিরে গিয়াছেন। রামী তাহার অনুসন্ধানে চলিল। রাস্তার যাহার দেখা পায় সরকার মহাশয়ের খবর জিজ্ঞাসা করে।

তদনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে সরকার মহাশয়ের দেখা পাইল। কারণ সংসারে দেখাযায় যে যাহা খুঁজিয়া বেড়ায় সে প্রায়ই তাহা পায়। রামী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল “সরকার মহাশয় কোথায় ছিলেন?”

“কেন তোমার তা'তে প্রয়োজন কি?”

“আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।”

“আমার সঙ্গে আবার তোমার কি দরকার?”

রামী অন্যান্যদিন যেরূপ ভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিয়া থাকে অদ্য আর সেরূপ ভাবে নহে। আজ তাহাতে যেন

একটু রসিকতা আছে। সরকার মহাশয় তাহা কতক কতক বুঝিলেন কিন্তু বিস্মিত হইলেন। পরে বলিলেন :——

"কেন কি দরকার ?"

"কিছু দরকার না থাক্‌লে কি আর রামী এসে ?"

সরকার মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন। ভাবিলেন "রামীর এত বয়স হইল তবে তাহার মুখে আজ এমন রসিকতা কেন ?"

সময়ের কথা বলা ভার। কোন্ সময় যে কাহার মনে কি হয় তাহার কোন স্থিরতা নাই। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল কেবল একমাত্র আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা একরূপই থাকে। তাই আজ রামীর স্বভাবের এত পরিবর্ত্তন। সরকার মহাশয় রামীকে বলিলেন "তোমার কি প্রয়োজন বল।"

"এসনা আমার সঙ্গে এস। এখানে বলা হবেনা।"

রামী অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল সরকার মহাশয় তাহার পশ্চাতে। তিনি রামীর সঙ্গে চলিতে পারিতেছেন না। কাজেই রামী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছে "কি সরকার মহাশয় আপনি কি পুরুষ না মেয়ে। আমি বুড়ি আমার সঙ্গে আস্‌তেও কি আপনার কষ্ট হচ্ছে।"

সরকার মহাশয় নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন। কোন উত্তর না দিয়া অপেক্ষাকৃত বেগে চলিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহারা একটী নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন। রামী সরকার মহাশয়কে বলিল " আপনাকে একটী কথা বলি কাহাকেও বল্‌বেন না ?"

"আচ্ছা আমি কাহাকেও বল্‌ব না।"

"তবে এই পত্রখানি পড়ুন।"

সরকার মহাশয় কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া সেই পত্রখানি পড়িলেন। দুই তিনবার পড়িলেন তথাপি সন্দেহ মিটিল না। শেষে বলিলেন "না তাও কি হয়?"

রামী বলিল "তুমি নিতান্ত বদ্‌রসিক। অমৃতে অরুচি কেন? খেলে যে অমর হবে। কুঞ্জদিদির এমন রূপেও তোমার মন ফিরিল না? তুমি ভাল জিনিসের দাম জান না। রসিকতা জাননা।"

রামীর কথায় সরকার মহাশয় একটু হাসিলেন। রামী সে হাসির অর্থ নিজ মনোমত করিয়া লইল। কিন্তু তিনি আর এক ভাবে হাসিলেন। রামী প্রফুল্লমনে তাড়াতাড়ি কুঞ্জকামিনীর নিকট গমন করিল।

সরকার মহাশয় ভাবিলেন "আমি বদ্‌রসিক হলেম। অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে। একজনের নিকট ত একদিন রসিক ছিলাম!!"





একবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ সন্ন্যাসী কে?

রামী সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে চলিয়া আসিল। রাস্তায় আসিতে আসিতে মনে করিল "বুঝি সরকার মহাশয়ের মন টলেছে। তা না হবেই বা কেন? কুঞ্জদিদির রূপ ত সামান্য নয়? যোগী ঋষি পর্য্যন্ত ভুলে যায়। তাতে এত সামান্য সরকার মহাশয়। যাই তবে দিদির কাছ থেকে আর কিছু আদায় কর্‌তে হবে।"

রামী গিয়া হাসিতে হাসিতে কুঞ্জকামিনীকে সুখবর দিল। সেও রামীর মত বুঝিল। সরকার মহাশয়ের হাসি, তাঁহার কথাবার্ত্তা সমস্তই নিজের বিষয় মনে করিল। মনে আশা হইল। ভাবিল "একদিন না একদিন হরেন্দ্রনাথকে নিজের লোক মনে করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিতে পাইব। একদিন না একদিন তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইব। ফাঁদ ত পেতেছি। চাঁদও এসেছে। পড়ব পড়বও হয়েছে। তবে এখন কোন্‌দিন পড়ে ইহাই চিন্তার বিষয়।" পরে সে রামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "রামী তোকে কাল্‌কে আরও পাঁচ টাকা দেব। আজ তুই আমার যে উপকার করেছিস্ এর

জন্যে আমি তোকে যে কি বল্‌ব কিছু ঠিক কর্‌তে পারি না। আচ্ছা তোকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—সরকার মহাশয় সন্ধ্যে বেলা কোথায় থাকেন জানিস্‌?"

"দিদি তিনি সন্ধ্যের সময় বাগানে থাকেন।"

"ঠিক জানিস্‌?"

"হ্যাঁ দিদি হাঁ—তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানেই থাকেন।"

"আচ্ছা তবে তুই এখন যা। ডাক্‌লে আসিস্‌। যা ঐ বুঝি মা তোকে ডাক্‌চেন।"

রামী চলিয়া গেল। কুঞ্জকামিনী ভাবিতে লাগিল।

এদিকে সরকার মহাশয় বাড়ী আসিয়া ভাবিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহার বাগানে যাইবার সময় হইল। ধীরে ধীরে বাগানে গেলেন। সেখানে গিয়া একটী পুষ্করিণীর নিকট বসিলেন। বাতাস মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী কুসুম আনিয়া তাঁহার মস্তকে নিক্ষেপ করিতেছে। পুষ্করিণীর জলে তরঙ্গমালা নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। তিনি মনে করিলেন পুষ্করিণীর তরঙ্গ গণনা করিবেন কিন্তু পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। এইসময় কে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটীকে দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন "এ ব্যক্তি আমার পরিচিত।" কিন্তু সন্দেহ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি চিন্‌তে পাচ্ছিনে।"

আগন্তুক উত্তর দিল "কেন আমায় কি আর কখনও দেখনি।"

স্বর শুনিয়া হরেন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন। পরে বলিলেন

"কে কুঞ্জকামিনী! সন্ধ্যের সময় এখানে কেন? একলা বাগানে আস্‌তে আছে?"

"একলা কেন আস্‌ব। এই যে আপনি রয়েছেন। তবে আমার ভয় কি?"

"আমি থাক্‌লে তোমার কি? তুমি ছেলেমানুষ কিছু জাননা। তাই একটা ছাই ভস্ম কি আমায় চিঠি লিখেছিলে।"

কুঞ্জকামিনী কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। সে হরেন্দ্রনাথের তোষা-মোদ করিতে লাগিল। কিন্তু হরেন্দ্রনাথের মন টলিল না। শেষে কুঞ্জকামিনী তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। হরেন্দ্রনাথ ছাড়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পারে এই আশঙ্কায় সদুপদেশ দ্বারা কুঞ্জকামিনীকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। অবশেষে হরেন্দ্র ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কুঞ্জকামিনীর কোন ভয় নাই। সে প্রেম-পাগলিনী। সে হরেন্দ্রনাথের সমস্ত কথাই হাসিয়া উড়াইতে লাগিল।

তিনি কুঞ্জকামিনীকে বলিলেন "দেখ তুমি যদি আমায় সত্যি সত্যি ভালবাস তবে কাল সন্ধ্যাবেলায় তাহার পরিচয় দিও। আজ তুমি যাও।"

কুঞ্জকামিনী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রতিগমন করিল। হরেন্দ্রনাথও বাগান হইতে চলিয়া গেলেন।

গৃহে আসিয়া কুঞ্জকামিনী দাসীকে সমস্ত পরিচয় দিল। রামী উত্তর দিল "কাজ সিদ্ধ হবে।"

"তাই বল্ রামী। তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।"

এদিকে হরেন্দ্রনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রবণ করিলেন "গ্রামে একজন সন্ন্যাসী এসেছে। তাহার বয়স খুব কম। সে নবীন সন্ন্যাসী। কিন্তু পরিচ্ছদ বিভিন্ন।"

হরেন্দ্রনাথের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন "এ সন্ন্যাসী কে? আচ্ছা দেখিয়া আসি।"

হরেন্দ্রনাথ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। শীঘ্রই সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। হরেন্দ্রনাথ অতিথিসেবায় তৎপর। ভিক্ষুকদিগকে সাধ্যমত দান করেন। দয়াকে তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসী যুবা পুরুষ। শরীরে তৈল মর্দ্দন করেন না তথাপি তাঁহার দেহ মসৃণ। ত্বক্ রুক্ষ তথাপি তাহার মধ্য হইতে এক প্রকার জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। সম্মুখে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত। তাহাতে তাঁহার মুখকান্তি আরও উজ্জ্বল বোধ হইতেছে। মস্তকের কেশসমূহ রুক্ষ কিন্তু মনোহর মাধুর্য্য সমন্বিত। কর্ণদ্বয় বিস্তৃত। ললাট প্রশস্ত। ভুজদ্বয় সুবিশাল, কিন্তু যেন একটু ক্ষীণ হইয়াছে। চক্ষুদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত। নাসিকা খগরাজের নাসিকার ন্যায় কিন্তু শরীরের অনুরূপ। আকৃতি দেখিলে বোধহয় লোকটী ভদ্রবংশসম্ভূত, বুদ্ধিমান ও বীরপুরুষ।

সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র হরেন্দ্রনাথের মনে কি এক আশ্চর্য্যভাব উপস্থিত হইল। যেন তিনি পূর্ব্বে কোন বস্তু হারাইয়াছিলেন এক্ষণে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। লোকটী নূতন নহে। তিনি যেন পূর্ব্বে তাঁহাকে কোথাও দেখিয়াছেন কিন্তু মনে হইতেছে না তিনি কে? আবার তাঁহার চেহারায় নূতন পুরাতন উভয় দ্রব্যই মিশ্রিত রহিয়াছে।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন "সন্ন্যাসী জী আমাদের বাড়ী যাবেন ? কিছু আহার হয়েছে কি ?"

সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিলেন না। হরেন্দ্রনাথ আবার সেই-কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী তাহার দিকে চাহিলেন। তাহাকে দেখিয়াই একটু লজ্জিত হইলেন।

হরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন "সন্ন্যাসী আসুন, আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব।"

সন্ন্যাসী মনে করিলেন তাঁহার কথায় দ্বিরুক্তি করিবেন কিন্তু পারিলেন না। কে যেন তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। হরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন ? এখানে কি আপনার বাড়ী ?"

সন্ন্যাসীর প্রশ্নের অর্থ গূঢ় বলিয়া বোধ হইল। যাহাকে প্রশ্ন করা হইল তিনিই ইহার অর্থ জ্ঞাত হইলেন। পরে উত্তর দিলেন "আমার বাড়ী পূর্ব্বে এখানে ছিলনা। তবে এক্ষণে আমার বাড়ী এখানে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে আমি কাযকর্ম্ম করিয়া থাকি। আপনাকে সেখানেই নিয়ে যাব।"

"তবে চলুন।"

অগ্রে হরেন্দ্রনাথ পথ দেখাইয়া চলিতেছেন। পশ্চাতে সন্ন্যাসী যাইতেছেন। দেখিলে বোধহয় যেন তুইটী বন্ধু যাই-তেছে। মনে কত পূর্ব্ব স্মৃতি আসিয়া পড়ে।

দেখিতে দেখিতে তাহারা নন্দকিশোর বাবুর বাড়ীতে

আসিলেন। সকলেই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। এদিকে কুঞ্জকামিনীও সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল। সে একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সে ভাবিল "এ সন্ন্যাসী আবার কোথা হতে এল?"





দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুতে বন্ধুতে।

হুরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সন্ন্যাসী আপনার নাম কি ?"

"আমার নামে আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি ? সন্ন্যাসীর নাম জানিয়া কি করিবেন ?"

"কেন আপনার নাম বলিবার কি কোন প্রতিবন্ধক আছে ?"

"না। প্রতিবন্ধক এমন কিছু নহে।"

"তবে কিজন্য নাম বলিতে এত কুণ্ঠিত হইতেছেন ?"

"আমার ইচ্ছা নাম প্রকাশ করিব না। আমি নরাধম ছিলাম। আমি পাপী—হতভাগ্য—তাই বলি আমার নাম জানিয়া আপনাদের কোন প্রয়োজন নাই। এবং আমার নাম শুনিলে আপনাদের কর্ণকুহর অপবিত্র হইবে।"

"আচ্ছা আপনি কত দিন সন্ন্যাসী হইয়াছেন ?"

"প্রায় চারি পাঁচ বৎসর হইল।

"কেন আপনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন ?"

"সে অনেক কথা।"

"একটাও কি শুনতে পাই না ?"

"আমার মনে ঘোর বিরহানল জ্বলিতেছে।"

"কিসের বিরহ?"

"কলত্র বিরহ ও বন্ধুবিচ্ছেদ।"

হরেন্দ্রনাথের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে যাহা ভাবিতেছেন তাহা যদি ঠিক হয়—তবে? তবে আজ আর তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না। তাঁহার ঔৎসুক্য ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনে কত প্রকার আশা হইতে লাগিল। পরে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার বাড়ী কোথায় ছিল?"

"বঙ্গদেশের কোন গ্রামে।"

"এখানে কি করিয়া আসিলেন?"

"তীর্থযাত্রা করিব মনে করিয়া। এবং যদি বন্ধুর কোন সংবাদ পাই তবে——"

সন্ন্যাসীর মুখে আর কথা বাহির হইল না। মুখের কথা মুখের ভিতরেই থাকিল।

"আপনার বন্ধুর নাম কি?"

"নগেন্দ্রনাথ দত্ত।" হরেন্দ্রনাথ আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সন্ন্যাসী জি আপনার নাম জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে। কোন বাধা থাক্ আর নাই থাক্ আপনার নাম আমায় বলিতে হইবে?"

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে ও লজ্জার সহিত বলিলেন "আমার নাম দেবেন্দ্রনাথ দাস।"

"কি তোমার নাম দেবেন্দ্রনাথ—তুমিই কি সেই দেবেন্দ্র—দেবেন্দ্র তুমিই কি নগেন্দ্রনাথের বা আমার সেই পলায়িত

দেবেন। এস দেবেন। আমি প্রতারক। আমার নাম হরেন্দ্রনাথ নহে। আমিই সেই হতভাগ্য নগেন্দ্রনাথ। তোমায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলাম। শেষে মনে করিলাম আর দেশে ফিরিব না। তাই এখানে নন্দকিশোর বাবুর বাড়ী চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব মনে করিলাম এবং নানা উপায়ে তোমার সন্ধান লইতে লাগিলাম। আজ আমার অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন—তাই বহুদিনের পর তোমায় পাইলাম। আজ বড় সুখের দিন।"

"নগেন—আমি কপট সন্ন্যাসী। আমি বিশ্বাসঘাতক ও প্রবঞ্চক। আমার মনের বিকৃতি হইয়াছে। যেদিন আমি তোমায় ছাড়িয়া চলিয়া আসি সেই দিন হইতে আমার মনে আরও অশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সেই দিন অবধি আমি জীবন্মৃত হইয়া গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বিচরণ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম সংসারের সকল আশাই ফুরাইল। সরোজকে জন্মের মত হারাইলাম। তোমাকেও হারাইয়াছিলাম। তাই আমি মনে করিয়াছিলাম আর সংসারে থাকিব না। বিরহাগ্নি দিন দিন আমার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। মনের প্রফুল্লতা দিন দিন নীহারাচ্ছাদিত শ্বেতোৎপলবৎ ম্লান হইতে লাগিল। স্থিরতা ও সহিষ্ণুতা অনুদিন প্রাবৃটকালের পর্ব্বতদুহিতার ন্যায় উত্তরোত্তর বেগবতী ও চঞ্চলা হইয়া অবশেষে কোন্ অকুলসমুদ্রের দিকে গমন করিতে লাগিল জানি না। আশাদেবীও অনাচ্ছাদিত পাত্র রক্ষিত কর্পূরবৎ অল্পে অল্পে আমার মন হইতে তিরোহিত হইতে লাগিলেন এবং নিরাশা আসিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত স্থানগুলি অধিকার করিয়া

বসিলেন। সুখদ বসন্ত ঋতু যেরূপ ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতভাবে প্রবল বাত্যাবিশিষ্ট গ্রীষ্মকাল দ্বারা নিরাকৃত হয় তদ্রূপ শান্তি দেবী প্রতিনিয়তই, আমার মন হইতে, দুর্ব্বিসহ অশান্তি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইতে লাগিল। স্মৃতিশক্তি দিন দিন বিষধর দষ্টা, বিকৃতদেহকান্তি লাবণ্যময়ী অথচ কুরূপা কামিনীর ন্যায় কোন্ অজানিত স্থানে নীত হইলেন জানি না। তবে দিন দিন সরযূর মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়মধ্যে আরও জাজ্জ্বল্যমান হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। শেষে আমি ফলমূল দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে সেই দিব্যাঙ্গনা সরযূর অনুসন্ধান করিব মনে করিলাম।"

"আমিও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বনে বনে তোমার অনেক অনুসন্ধান করিলাম। অবশেষে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে উপনীত হইলাম। তথায় এক বিষম বিপদে বা সুখদ সম্পদে পড়িলাম:—একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ভিন্ন অপর কেহ সেই কুটীরে ছিলনা। সেই আমার অতিথিসৎকার করিল। ২।৪ দিন থাকিতে থাকিতে তাহার সহিত বিশেষ ভালবাসা জন্মিল। আমি তাহাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিলাম। বালিকার প্রেমে পড়িয়া তোমার সহিত বন্ধুত্বও বিস্মৃত হইলাম। কয়েকদিন পর্য্যন্ত তোমার কথা আদতে আমার মনে হইল না। আমি নিতান্ত স্বার্থপর হইলাম। সেই বালিকাকেই আমি সর্ব্বস্বধন মনে করিলাম। তাহার সহিত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকিয়া আমি সংসারের অপর সকল দ্রব্যই বিস্মৃত হইলাম। আজ আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও লজ্জিত হইতেছি। তদনন্তর সেই বালিকাকে সঙ্গে লইয়া আমি তোমার অনুসন্ধানে

বহির্গত হইলাম। একটী গ্রামের নিকটে গিয়া শুনিলাম তুমি পশ্চিম গিয়াছ। আমিও তন্মুহূর্ত্তে নৌকা ভাড়া করিয়া পশ্চিম আসিবার জন্য ছাড়িলাম। পথিমধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে নৌকা নিমগ্ন হইল। সে বালিকা কোথায় গেল জানিনা। আমি অনেক কষ্টে তীরে উঠিলাম। সেই বালিকার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। তোমার কথা তখন আমার মনে পড়িল। কলত্র বিরহের যন্ত্রণা তখন আমি সম্পূর্ণ-রূপে বুঝিতে পারিলাম।"

"নগেন্দ্র তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। নগেন' তুমি আজ অবধি আমায় আর ঘৃণা করিও না। আমি নিরাশ্রয়—আমায় আশ্রয় দাও। আমি হতভাগ্য। আমার উপর দয়া কর॥ আমি দুরবস্থাপন্ন !!!"

"ছি দেবেন, এত আত্মঅবজ্ঞা কেন? এস কাপড় চোপড় ছেড়ে কিছু খাবে। সমস্ত দিন বোধহয় কিছু খাও নেই। তোমায় আমি অনেক কষ্ট দিলাম। আমায় ক্ষমা কর।"





ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ



তীর্থ যাত্রা।

নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ আহারান্তে বৈঠকখানার এক কুঠরীতে শয়ন করিলেন। উভয়েই একটী পর্য্যাঙ্কে শয়ন করিয়া আপন আপন দুঃখ বিবৃত করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকাল। কাজেই ভিতরে থাকিতে তাঁহাদের কষ্ট বোধ হইল। শেষে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া শুইলেন।

আকাশ পরিষ্কার, চন্দ্র নির্ম্মল গগনে কিরণজাল বিতরণ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন "নগেন চল এখানে থাকিয়া কি হইবে? তীর্থযাত্রায় গমন করি। আমাদের সুখের আশা খুব অল্প। তাই বলি চল না হয় তীর্থেই জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

"দেবেন আমিত তোমায় পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে সংসারে সুখ খুব কম। পূর্ব্বে আমার আশা ছিল সরযূকে পাওয়া যাইবে। এক্ষণে দেখিতেছি সে আশা খুব অল্প। এক্ষণে দেখিতেছি নিরাশা কোন সময়েই আমাদিগকে ত্যাগ করিবে না। তাই বলি আমিও তোমার কথার বিশেষ অনুমোদন করি। তবে কিছুদিন অতিরিক্ত তল্লাশ তদ্বিষয়ে কিছু

নয়। ভাগ্যের উপর কতকটা নির্ভর করাও ভাল। সংসারে আশাই একমাত্র উপায়। ইহাতে মনে কতক শান্তি পাওয়া যায়। তাই বলি চল তীর্থ করিতে যাইব কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সরযূ ও ইন্দুমুখীর অনুসন্ধান করিতে ছাড়িব কেন?

"তোমার কথা যথার্থ। আমি জানি আর সরযূকে পাইব না, তথাপি আমার মন কেন সেইরূপ ভাবিতেই ভালবাসে? মনে হয় সরযূ জীবিত আছে।"

"তুমি সরযূকে পাইবে এরূপ আশা করিতে পার। কিন্তু আমি যে ইন্দুমুখীকে পাইব সে আশা আর করিতে পারি না। ইন্দুমুখী সন্তরণ জানিত না সুতরাং সে হয়ত নদীজলেই জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। তবে কিজান "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।"

"তবে কল্যই যাইব।"

"হ্যাঁ তাই করিব। কিন্তু হঠাৎ চলিয়া যাওয়াটা—"

"না ভাই! ইহাতে আর "কিন্তু" বলা চলিবে না।"

দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কুঞ্জ-কামিনী পশ্চাৎ দিক হইতে অন্তরালে থাকিয়া সমস্তই শুনি-তেছে। চলিয়া যাইবার কথাটাতে তাহার হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিল। সে তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে গেল। ভিতরে গিয়া রামীর সহিত ফিস্ ফিস্ করিয়া কি পরামর্শ করিল। বলিল "চলুক না আমি ওদের সঙ্গে যাব।"

এদিকে রামীকে নন্দকিশোর বাবু ডাকিয়া বলিলেন "তুই এখনি সরকার মহাশয়কে বল্ যে জামাই বাবুর অসুখ করেছে তিনি একবার দেখে আসুন। রামনাথ তাঁহার সঙ্গে যাইবে।"

রামী নগেন্দ্রনাথকে সেই কথা বলিল। নগেন্দ্রনাথ বন্ধুর

সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন রামী আসিয়া তাহার ব্যাঘাত দিল ইহাতে তিনি দুঃখিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন "দেবেন তুমি থাক ঘুমাইওনা আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।"

নগেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। কুঞ্জকামিনী অবসর পাইয়া ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "কিহে নবীন সন্ন্যাসী। তুমি কি সন্ন্যাসী নাকি? কিসের সন্ন্যাসী? প্রেমের সন্ন্যাসী নাকি? তোমার এমন রূপ। এই নবীন বয়স! দিব্বি চেহারা। তবে সন্ন্যাসীর বেশ কেন? মদন তোমায় ভয় করে নাকি? না তুমি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ?"

দেবেন্দ্রনাথ অবাক্। অপরিচিতা কামিনী তাঁহাকে এরূপভাবে সম্বোধন করিতেছে ইহাতে তাঁহার বড় বিস্ময় হইল। কোন কথা না বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু কুঞ্জকামিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল "কিহে তুমি এমন অরসিক কেন? কথা কহিতে জাননা নাকি? না কি তুমি বোবা? কি ভাব্‌ছ? কড়ি বরগা গণনা হচ্ছে বুঝি?"

দেবেন্দ্রনাথ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে অথচ গম্ভীরভাবে বলিলেন "সুন্দরি—"

"কিহে এইযে—(কে বলে শিমুলফুলের গন্ধ নাই?) তুমি কথা কহিতে পার।

দেবেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন "সুন্দরি—আর আমায় কষ্ট দিওনা, আমি এক্ষণে বড় কষ্ট পাইতেছি। আর তুমি মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিওনা। আমি নিজের কষ্টে নিজেই দগ্ধ হচ্ছি। স্ত্রীলোক দেখিলে আমার মনে বড় দুঃখ হচ্ছে।

তুমি আমার পরিচিত নও। অথচ কেন আমার সঙ্গে কিরূপে এরূপ ভাবে কথা কহিতেছ?"

"কেনহে তোমার আবার কষ্ট কি? এস তোমার সব কষ্ট দূরে রেখে দি। আমি তোমায় চিনি। কিন্তু তুমি আমায় জান না।"

"কেন বৃথা কষ্ট দাও—আমরা কল্যই চলিয়া যাইব? তুমি বুঝি নন্দকিশোর বাবুর ছোট কন্যা? তোমার স্বামীরই বুঝি অসুখ করেছে?"

"না ভাই ওসব কথায় কাজ নাই। তোমার বেশ রূপ। দেখ্‌লে তোমায় ভালবাস্‌তে মন যায়। তুমি যেখানে যাবে আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। তোমায় আর কোথায় যেতে দেব না। এস আমার নিকটে এস তোমায় কাছে রাখব।"

"যাও ওসব কথা আমার কাছে বল না। তুমি কি কুলটা? লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে।"

"আমার কলঙ্ক হয় হউক তাহাতে আমি ভয় করি না। যদি তোমায় পাই তবে আমি সব সহ্য কর্‌তে পারি। তোমার জন্য আমি মরিতে পারি।"

"তাই করবে। কিন্তু এখন যাও।"

এদিকে নগেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত। কুঞ্জকামিনী নিঃশব্দ-পদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "জামাইবাবুর অসুখ বড় বেশী। তিনি কুঞ্জকামিনীকে একবার দেখিতে চান।"

কুঞ্জকামিনী তাহা শ্রবণ করিয়া পীড়ার ভাণ করিয়া এক গৃহে শুইয়া থাকিল। নন্দকিশোর বাবু জানিলেন কুঞ্জকামিনীর

বড় জ্বর হইয়াছে। কাজেই তিনি স্বয়ং জামাই বাবুকে দেখিতে গেলেন।

এদিকে রামী আসিয়া কুঞ্জকামিনীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কুঞ্জকামিনী যেন সত্য সত্যই পীড়িত। ছি কুঞ্জকামিনী তোমার স্বভাব এত খারাপ! তোমার হৃদয় এত নীচ! তোমার চিত্ত-চাঞ্চল্য এত অধিক !!! তুমি একজনকে ভালবাসিতে পার না। দেখ তুমি নগেন্দ্রনাথের রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছিলে। আবার আজ দেবেন্দ্রনাথের রূপ দেখিয়া তুমি নগেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দেবেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতে চাও? ছি তোমার হৃদয়ের ভিতর এত কুঅভিসন্ধি কেন? তুমি আবার কুলবালা নাম ধরিতে চাও?

যাও কুঞ্জকামিনী তুমি নরককুণ্ডের কুঞ্জবনে বিহার কর। যেখানে পাপিনীগণ নিয়ত যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, যেখানে দুর্গন্ধপূর্ণ বিষ্ঠারাশি অবিরত বিরাজ করিতেছে—যেখানে পুরীষই একমাত্র জীবন ধারণের দ্রব্য—নিশ্বাস প্রশ্বাস করিবার বায়ু—যেখানে পুরীষই চোর্ব্ব, চোষ্য ও সেবনীয় দ্রব্য—যেখানে পূতিগন্ধ পরিপূর্ণ পদার্থগণই সর্ব্বস্থান সমাচ্ছন্ন করিয়াছে—যেখানে দুরন্ত শমনকিঙ্করগণ অবিরত পাপিনীদিগকে সুদৃঢ় লৌহমুদ্গর দ্বারা প্রহার করিতেছে—সেই নরককুণ্ডে যাও। সেইস্থানই তোমার উপযুক্ত বাসস্থান !!!

নগেন্দ্রনাথ আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট কুঞ্জকামিনীর কথা শ্রবণ করিয়া কোন বিস্ময়সূচক ভাব প্রকাশ করিলেন না। কারণ তিনি সমস্তই জানেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে আরও বিস্মিত হইলেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "দেবেন্ ইহাতে বিস্ম-

য়ের কারণ কিছুই নাই। তোমার চক্ষে পূর্ব্বে কখনও এরূপ ঘটনা পড়ে নাই তাই তুমি বিস্মিত হইতেছ। কিন্তু আমি সমস্তই দেখিতেছি। যদি তুমি আর ২।৪টা এরূপ ঘটনা দেখ তবেই সংসারের গতিক বুঝিতে পারিবে।

"না ভাই। এরূপ ঘটনা আর আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। কল্য দিবার জন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই চল অদ্য রাত্রিতেই চলিয়া যাইব।"

"তবে চল আর এখানে থাকিবার আবশ্যকতা নাই। তার বাবুও আমায় কিছু বলিতে পারিবেন না। কারণ আমি হিসাব পত্র টাকা কড়ি সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। তিনি একবার দেখিলেই সব বুঝিতে পারিবেন। তবে একখানি পত্র লিখিয়া বাক্সের উপর রাখিয়া যাই।"

"তাই কর।"

তৎপরে নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ নন্দকিশোর বাবুর বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। শীঘ্র শীঘ্র চলিতে লাগিলেন। অনেকদূর গমনের পর রাত্রি প্রভাত হইল। দুই একখানি গ্রাম তাঁহাদের নিকটে থাকিল। রাস্তায় যাহাকে দেখিতে পান তাহাকেই ইন্দুমুখী ও সরযূর কথা জিজ্ঞাসা করেন। অনেকে তাহাদিগকে পাগল ভাবিল। আবার অনেকে তাহাদের কথা সত্য ভাবিয়া সময়োচিত উত্তর দিল। অবশেষে তাঁহারা রাজ-নগর গ্রামে উপনীত হইলেন। বেলা তখন অনেক হইয়াছে। এক বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে সরযূর খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা উত্তর দিল:—"মশাই নাম টাম জানিনে তবে দুটী বালিকা, কিছুদিন আগে, এই গ্রাম

দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কয়েকজন দস্যু তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। তবে গ্রামের কেহ কেহ বলিতেছে তাদের মধ্যে একের নাম সরযূ আর অপরের নাম ইন্দুমুখী।”

দেবেন্দ্রনাথ বৃদ্ধাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। নগেন্দ্রনাথও নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশানক্ষত্র ক্ষণেক পূর্ব্বে তাঁহাদের হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া অস্পষ্টভাবে দীপ্তি পাইতেছিল তাহার সমস্তই একে একে বিলীন হইতে লাগিল। যত আশাবীজ তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতেছিল সমস্তই অঙ্কুরে শুষ্ক হইল! হতাশা আসিয়া তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিল।

নগেন্দ্রনাথ নিতান্ত অধীর হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ অধীর অথচ ধীর! চঞ্চল অথচ গম্ভীর, ব্যাকুল অথচ প্রশান্ত। দগ্ধ-কলেবর তথাপি হিমাদ্রিবৎ স্থির। তিনি নগেন্দ্রনাথকে বলিলেন “নগেন আর ভাবিলে কি হইবে। চল দেখিব তীর্থে কোন সুখ আছে কিনা।”

এদিকে কুঞ্জকামিনী পরদিন প্রভাতে উঠিয়া যখন দেখিল দেবেন্দ্রনাথ ও হরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাহার মাথায় আকাশ পাতাল ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে বেলা দুই প্রহরের সময় কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইল। কোথায় চলিয়া গেল জানিনা।





চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনী।

সুবিশাল প্রান্তর। প্রান্তরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র, বৃহৎ বৃক্ষ প্রকৃতিদেবী কর্ত্তৃক রোপিত হইয়াছে। তরুরাজির অধিকাংশই নিবিড়পল্লবসমাচ্ছন্ন। প্রান্তরের স্থানে স্থানে দুই চারিটী পুষ্পবৃক্ষ তাহার শোভা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। স্থানে স্থানে দুই চারিটী প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। শিলাগুলির মধ্যে কোনটী কৃষ্ণবর্ণ; কোনটী শ্বেতবর্ণ। আবার কোনটী শ্বেত কৃষ্ণবর্ণে মিশ্রিত। কোনটী ভগ্ন, কোনটী অভগ্ন। কোনটী দৈর্ঘ্যে অধিক, কোনটী প্রস্থে কিছু বেশী। কোথাও কোথাও কতকগুলি উপলখণ্ড একত্র হইয়া দুই দশ হাত উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ের অনুকরণ করিতেছে। তাহার উপর কতকগুলি বৃক্ষও জন্মিয়াছে। প্রান্তরের কোন স্থান উন্নত—কোন স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন। উন্নত স্থানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়াছে; নিম্নভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মাদি রহিয়াছে। প্রান্তরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিলে কোন গ্রামই দৃষ্ট হয় না। সমস্তই অন্ধকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দূরের বৃক্ষাদিও অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হয়।

রজনী প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে নীলাকাশের কিয়দংশ লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আবার কোন কোন অংশ খণ্ড

খণ্ড মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া এক নূতন শোভা দান করিতেছে।

অত্যুষ্ণদ্রবকাঞ্চনবর্ণের থালার ন্যায় বর্ত্তুলাকার দিনমনি দেখা দিতেছেন। পূর্ব্বদিক কুলবধুর ন্যায় ধীরে ধীরে আপন ঘোমটা খুলিয়া সংসারস্থ জীবগণকে আপন মনোহর মুখখানি দেখাইতেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে নিরভিমানী হইতে উপদেশ দিতেছেন। তরুণ অরুণ কিরণ প্রান্তরস্থ হরিৎবর্ণশষ্পবিতিপরিপূর্ণ স্থান-নিপতিত-শিশিরবিন্দু-নিচয়ের উপর প্রতিফলিত হইয়া তাহাদের শোভা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। বোধ হইতেছে যে প্রকৃতিদেবীর হরিৎমুখের শুভ্রস্মিত প্রমাণ করিবার জন্যই শিশিরকণা সমূহ এত আগ্রহের সহিত অরুণ কিরণের অপেক্ষা করিতেছিল। রক্তবর্ণের নবকিশলয়দলের উপর পতিত মুক্তামালাবৎ বিন্যস্ত শিশিরবিন্দু সমূহ প্রকৃতিসুন্দরীর রক্তাধর নিম্নস্থ শুভ্র দন্তপংক্তি জীবগণের চক্ষুগোচর করিতেছে। পবনদেব হিমানিসিক্ত হইয়া, পুষ্পগণের নিকট হইতে সৌরভ অপহরণ করিয়াও গন্ধবহ নাম ধারণপূর্ব্বক মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছেন।

প্রান্তরের মধ্যে দুই একটী জলাশয়ও আছে। সেই সমস্ত সরোবরে অরবিন্দবৃন্দ বিকসিত হইয়া সূর্য্যদেবের অভ্যর্থনা করিতেছে। ভ্রমরগণ গুণ গুণ স্বরে নানা কমলের মধুপান করিয়া বেড়াইতেছে। বিবিধবর্ণের বিহঙ্গগণ ইচ্ছামত এক এক বৃক্ষে বসিয়া এক শাখা হইতে অপর শাখায়, এক পল্লব হইতে অপর পল্লবে, এক পত্র হইতে অপর পত্রে গমন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে মধুর রবে গান করিতেছে। এইরূপে প্রকৃতিদেবী প্রান্তরটীর শোভা বৃদ্ধি করিতে ত্রুটি স্বীকার করেন নাই।

এই প্রান্তরে প্রভাতে একখণ্ড শিলার উপর একটী নবীনা সন্ন্যাসিনীকে উপবিষ্টা দেখা গেল। দেখিলে বোধহয় তাহার বয়স অন্যূন ষোড়শ বর্ষ। তাহার আকৃতি দেখিলে সহসা তাহাকে মানবী বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় কোন স্বর্গীয়া রমণী ধরাতলে কোন অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য এই মনোহর প্রান্তরে ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। তাহার পাদাঙ্গুলির নখজ্যোতিঃতে শত চন্দ্রমা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, কারণ চন্দ্রে কলঙ্ক আছে কিন্তু এই সন্ন্যাসিনীর নখদ্যুতিতে কিছুমাত্র কলঙ্ক নাই। চরণের অঙ্গুলিসমূহ নবনীতবৎ কোমল, রক্তপদ্মবৎ লোহিতবর্ণ। তাহার জঙ্ঘা সুগোল, সুবর্ত্তুল, নাতিদীর্ঘ, নাতিক্ষুদ্র। উরুদেশ রামরম্ভা তরুর ন্যায় নহে কারণ তাহা অতীব শৈত্যগুণ বিশিষ্ট—গজেন্দ্র করবৎ নহে কারণ তাহা কর্কশচর্ম্ম। তাহার উপমাস্থল অনুসন্ধানের অতীত। বঙ্গভাষায় তেমন শব্দ নাই, আমার কল্পনায় তেমন কবিত্বও নাই, তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ইহার যথার্থ বর্ণনা করিতে পারিলাম না। সংসারে তেমন দ্রব্য পাইলাম না যাহার সহিত তাহার কিছু সাদৃশ্য দেখাইতে পারি। নিতম্বদেশ কিন্নরীগণের নিতম্বের ন্যায় অতীব গুরু নহে। কটিদেশ ক্ষীণ। কিন্তু তাহার উপমা নাই। তাহার উপমা তাহাই। কটির উপরিভাগে ত্রিবলি। বোধ হইতেছে যেন মূর্ত্তিধারী নবযৌবন মদনের আরোহণের সুবিধা করিবার জন্য এই তিন মনোহর সোপান রচনা করিয়াছেন। তাহার বক্ষে স্থূল, কঠোর, কুচগিরিদ্বয় উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া দাড়িম্ব ফলের মনে অধিক লজ্জা উৎপাদন করিতেছে। সুতরাং দাড়িম্বগণ লজ্জায়

অধোবদন হইয়া শাখা হইতে পতিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। যেন তাহারা সর্ব্বসন্তাপহারিণী পৃথিবীমাতার নিকট গমন করিয়া স্ত্রীজনিত, অন্তঃস্থল বিদীর্ণকারী দুঃখের কিয়দংশ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া স্ব স্ব হৃদয়ের ভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিবে, এবং তাঁহার নিকট কিছু উপদেশ গ্রহণ করিবে, এই জন্য ব্যাকুল হইয়া বাতাসের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু তরু তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আছে। কাজেই তাহারা মনের কষ্ট মনেই রাখিতে বাধ্য হইতেছে।

কুচদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ এত সংকীর্ণ যে তাহার মধ্যে মৃণালদণ্ডের এক একটী সূত্রের শতাংশের এক অংশও অতি কষ্টে প্রবেশ করিতে পারে। তাহার হস্তদ্বয় শিরীষ পুষ্প অপেক্ষাও কোমলতর। করতল প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় লোহিতবর্ণ। কিন্তু উপমার দোষ হইল। সূর্য্যের কিরণে প্রখরতা আছে; কিন্তু এই করতল শৈত্যগুণবিশিষ্ট এবং কোমলতার আধার। করোরুহজ্যোতিঃতে অগণ্য মার্কতদ্যুতি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। গ্রীবাদেশ কোমল। অতি দীর্ঘও নহে অতি ক্ষুদ্রও নহে। কম্বু তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। শেষে ঘৃণায় বিকৃতাকার ধারণ করিয়া নানাস্থানে পড়িয়া আছে। তাহার বদনের শোভা অতুলনীয়। সংসারে এমন কোন বস্তু নাই যদ্দ্বারা তাহার সাদৃশ্য বর্ণনা করিতে পারি। পক্ব বিম্বগণ একত্র হইয়া তাহার ওষ্ঠাধরের অনুকরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিল কিন্তু বিফল প্রযত্ন হইয়া হরিৎবর্ণ পত্রের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছে। যদি মনে মনে কুন্দ ফুল সাজাইয়া রক্তবর্ণ নবকিশলয়ের উপর স্থাপিত করা যায়, অথবা

যদি মুক্তার মালা গাঁথিয়া পরিষ্কার প্রবালের উপর রাখা যায়, কিম্বা যদি পক্ক বিম্বসমূহ স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া তাহার এক এক স্তরে কয়েকটী করিয়া কুন্দকুসুম মনে মনে সাজান যায়, অথবা যদি রক্ত শতদলদল এক নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া মনে মনে মুক্তার মালা তাহার উপর ব্যাপ্ত করা যায়, তবে তাহার রক্তাধর নিম্নস্থ দন্তপংক্তির শোভা কতক পরিমাণে অনুভব করা যাইতে পারে। যদি মনে মনে খগরাজের নাসিকা, কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ক্ষমতাদ্বারা মনোমত করিয়া লওয়া যায় তবে তাহার নাসিকার সাদৃশ্য কতকটা বর্ণনা করা যায়। তাহার নীলোৎপল বিনিন্দিত নেত্রদ্বয় প্রায় শ্রুতিবিবরের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। তাহার সুচারু, মনোহারিণী, সূক্ষ্ম লোমসমন্বিতা ভ্রূলতা পুষ্পাস্ত্রের কার্ম্মুখজ্যার লজ্জা উৎপাদন করিয়াছে। তাহার নেত্রদ্বয়ে মৃগনয়নের ন্যায় চঞ্চলতা আছে অথচ তাহা নির্ব্বাতপ্রদেশ রক্ষিত দীপশিখার ন্যায় স্থিরভাবে থাকে। চমরীমৃগ যূথ যদি একবার সন্ন্যাসিনীর আলুলায়িত অলকগুচ্ছ দর্শন করে, তবে তাহাদের লাঙ্গুলকেশোৎকর্ষতা জনিত অহঙ্কারের সমূহ লঘুত্ব হয়।

পাঠক রাগ করিও না। আমি তোমার ক্ষমার প্রার্থী। আমার মনে তেমন গাঢ় ভাব নাই, কল্পনায় তেমন মধুরত্ব নাই, ভাষায় তেমন কথা পাইলাম না, আমার বুদ্ধিশক্তি তেমন তীক্ষ্ণ নহে, কোন গ্রন্থে তেমন ভাব পাইলাম না, যদ্দ্বারা তোমার নিকট এই সন্ন্যাসিনীর অপরূপ রূপের কিয়দংশ উপস্থিত করিতে পারি। তবে এইমাত্র আমার মনে হয়—বিধাতা হয় একাধারে সমস্ত সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার নিমিত্ত

জগতের সৌন্দর্য্য সমূহের উৎকর্ষতা একত্র করিয়া ইহার শরীরে অর্পণ করিয়াছেন; অথবা তাহাকে প্রথমে তুলিকাদ্বারা চিত্র-পটে অঙ্কিত করিয়া পরে তাহার শরীরে প্রাণ দিয়াছেন—কিম্বা তিনি মনে মনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত সৌন্দর্য্য, মধুরতা, চারুতা ইত্যাদি একত্র করিয়া মনে মনেই তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

তাই আজ আমি তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। চপলতা মাপ করিবে। আমার সাহসিকতার উপর দোষারোপ করিও না। তোমার নিকট ইহাই প্রার্থনা।





পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"তুই নরপিশাচ!"

সন্ন্যাসিনী সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া আছে। তাহার ঠিক পশ্চাতে একটী বৃক্ষ। বৃক্ষের শাখাগুলি সুদূর বিস্তৃত। অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ন্যাসিনী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মরালগণ যদি এসময় তাহাকে দেখিতে পায়, তবে হয়ত তাহারা ঈর্ষাভরে আর চলিতে চাহিবে না। চিরকাল নিস্পন্দভাবে থাকিবে। সন্ন্যাসিনী কেশদাম পৃষ্ঠদেশ ব্যাপ্ত করিয়া, নিতম্বদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া, প্রায় মৃত্তিকার উপরিভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

তাহার অলক্ষিতভাবে কে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। বাতাস দিতেছে। সুতরাং সন্ন্যাসিনী তাহার পদশব্দ শ্রবণ করিতে পারিতেছে না। এদিকে অনুগমনকারীও সতর্কতার সহিত পদবিক্ষেপ করিতেছে। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যেমন পশ্চাৎদিকে চাহিল, অমনি সে অবাক হইল। তাহাকে দেখিয়া তাহার আত্মাপুরুষ বিশুষ্কপ্রায় হইল। কারণ তাহার মূর্ত্তি ভীষণত্বপূর্ণ। তাহার বয়স অন্যূন চত্বারিংশৎ বৎসর। তাহাতে সে পুরুষ জাতি। সন্ন্যাসিনীর মুখে কথা ফুটিল

সেই ব্যক্তিই জিজ্ঞাসা করিল:—

"কি চাঁদ এখানেও যে এসেছ? মনে করেছ এখানে এলে পরিত্রাণ পাবে? জাননা আমার নাম তারানাথ। আমার নাম শুন্‌লে লোকে ভয় করে, আর তুমি কি না আমার হাত থেকেও পলায়ন করেছ?"

সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে উত্তর দিল "না মহাশয়, আমার মন বড় খারাপ হয়েছিল তাই এখানে এসেছিলেম।"

"বাবা, অন্য কোথাও বুঝি থাক্‌বার স্থান পাওনি? তাই রাত্রিতে এখানে মর্ত্তে এসেছিলে? আর তোর সেই সঙ্গিনীটা কোথায়?"

"তার খবর আমি জানি না!"

"তুই রাত্রিতে আমায় না বলে কেন সেখান্ থেকে সেদিন চলে এসেছিলি বল্।"

"আমার প্রয়োজন ছিল। তাই এসেছিলেম। তা'তে আপনার ক্ষতি কি?"

"কি তুই আমায় অবজ্ঞা কর্‌ছিস্।"

সন্ন্যাসিনীর ক্রোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে জোরের সহিত উত্তর দিল "অবজ্ঞা চিরকালইত তুই আমার অবজ্ঞার বস্তু। তুইত নরকের কীট!"

আগন্তুক দেখিল বলপ্রকাশ দ্বারা সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। কাজেই সে একটু নরম হইয়া বলিল "দেখ সন্ন্যাসিনী—না তোমায় সন্ন্যাসিনী কেন বলিব? দেখ নবযুবতি—দেখ মনোমোহিনি—আর আমায় কষ্ট দিও না। এস তোমায় আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ শীতল করি।

"কি নরপিশাচ! নরাধম! আমার শরীরে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত!"

"না—না—দেবী না—তুমি আমায় কৃপা কর। আমি তোমার ক্রীতদাস। এই আমি তোমার পদতলে পড়িলাম।"

সন্ন্যাসিনী সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া চলিতে লাগিল। সে সময় বুঝিয়া মন আরও দৃঢ় করিল। কিন্তু অনুসরণকারী তখন আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। ধীরগম্ভীর স্বরে বলিল :——

"জানিস্ না আমি পুরুষ। আমার নাম তারানাথ শর্ম্মা। আমি বুঝি তোর কথায় ভয় করিব? এই দ্যাখ্ তোকে বল-পূর্ব্বক ধরি।"

এই বলিয়া, যেমন তারানাথ সন্ন্যাসিনীকে ধরিতে গেল অমনি সন্ন্যাসিনী সরিয়া গেল। তারানাথ তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া একটী গর্ত্তে পতিত হইল। কে যেন অলক্ষিত ভাবে সন্ন্যাসিনীকে অন্যত্র লইয়া গেল। কিন্তু তারানাথ মরি[illegible] না। গর্ত্তের মধ্যে কতক জল ও কতক পাঁক ছিল। তারা-নাথ পাঁকে পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না। সন্ন্যাসিনী তাহাকে বলিল "কি নরপিশাচ তুই আমার উপর অত্যাচার করতে যাস্।" এই বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল। তারানাথ তথায় থাকিল।





ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

রক্ষাকর্ত্তা কে?

সন্ন্যাসিনী প্রান্তরের পূর্ব্বদিক অভিমুখে অনেকদূর গমন করিয়া একখান গ্রাম দেখিতে পাইল। মনে করিল গ্রামে প্রবেশ করিবে; কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল। কারণ সে যে এক্ষণে সন্ন্যাসিনী—তবে লোকালয়ে যাইবে কেন?

কিন্তু পাঠক! একটী কথা আমার জিজ্ঞাস্য—বাস্তবিকই কি সন্ন্যাসিনী মনুষ্যের সংসর্গ ভালবাসে না? বাস্তবিকই কি সে আর কখনও মনুষ্যের মুখ দেখিবে না? তাহার মনের গতি কি প্রকার?

পাঠক পারত তুমি নিজেই একথার উত্তর দাও। আমি আপাততঃ যাহা বলিব তাহা তোমার মনে না ধরিতে পারে। সন্ন্যাসিনীর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়, সে আর জনসমাজে ফিরিবে না, আর সে লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিবে না; কিন্তু সময় ত তাহাকে ছাড়িবে না। সময় বলে "বেশ তোমায় খোলা মুখ দেখাইতে হইবে না—তুমি ঘোমটার ভিতর মুখ লুকাইয়া লোকালয়ে থাক।

আচ্ছা তাহা হইল, কিন্তু পাঠক তুমি কি এই যুবতি সন্ন্যাসিনীকে সন্ন্যাসিনী দেখিতে ভালবাস? তোমার কি ইচ্ছা অসূর্য্যম্পশ্যরূপাকামিনী চিরকাল কঠোরতা অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা অবশেষে এই সন্ন্যাসিনী বল্কল পরিধান করিয়া পর্ব্বতকন্দরে বাস করিয়া জীবিতকালের দিনগুলি একে একে শেষ করিবে? কিম্বা সে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া গঙ্গাগর্ভে বসিয়া মনে মনে আপন উপাস্য দেবতাকে ভক্তিপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে করিতে শেষে ভাগিরথীসলিল কর্ত্তৃক অকুলসমুদ্রে নীত হইবে?

ইহার মধ্যে কোন্‌টী তোমার মনোমত হইল? যেটীই তোমার ভাল বোধহউক, যেটীই তোমার প্রিয় হউক আমি কিন্তু এখানে সাহসিকতার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার মতের সহিত তোমার মত না মিলিতে পারে।

যে যাহাকে চায় সে যদি তাহাকে না পায় তবে আমার মনে বড় দুঃখ হয়, যে যাঁহার প্রিয়বস্তুর নিমিত্ত জীবনের মমতা ত্যাগ করিতে পারে, সে যদি তাহাকে না পায়, তবে আমার মনে বড় দুঃখ হয়। যদি কেহ কাহাকে বাল্যকাল অবধি ভালবাসিয়া থাকে, এবং যদি সে হঠাৎ কোন অভাবনীয় ঘটনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত হয়, তবে আমার মন উভয়ের জন্যই ক্রন্দন করে। আবার যদি আমি তাহাদিগকে একস্থানে মিলিত দেখি তবে আমার মনে বড় আনন্দ হয়। তাই বলি আমি বড় স্বার্থপর। সর্ব্বদা নিজের সুখের জন্যই লালায়িত। আমি জানি সন্ন্যাসিনীর অভিপ্রায় বিভিন্ন প্রকৃতির বশবর্ত্তী। আমি জানি সন্ন্যাসিনী—সন্ন্যাসিনী—একটী

দ্রব্যের জন্য সন্ন্যাসিনী—একটী জিনিষ পায় নাই বলিয়াই সে এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। সেই দ্রব্যটী তাহার মনোনয়নে অবিরত বিরাজ করিতেছে; তজ্জন্য তাহার মন যদিও কিয়ৎ পরিমাণে পরিতুষ্ট, তথাপি তাহার বাহ্যনয়ন তাহার অদর্শনে সর্ব্বদাই ব্যাকুল। মনে যাহা অনুভব করা যায়, তাহা যদি শরীরের দ্বারা বোধ করিতে পারা যায় তবে আমাদের আনন্দ দ্বিগুণিত হয়। আমরা সর্ব্বদাই এই দ্বিগুণিত আনন্দের প্রার্থী। একটী পাইলেই আমরা আর একটী চাই। একপ্রকার সুখ পাইলেই অপর প্রকারের জন্য আমরা ব্যস্ত হই।

তাই বলি পাঠক এ নবীনা সন্ন্যাসিনীকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া কি ভাল দেখায়? তাহার সংসারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা ছিল এবং এখনও কিছু কিছু আছে তবে উপায় দুর্লভ।

যাইতে যাইতে সে এক নদীতীরে উপস্থিত হইল। শুনিল নদীটীর নাম সরযূ।

ঘাটের নিকট গিয়া মনে মনে চিন্তা হইল "মাঝি পাছে পয়সা চায়? আমার নিকট ত একটীও পয়সা নাই।" ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে মাঝিকে ডাকিল। মাঝি নিকটে আসিয়া তাহার কথা শুনিল এবং বলিল "মা তুমি পয়সা কোথায় পাবে? চল তোমায় পার করতে পয়সা নেব না। আমরা ব্রাহ্মণদিগকে ও সন্ন্যাসীদিগকে বিনা পয়সায় পার করি। তবে চল মা তুমি নৌকায় ওঠ।" মাঝি নৌকা ছাড়িবে এমন সময় একটী লোক তথায় উপস্থিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন "আরে মাঝি চল শীগ্‌গির শীগ্‌গির নৌকা সাজা, আমায় পারে যেতে

হবে। মাঝি নৌকা ছাড়িল। আরোহীর মধ্যে মাঝিরা তিন জন, সন্ন্যাসিনী ও সেই লোকটী।

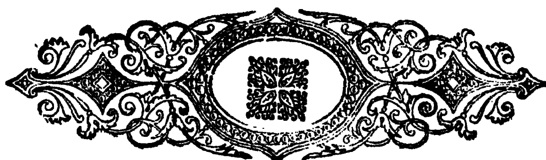
সন্ন্যাসিনী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, পরে সে ব্যক্তি যখন নৌকায় উঠিলেন তখন সে অবাক হইল কিন্তু অতুল সাহসের সহিত বলিয়া উঠিল "কি তারানাথ! নরপিশাচ! এখানেও এসেচিস্।" কিন্তু সে মনে ভাবিল "এখন আমার রক্ষাকর্ত্তা কে?"

নৌকা ধীরে ধীরে চলিতেছে। ঝড় নাই, বাতাস নাই, আকাশ পরিষ্কার। বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। তারানাথ নৌকায় সন্ন্যাসিনীকে যথেচ্ছা ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনী তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইল। শেষে তিনি তাহার তোষামোদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার মন নরম হইল না। তারানাথ তখন দুঃসহ পরুষবাক্যে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনীর আর সহ্য হইল না; সে ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল। তারানাথ বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে ধীরে ধীরে সরযূর পবিত্র সলিলে পতিত হইল।

মাঝি এতক্ষণ দাঁড় টানিতেছিল। সে যখন এই ভয়াবহ, হৃদয়বিদারক দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করিল, তখন সে তারানাথকে যথেচ্ছা তিরস্কার করিতে লাগিল। তারানাথ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে মারিতে গেলেন। হাতাহাতি আরম্ভ হইল। তারানাথ নৌকা হইতে পড়িয়া গেলেন। সরযূ তাহাকে কতদূরে লইয়া গেল জানি না। তারানাথের জীবনলীলা শেষ হইল। নিষ্ঠুরতা কোথায় চলিয়া গেল। ক্ষণেকের মধ্যে সমস্তই ফুরাইল। তাই বলি কাহারও উপর কুব্যবহার করিও না। সময়ের নিকট কিছুই অপরিচিত নহে।

এদিকে মাঝি শূন্য নৌকা লইয়া পর পারে উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসিনীর জন্য নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সরযূতীরে ক্ষুণ্ণ মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল একটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। তাঁহার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া অপর একটী স্ত্রীলোক শুইয়া আছেন। নিকটে তাহারই পরিচিত একজন মাঝি বসিয়া আছে। মাঝি নিকটে গিয়া দেখিল শায়িতা স্ত্রী-লোকটী সেই সন্ন্যাসিনী। যে মাঝি নিকটে বসিয়া আছে সেই তাহাকে তুলিয়াছিল। সন্ন্যাসিনীর চৈতন্য হইয়াছে, কিন্তু তাহার শরীর অবসন্ন। ধীরে ধীরে সে এক একবার বলিতেছে "আমি কোথায়। আমার রক্ষা কর্ত্তা কে?"





সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সরযূ তটে।

দিনকর সমস্ত দিন সন্ন্যাসীর ন্যায় অনন্ত আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইলেন। শেষে পশ্চিমাকাশে গিয়া নীহারমণ্ডিত অস্তাচলচূড়ায় উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিকে চন্দ্রদেব তাঁহার বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির অনুকরণ করিয়া কুমুদিনীর বিরহব্যথা বিদূরীত করিতে যত্নবান হইলেন। কমলিনী, দুঃখে, ঈর্ষায় ও ক্ষোভে ম্লানমুখী হইয়া লজ্জাবসনে অবগুণ্ঠন দিয়া মৃণালাসনে উপবেশন করিলেন। রজনীদেবী ও অগণ্য তারকা সমন্বিত চন্দ্রদেবকে সীমন্তে ধারণ করিয়া, শুক্লাম্বরে বিভূষিতা হইয়া, বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা জগতস্থ পদার্থ সমুদায় সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভূচর, খেচর ও জলচরগণের অধিকাংশই নিদ্রাদেবীর মোহিনী-মায়ায় মুগ্ধ হইল।

সরযূর পবিত্র বারি ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। সায়াহ্ন সমীরণ মন্দ মন্দ গতিতে তাহার উপর দিয়া সঞ্চরণ করিতে করিতে সান্ধ্যস্নান কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এক একটী তরঙ্গ আসিয়া তীরের নিকট অপেক্ষা করিব মনে করিতেছে কিন্তু তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগণ্য বীচিমালা ধাবিত হইতেছে।

শেষে সকলেই একে একে হতাশাপূর্ণ হৃদয়ে সহোদরা ভগিনী-গণের ন্যায় একসঙ্গে বিতাড়িত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেহই কাহারও সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছে না। কাহারও ইচ্ছা নাই যে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করি। সকলেই একদিকে একস্থানে থাকিতে অভিলাষী। সুবিমল শশধরকর সরযূ সলিলে তরঙ্গমালার উপর পতিত হইয়া সহস্র সহস্র অংশে বিভক্ত হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন সহস্র সহস্র চন্দ্র জলে ভাসিতেছে। নৈশগগন নির্ম্মল, মেঘগণ দূরে পলায়ন করিয়াছে। তারকাগণ সাধ্যানুসারে নিজ নিজ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু সুধাংশু কিরণে তাহাদের জ্যোতিঃ ম্লান হইতেছে দেখিয়া অভিমানে তাহারা, তাহারই পার্শ্বে, লুকায়িত হইতেছে।

সমস্ত আকাশটীই সরযূ জলে ভাসিতেছে। তবে উপরের আকাশটী স্থিরভাবে আছে আর নিম্নের আকাশ চঞ্চল। উপরের চন্দ্র একপ্রকার স্থির আছে, কিন্তু নিম্নের চন্দ্র বার বার বিচলিত হইতেছে। তাই বলি সংসারে আসল জিনিষের উপর লক্ষ্য রাখিবে। নকল দ্রব্য গ্রহণ করিও না। নকলে বিঘ্ন আছে, চঞ্চলতা আছে, আসল নিরাপদ, নির্ব্বিঘ্ন ও স্থির। তটের বৃক্ষলতাদি ও সরযূজলে অধোমুখে অবস্থিতি করিতেছে। দৃশ্য রমণীয়।

এই সময় সরযূ তটে একটী বালিকাঅথচযুবতী রমণী বসিয়া আছে। তাহার অঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া অপর একটী যুবতী আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার মুখ হইতে ধীরে ধীরে দুই একটী কথা বাহির হইতেছে। তাহার মস্তকের কেশগুলি কতক বালিকাযুবতীর অঙ্গে এবং কতক মৃত্তিকায় পড়িয়া আছে। পরিধেয় বস্ত্রখানির কতক অংশ তাহার শরীরে আছে এবং

কতক অংশ মাটিতে পাড়িয়া আছে। তাহার হস্ত দুইটীর মধ্যে একটী তাহার বক্ষে আছে এবং অপরটী বালিকা-যুবতীর অঙ্গে আছে। ক্ষণেক থাকিয়া সে বলিল "ইন্দুমুখি তোমরা আমায় বাঁচাইয়া ভাল কর নাই। দেখ আমি যদি মরিয়া যাইতাম, তবে আমার কত ভাল হইত! ইহাতে আমার দুইবার মরা হইবে। দেখ যদি আমি সরযূ জলেই প্রাণ দিতে পারিতাম তবে আর আমায় এজীবনে দেবেন্দ্রনাথের বিরহব্যথা ভোগ করিতে হইত না। আমি মৃত্যুর পর কখনও না, কখনও দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাইতাম। কিন্তু তুমি আমার সে সাধে বাধা দিয়াছ।"

"সরযূ! বৃথা তুমি কেন এত উতলা হচ্ছ। তুমি পতিব্রতা, তুমি অবশ্যই দেবেন্দ্রনাথের দেখা পাইবে। তিনি জীবিত আছেন।"

"না ইন্দুমুখি! আজ আমার মন বড় চঞ্চল হইতেছে; আজ আমার মনে হইতেছে দেবেন্দ্রনাথ এজন্মে আর আমায় দেখা দিবেন না।"

"সরযূ! মন স্থির কর, উঠে ব'স। শুয়ে থাক্‌লে মনে আরও বেশী ভাবনা আসিবে।"

"না ইন্দু! আমি আর উঠিতে পারিব না। শরীর অবসন্ন হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন কেহ অস্ত্রদ্বারা নিয়ত আমার শরীরে আঘাত করিতেছে। আমার— আমার— আমার— শরীর— আর— সংসারে— থাকিবে না।"

সরযূ ক্রমশঃই অবসন্নাঙ্গী হইতেছে। ইন্দুমুখী স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে।

অহো! এই সময় যদি কোন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে

দেবেন্দ্রনাথকে আনিতে পারা যায়—অথবা যদি সরযূর ভাগ্য-ক্রমে তিনি এখানে আসিয়া পড়েন তবে কি সরযূর প্রাণ রক্ষা হয় ? ইন্দুমুখী ভাবিল "আমি যখন অন্যের বিষয় কথা কহিতেছি তখন সরযূ প্রায় অচৈতন্য হইতেছে, কিন্তু যখন দেবেন্দ্রনাথের কথা কহিতেছি তখন সরযূ ক্রমশই প্রফুল্ল হইতেছে। তবে আমি বার বার দেবেন্দ্রনাথের নামি করি।"

এই ভাবিয়া ইন্দুমুখী যেমন দেবেন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করিল অমনি সরযূ চকিতা হরিণীর ন্যায় ইতঃস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "দেবেন্দ্র—দেবেন্দ্র—দেবেন—আমায় মনে পড়েছে কি ? দেবেন এস আমার কাছে এস। সেই অঙ্গীকারের দিন মনে আছে কি—না ভুলে গিয়েছ? দেবেন তুমি না সেই দিন আমার জন্য অকুলপাথার ভাবিতেছিলে ? কৈ দেবেন আমার নিকটেত এলে না। তবে তুমি আর জীবিত নাই। তবে তুমি আর এ সংসারে নাই। তবে তুমি দেবলোকে চলিয়া গিয়াছ। না, বোধ হয় তুমি বেঁচে আছ; তুমি সংসারে আছ। তুমি বিবাহ করেছ। তবে তুমি সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে সুখে থাক। অচিরাৎ তোমার একটা পুত্র হউক। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কালযাপন কর। কিন্তু দেবেন! আমিত আর তোমায় পাইলাম না; তবে আশা থাকিল। জীবন যদি থাকে তবে আশাও থাকিবে। আবার জীবনান্তেও আমার আশা থাকিবে, আমি সুরলোকে তোমার সাক্ষাৎ পাইব। তুমি যা'ই বল দেবেন আমি তোমার আশা কখনও ত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি সৎ পুরুষ, তুমি সুরসিক, তুমি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, তুমি পরিণামদর্শী; আমি তোমার জন্য সব কার্য্যই

করিতে পারিব। তুমি আমায় দেখা দাও—তুমি যা বলিবে, আমি তাই করিব—কিন্তু পর জন্মে যেন তোমায় পাই। না দেবেন কৈ তুমি এলে নাত; তবে আমি আর বাঁচিব না; তবে আমি আর এখানে থাকিব না। সংসার তুচ্ছ! কিন্তু যদি আমি পতিব্রতা হই তবে মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই তোমার দেখা পাব।"

ইন্দুমুখী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল "সরযূ তুমি পাগলের মত এত কি বল্‌ছ। উঠে ব'স। বৃথা কেন কষ্ট পাও।"

"ইন্দুমুখি—আমি বসিতে পারিব না। আর আমি বাঁচিতেও পারিব না। যাই সরযূজলে জীবন দিগে।"

এই বলিয়া যেমন সে সরযূর জলে পড়িতে যাইবে অমনি ইন্দুমুখী তাহাকে ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না, অপর একজনকে আসিয়া সরযূকে ধরিল। সরযূ মূর্চ্ছিতা হইল। ইন্দুমুখী যেমন পশ্চাৎদিকে দেখিতে যাইবে অমনি কে আসিয়া একবারে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। ইন্দুমুখী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু যখন তাহার হস্ত তাহার গলায় পড়িল তখন সে জানিল নগেন্দ্রনাথ তাহাকে ধরিয়াছেন। ইন্দুমুখীর মুখে কথা নাই। সে অবাক হইয়া অবনতমস্তকেই থাকিল।

এদিকে সরযূ মূর্চ্ছিতা। ইন্দুমুখী তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে দিল। কিন্তু তাহার চৈতন্য হইল না। সরযূ এক্ষণে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের অঙ্গে শয়ন করিয়া আছে। তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই। তাহার চক্ষুও এক্ষণে দেবেন্দ্রনাথের রূপ দেখিতে পাইতেছে না কিন্তু ইহা তাহার বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

অবশেষে ইন্দুমুখী নগেন্দ্রনাথকে বলিল "আমার সঙ্গে এস, কুটীরে এক ঔষধ আছে তাহাতে বোধ হয় সরযূর বিশেষ উপকার হবে।

"চল বিলম্বের প্রয়োজন নাই। শীঘ্র তাহা আনি" এই বলিয়া নগেন্দ্রনাথ ইন্দুমুখীর সহিত তাহার কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে মাঝি সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসিনীকে অর্থাৎ সরযূকে সেই অবস্থায় দেখিয়া, দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল "সন্ন্যাসিনী মার কি হয়েছে।"

দেবেন্দ্রনাথ অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন "মূর্চ্ছা।"

মাঝি বলিল "ইহার জন্য এত চিন্তা কেন?" এই বলিয়া সে একটী লতার মূল আনিয়া সরযূর নাসিকার নিকট ধরিবা মাত্র তাহার চৈতন্য হইল। তাহার শরীরে বল হইল।

মাঝি ইন্দুমুখীকে খুঁজিবার জন্য তাঁহার কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এই সময় দেবেন্দ্রনাথ মনে করিলেন বহুদিনের সাধ পূর্ণ করিয়া সরযূর মুখে একটী চুম্বন দিবেন। সরযূ ক্ষীণ-স্বরে বলিল "আমি কোথায়?"

দেবেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন "কোথায় থাকিলে তুমি ভাল থাক?"

"আমার ভাল থাক্‌বার স্থান কি তোমরা দিতে পার্‌বে?"

"অবশ্য"—

"আমি দেবেন্দ্রনাথের অঙ্কে থাকৃতে ভালবাসি।"

"তুমি সেইস্থানেই আছ।"

এতক্ষণ সরযূ দেবেন্দ্রনাথের স্বর বুঝিতে পারে নাই, পরে হঠাৎ তাহার স্বর চিনিতে পারিয়া বলিল "কি দেবেন্দ্রনাথ!

তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? তোমায় এত ডাকিলাম তবু তুমি উত্তর দিতেছিলে না? এই কি তোমার ভালবাসা?—কিন্তু দেবেন আজ কি আর সংসারে আছি। আর কি আমি সে সরযূ। আজ আমি দেবেন্দ্রনাথের অঙ্কস্থিতা সরযূ। আজ আমার মনে সাহস হয়েছে, দেহে বল হয়েছে, শান্তি আমার শরীরে বিরাজ করিতেছে। যে সংসার একদিন বিষ মনে হয়েছিল আজ তাহা অমৃত বলিয়া বোধ হচ্ছে। আজ আমি স্বর্গে। আজ আমি পৃথিবীতে নাই।"

"সরযূ—যখন আমি তোমায় মুর্চ্ছিতা দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলাম তখন আমার মন নিতান্ত খারাপ হইয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম বোধ হয় আমারও জীবনলীলা এইস্থানে শেষ হইবে। মনে করিতেছিলাম সরযূতটে শান্তিদেবী নিয়তই অবস্থিতি করেন কিন্তু কৈ আমি ত এখানে শান্তি পাইলাম না; ভাবিতেছিলাম সরযূতটে সরযূকে পাইলে, সরযূনদীর উপাসনা করিয়া জীবন সার্থক করিব, কিন্তু আমি তখন অচৈতন্যা সরযূ পাইয়াছিলাম। যখন আমি তোমায় মূর্চ্ছিতা দেখিলাম, তখন আমার শোকানল দ্বিগুণ হইয়াছিল। ভাবিতেছিলাম ঈশ্বর নির্দ্দয়, কপট, শঠ ও প্রবঞ্চক; কিন্তু আমার সে ভাবনা দূরে গেল। দেখিলাম তিনি সরল ও সদয়। মনে করিয়াছিলাম তিনি অশান্তির বিধানকর্ত্তা; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি তিনি শান্তির আধার। মনে করিতেছিলাম "আমি তোমায় পেয়ে হারাইলাম" কিন্তু এখন দেখিতেছি আমি তোমায় হারাইয়া পাইলাম। তাই বলি সরোজ তুমি আমার হারান ধন! এস তোমার মুখে অনেকদিনের একটী চুম্বন দি। যতদিনের চুম্বন বাকি ছিল, আজ

সবই এক চুম্বনে শোধ করিয়া লইব। ইহা আমার নিজের শাসিত মহল। এখানে আমি নিজেই সমস্ত কর আদায় করি, নিজেই তাহা উপভোগ করি এমহলে অপর কাহারও অধিকার নাই। আজ কর আদায় করিতে বসিয়াছি সমস্ত আদায় না হইলে ছাড়িব না।"

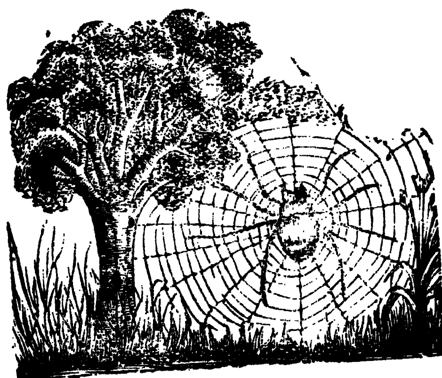
সরযূ লজ্জিত হইল। কিন্তু বলিল "সে কি আমার দোষ? না আমার অদৃষ্টের দোষ? সে ত তোমার দোষ, সে ত তোমার ভ্রান্তি। তোমারই আলস্য তুমি এত দিন আদায় কর নাই, তাই আদায় হয় নাই। তুমি প্রজার খোঁজ খবর নাও নেই, তাই প্রজা তোমায় কর দিতে পারে নি। তবে তুমি এখন আদায় কর্‌তে এসেছ, বেশ হয়েছে, মনের সুখে আদায় কর, আমার কিছু আপত্তি নেই।" তদনন্তর দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মুখে একটী আদরের চুম্বন দিলেন। সরযূ সমস্ত শোক তাপ বিস্মৃত হইল।

এদিকে নগেন্দ্রনাথ, ইন্দুমুখী ও মাঝি আসিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দুমুখী ও সরযূ উভয়েই দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বড় লজ্জিত হইল। মাঝি তাহাদের নিকট আসিয়া বলিল "ইনিই কি আমার সন্ন্যাসিনীর মার পতি?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "হ্যাঁ।"

মাঝি সন্তুষ্ট হইল। তদনন্তর তাহারা পাঁচজনে সে রাত্রি ইন্দুমুখীর কুটীরেই যাপন করিলেন। আজ অবধি মাঝি তাঁহাদের প্রধান সঙ্গী হইল। দেবেন্দ্রনাথ মাঝিকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতে লাগিলেন, কারণ সেই মাঝি দ্বারাই তিনি হারান ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেহও তাঁহাদের আজ্ঞাকারী ভৃত্যের স্থায় থাকিল। আজ এখনই দেবেন্দ্র সরযূর শুভ সম্মিলন সম্পাদিত হইল। ইহাদের ন ধর্ম্মের আধার। পাপ ইহাদের নিকট আসিতে পারে





অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

"ইহারই নাম পাপের প্রায়শ্চিত্ত!"

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহারা কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। সরযূনদীর তীরস্থ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ মাঝিকে বলিলেন "মাঝি আজ অবধি তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু হইলে। তোমার স্ত্রী পুত্রাদি সমস্তই আমাদের দেশে লইয়া চল।"

মাঝি বলিল "মহাশয় আমার অপর কেহই নাই। আমি একাকী। চলুন আমি আপনাদের দেশে যাব।"

মাঝি ব্যবসায়ী মাঝি নহে। সে পূর্ব্বে ইন্দুমুখীর পিতার নিকট ভৃত্য থাকিত। ইন্দুমুখীর পিতার মৃত্যুর পর সে তাহার সহিত তাহার মামার বাড়ী ছিল। যখন ডাকাইতেরা ইন্দুমুখীর মাতুলের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, ও ইন্দুমুখীকে লইয়া পলায়ন করে তখন মাঝি আর সেখানে থাকিতে না পারিয়া চলিয়া যায়। তৎপরে দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে সরযূনদীতে মাঝির কার্য্য করিতে লাগিল। সে ইন্দুমুখীকে চিনিতে পারিয়া বড় আনন্দিত হইল। তাহাদের আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইয়া থাকিল।

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন "তবে তোমায় নৌকা আন আমরা এখনই দেশে যাইবার নিমিত্ত ছাড়িব।"

আজ্ঞামাত্র মাঝি নৌকা সজ্জিত করিয়া আনিল। তাহারা সকলেই আরোহণ করিলেন। নৌকা দক্ষিণ পূর্ব্বদিকাভিমুখে ছুটিল। অনুকূল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। সরযূর আজ বড় আনন্দ। আনন্দের সহিত আজ সে নদীতীরস্থ বস্তু সমুদয় দর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা গঙ্গানদীতে উপনীত হইলেন। আজ সরযূ গঙ্গাবক্ষে পতির সহিত চলিতেছে। আজ তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না! যখন বেলা প্রায় শেষ হইব হইব হইয়াছে, তখন তাঁহারা বরাহনগরে উপনীত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন অদ্য বরাহনগরের ঘাটেই নৌকা রাখ, হয় অদ্য রাত্রিতে ছাড়িব না হয় কল্য প্রভাতে যাত্রা করিব।"

দেবেন্দ্রনাথের আজ্ঞানুসারে মাঝি বরাহনগরের ঘাটে নৌকা থামাইল। সকলেই অবতরণ করিয়া গ্রামের ভিতর গেলেন। তথায় একটী বাসা ভাড়া করা হইল। তদনন্তর সামান্যরূপ আহারাদি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ গ্রামের মধ্যে একবার বেড়াইতে গেলেন। ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন একস্থানে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে। জনতা দেখিয়া তাহাদের মনে একটু কৌতুহল জন্মিল তাহারা সেইদিকেই চলিতে লাগিলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন একটী স্ত্রীলোক ধূলির উপর বসিয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘা হইয়াছে। মস্তকের কেশে ধূলি সংলগ্ন হইয়াছে। পালে পালে মক্ষিকা আসিয়া তাহার ক্ষতস্থানে উপবিষ্ট হইতেছে। ক্ষতস্থানের মধ্য হইতে দুই চারিটী কীট বাহির হইতেছে। মক্ষিকা

বিদ্ধা হইয়া সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার হস্তপদাদি সমস্তই অবসন্ন। তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। কেবল এক একবার হা করিতেছে, সেই সময় কোন কোন দুষ্ট ছেলে তাহার মুখে প্রস্রাব ত্যাগ করিতেছে। সে তখন বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া শুইয়া পড়িতেছে। কোন কোন দুষ্ট বালক ইট লইয়া তাহার শরীরে নিক্ষেপ করিতেছে। কেহ কেহ ধূলি লইয়া তাহার গায় দিতেছে। কেহ কেহ জল আনিয়া তাহার শরীরে ঢালিয়া দিতেছে। আবার কেহ কেহ জলে লবণ ও নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া তাহার ক্ষতস্থানগুলিতে ঢালিয়া দিতেছে, সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া এপাস ওপাস করিতেছে, কিন্তু তাহার কোন সাধ্য নাই। কেহ আসিয়া তাহার উপর লাঠিদ্বারা আঘাত করিতেছে।

দেবেন্দ্রনাথ এই সমস্ত দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, তাহার হৃদয় দ্রব হইল। তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকটী সেই কুঞ্জকামিনী। ধীরে ধীরে অথচ গম্ভীরভাবে কিন্তু নম্রতার-সহিত দেবেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কুঞ্জকামিনি এখন সব বুঝেছ ত? সংসারে কত সুখ সব জান্‌তে পেরেছ? পূর্ব্বে তোমায় কি বলিয়াছিলাম মনে পড়ে কি? তখন যদি একটু বুঝিতে পারিতে তবে তোমায় একষ্ট ভোগ করিতে হইত না। এখন যমও যে তোমায় ঘৃণা করেছে? মনে করিও না যে আমি তোমায় গালাগালি দিতেছি। তোমায় যে ভৎসনা করিতেছি ইহাতে অপরে শিক্ষা পাইবে। তোমার আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী, এখন তুমি হরিনাম কর। ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর। আমি তোমার সৎকার করিব। কুঞ্জকামিনী কোন কথা বলিতে

পারিল না। কেবল মাথা নাড়িয়া দেবেন্দ্রনাথকে নিকটে যাইতে আজ্ঞা করিল। দেবেন্দ্রনাথ নিকটে গেলেন, সে তাঁহার পদতলে মস্তক রক্ষা করিল। তাহাতে অনেকেই তাঁহাকে উপ-হাস করিতে লাগিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে প্রকৃত কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে তাঁহারা একদৃষ্টে দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তাড়াতাড়ি একব্যক্তি আসিয়া কুঞ্জকামিনীকে লক্ষ্য করিয়া একটী ইট ছুড়িয়া বলিয়া উঠিল "কি চাঁদ এসব কি প্রেমের দায় নাকি?"

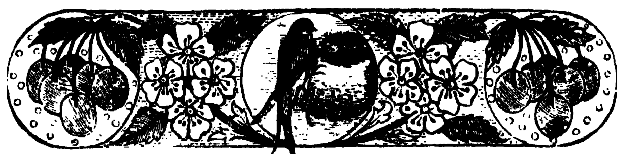
দেবেন্দ্রনাথ সকলকেই বলিলেন "আপনারা আর কেন এর উপর অত্যাচার করেন, ২।৪ মিনিট পরেই এর মৃত্যু হবে।" দেখিতে দেখিতে কুঞ্জকামিনী জীবনলীলা সম্বরণ করিল। দেবেন্দ্র-নাথ কয়েকজন লোক ডাকিয়া তাহার সৎকারের নিমিত্ত তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন।

সরযূ ও ইন্দুমুখীকে ডাকিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন—"দেখ ইহারই নাম পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অপরাপর কথা পরে তোমা-দিগকে বলিব।"

তদনন্তর তাহারা সকলেই গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। শীঘ্রই চিতা সজ্জা করা হইল। চন্দন কাষ্ঠ গুগ্‌গুল ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যও আনা হইল। কুঞ্জকামিনীর দেহ দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ চিতায় স্থাপন করিলেন। অগ্নি সংযোগ করিবামাত্র ধূ ধূ শব্দে চিতা জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল মধ্যে তাহার দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। তাই বলি পাপ-কার্য্য করিও না। সময়ে পাপের ফল ফলিবে।

তৎপরে নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গাজলে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া বাসায় আসিলেন। বরাহ নগরে অধিকক্ষণ থাকিতে তাহাদের ইচ্ছা হইল না। দেবেন্দ্রনাথের আজ্ঞানুসারে সকলেই তীরে গমন করিলেন। মাঝি নৌকা সাজাইল। তাহারা আরোহণ করিলেন; নৌকা ছাড়া হইল। আবার নৌকা তীরবেগে ছুটিল। দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক দেশে প্রতিগমন করিতেছেন। তাঁহারা তীর্থ যাত্রা করিতে আসিয়াছিলেন তীর্থও হইল, নিজ নিজ কার্য্যও সম্পন্ন হইল। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে পাপের প্রায়শ্চিত্তটাও দেখা হইল।





ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ বড় সুখের দিন!

আজ বড় সুখের দিন। আজ রতনপুর আবার আনন্দ পূর্ণ। আজ দেবেন্দ্রনাথ আবার সেই রতনপুরে। সেই সরযূ আবার রতনপুরে। সেই নগেন্দ্রনাথ আজ ইন্দুমুখীর সহিত দেবেন্দ্রনাথের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। মাঝি আজ বড় ব্যস্ত। আজ দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ। মাঝির আজ বড় সুখ। সুখে সে কার্য্য করিতেছে। জীবনকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতেও আজ আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইতেছে। আজ সরযূ আর সন্ন্যাসিনী নাই। আজ আর সরযূ সরযূতীরে শুইয়া নাই। আজ আর সরযূ কাননে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে না। আজ আর সরযূ গৃহিণীর সান্ত্বনা বচন অবহেলা করিয়া রজনীকে সহচরী করিয়া, ইন্দুমুখীকে সঙ্গে লইয়া বনে বনে বেড়াইতেছে না। আজ সে বাপের বাড়ী। আজ তাহার বিবাহ। আজ তাহার বাড়ীতে অসংখ্য দাস দাসী অবিরত ব্যস্তভাবে ধাবিত হইতেছে।

সন্ধ্যা গত হইল। দেবেন্দ্রনাথ রীতিমত ছটা করিয়া বিবাহার্থ বহির্গত হইলেন। নগেন্দ্রনাথ সমস্ত কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বর জীবনকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী উপস্থিত

হইলেন। মঙ্গলাচরণ করিতে করিতে বরকে সকলে গৃহে লইয়া গেল। বর দেবেন্দ্রনাথ সভায় মধ্যস্থলে বসিলেন। তাহার সম্মুখে কয়েকটী সপুষ্প ফুলদান রহিয়াছে। পুষ্পগন্ধে গৃহ আমোদিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আতর গোলাপ জল ইত্যাদিরও অভাব নাই।

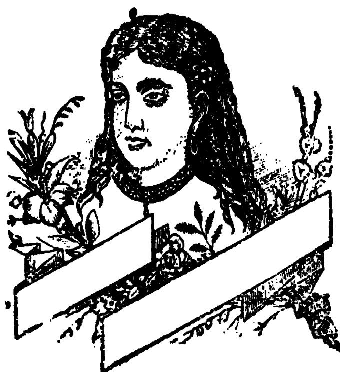
বরের দক্ষিণ দিকে ব্রাহ্মণদের আসন। অপর তিন পার্শ্বে কায়স্থাদি অপরাপর শূদ্রের নিমিত্ত বিছানা দেওয়া হইয়াছে। অনেক লোকই বরযাত্র গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আজ্ঞা করিতেছেন "আরে তামাক দে" কেহ বলিতেছেন "পান আন্ রে।" আবার কেহ কেহ বিবাহ কখন তাহা জানিবার জন্য বলিতেন "জীবনকৃষ্ণ বাবু কোথায় গেলেন লগ্নটা কখন স্থির করেছেন?"

কেহ বলিতেছেন "লগ্নের সময় হইল বরকে নিয়ে চল।" এদিকে কতকগুলি বালক গোলাপ জল ইত্যাদি লইয়া বরযাত্রগণের শরীরে নিক্ষেপ করিয়া কৌতুক দেখিতেছে। হাসির ধূম চলিতেছে। ধূমপানাসক্ত ব্যক্তিগণ ধূমপান করিতে করিতে গৃহের অভ্যন্তর প্রায় মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। দেখিতে দেখিতে দেবেন্দ্র-সরযূ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

আজ সরযূ বাসর ঘরে কুলবধূ। ঘোমটা দিয়া চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া আছে। অনেকেই তাহাকে কত কথা বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। কোন কোন রমণী তাহার মুখ লইয়া দেবেন্দ্রনাথের মুখের নিকট আনিতেছেন। লজ্জায় সরযূ আপন মুখ সরাইয়া লইতেছে। কিন্তু তাহার মনে মনে ইচ্ছা হইতেছে "দেবেন্দ্রনাথের মুখে মুখ দিয়া বসিয়া থাকি।" দেবেন্দ্রনাথের

হৃদয়ে এক্ষণে শান্তি দেবী বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার চিন্তা-শক্তি এক্ষণে এক নব স্রোত বেগে প্রবাহিত হইতেছে।

সরযূ এক্ষণে সুখিনী। কিন্তু একটী বিষয়ের জন্য তাহার মন ক্রন্দন করিতেছে—সেই গৃহিণী এক্ষণে বৈধব্যানলে দগ্ধ হইতেছে। যাহাহউক আজ আনন্দের দিন। সংসার মিশ্রিত দ্রব্যের আধার। বিশুদ্ধ সুখ পাওয়া যায় না। তাই বলি—যে সুখ পাওয়া যায় তাহারই সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভাবিতে যাও ভাবনা তোমায় কোথায় নিক্ষেপ করিবে বুঝিতে পারিবে না। তবে "আজ বড় সুখের দিন" এই মনে করিয়া সংসারে যতদিন বাঁচিতে পারা যায় ততদিনই সুখের হইয়া থাকে!! অতএব মনে সন্তোষ রাখিতে চেষ্টা কর!





উপসংহার।



ভারত ললনা বর্গ! একবার আমার কথা শ্রবণ কর। সরযূর দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। সরযূর সতীত্বের গৌরব দেখ!! পতিপরায়ণতার মহিমা দেখ। পতিব্রত্যধর্ম্মের অসীম শক্তি অবলোকন কর। পত্যেকব্রতা সরযূর অবস্থা মনেমনে চিন্তাকর। কল্পনাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সরযূর প্রস্ফুটিত সরোজ-প্রতিম-রূ নিরীক্ষণ কর! পতি-বিচ্ছেদ পাগলিনী, সন্ন্যাসিন্যাশ্রমাবলম্বি পূত হৃদয়া, সরযূবালার দিকে নেত্রপাত কর। দেখ তাহার হৃ কত পবিত্রতা পূর্ণ!! দেখ তাহার মন কতপ্রকার অলৌকি দ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়াছে!! দেখ সে কত কঠোরতা সহ্য করি পারে!! দেখ পতির অভাবে সে সংসার কত তুচ্ছ মনে করে!! দেখ সে স্নেহময়ী জননীর কথা অবহেলা করিয়া, গুরুদেব পিতার বচন লঙ্ঘন করিয়া, সদুপদেশদাত্রী গৃহিণীর বাক্যে অবহেল করিয়া, সহোদর সহোদরার স্নেহ, মমতা ইত্যাদি তুচ্ছজ্ঞ

করিয়া পতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত কিনা !! দেখ তাহার মন কত উন্নত।

ভারত—সতীরমণীগণের আবাস স্থান। অদ্যাপি ভারতে সতী আছে। ভারত আজিও পুণ্যক্ষেত্র, ধর্ম্মের আধার ভারত ভূমি ! এই পবিত্রতাপূর্ণ ধর্ম্মক্ষেত্রের কেবল একটী সন্ততি আজ আমি পাঠকগণের নিকট বিশেষতঃ তোমাদের সমীপে উপস্থিত করিলাম।

তোমরা হয় ত মনে করিবে আমি নির্ব্বোধ। হয় ত তোমরা বলিবে পতির জন্য আবার কোন সময় কে দেশত্যাগিনী হইয়া থাকে ? তোমরা হয় ত ভাবিবে উপন্যাস-লেখকগণ অসম্ভব অসম্ভব বস্তু আমাদের চক্ষে উপস্থিত করেন। কিন্তু ভেবে দেখ ভারতরমণী সতীত্বকে কত আদরণীয় বস্তু মনে করে ! সীতার কথা, দময়ন্তীর বিষয়, শকুন্তলার বিবরণ, সাবিত্রীর কথা—স্মৃতি-পথে আনয়ন করিতে চেষ্টা কর। স্থিরভাবে গম্ভীর হইয়া, গভীরতার সহিত চিন্তা করিয়া দেখ—ইহা কবির অলঙ্কারান্বিত বর্ণনা অথবা সত্য ঘটনা।

সতীত্বের পুরস্কার, অসতীত্বের তিরস্কার, পতিব্রতার আদর ...রিণীর লাঞ্ছনা, দ্বিচারিণীর বিষময় পরিণাম, ব্যভিচারিণীর যন্ত্রণা, বারাঙ্গনাগণের বৃদ্ধত্ব ও তাহাদের শেষ অবস্থা ...খ, তুলনা কর, বিচার কর, সিদ্ধান্ত কর, দেখ ফল পাও

...র বস্তুই চিরস্থায়ী
...পুর অর্থাৎ

অমর। ধর্ম্ম স্বর্গবাসী। ধর্ম্ম নিত্য। পতিব্রতা নারীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পতিব্রতা অভঙ্গুর ইহা চিরকাল এক থাকিবে। যাহা পবিত্রতা তাহা পবিত্রই থাকিবে। সতীত্ব পবিত্রতা পূর্ণ।

জড় দেহ ভূতলে পড়িয়া থাকিবে। ধর্ম্ম সঙ্গে যাইবে। সতীত্ব তোমাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। সতীত্ব তোমাদের সঙ্গে যাইবে। সতীত্ব তোমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবে। তাহার ক্ষমতায় কেবল তোমরা কেন, তোমাদের পতিগণও তোমাদের সহিত স্বর্গে যাইবেন। "মাটীর দেহ মাটীতেই মিশিবে।" তাই বলি পতির জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইও না। পতি আজ্ঞা পালনে বিমুখ হইও না। বরং তোমাদের পতিদিগকে সতীত্বের মহিমা শিক্ষা দাও। সৎব্যক্তির কত আদর। অসতের — অনাদর। ভাবিয়া দেখ—ফল পাইবে।

